পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 114 Thursday, 26 March, 2026 * ৩১ বর্ষ, ১১৪ সংখ্যা * ১১ চৈত্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

বিজেপি-কমিশন আমার সব কেড়ে নিয়েছে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চঃ উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই বিধানসভা ভোটের প্রচারে ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার থেকে শুরু হওয়া তাঁর প্রচারের প্রথম দিনেই ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের মাটিগাড়ায় সভা করেন তিনি। প্রতিটি মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের শাসক দল এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে সরব হন তৃণমূল নেত্রী। নিজের বক্তব্যে মমতা তুলে ধরেন প্রশাসনিক স্তরে হঠাৎ বদলির প্রসঙ্গ। পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ভোটের আগে পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। সোমবার গভীর রাতে প্রকাশিত অতিরিক্ত ভোটার তালিকা ঘিরে বিতর্কের আগুন আরও উস্কে দেন মমতা। ময়নাগুড়ির সভা থেকে তিনি বলেন, ''রাতের অন্ধকারেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার স্মৃতি জড়ানো সেই সময়কেই এখন ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য উদ্দেশ্যে।'' তাঁর অভিযোগ, সংবিধান এবং মানুষের অধিকার - কোনও কিছুকেই আর মানা হচ্ছে না। বাংলার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেই কমিশন গভীর রাতে রাজ্যের একাধিক শীর্ষ প্রশাসনিক পদে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এই প্রথম বাংলার প্রশাসনে এভাবে হস্তক্ষেপ করা হল।'' তাঁর অভিযোগ, বাইরে থেকে লোক এনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে, যার লক্ষ্য তাঁকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলা, জব্দ করা। বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, ''বিজেপি আর কমিশন মিলে আমার সব কেড়ে নিয়েছে।

গ্যাস থেকে পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার হাতে আর কিছু নেই। আমার কিছু করার নেই। তবে আমার কাছে মানুষ আছে।'' প্রচারে হিংসার ইঙ্গিত নিয়েও সতর্ক করেন তিনি। প্রার্থীর উপর হামলার হুমকির প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, ''ভয় দেখিয়ে নির্বাচন জেতা যাবে না।'' তাঁর কটাক্ষ, ''নির্বাচনের পর পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে-আমি বিজেপি করি না!'' কমিশনের পাশাপাশি দিল্লির শাসক নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও কড়া সুর শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নাম না নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ''এই ভদ্রলোক, আর দিল্লির দুই ভদ্রলোককে বিদায় দিন। না হলে দেশটা বেচে দেবে। বাংলা রাজ্যটাই এঁরা তুলে দিতে চায়। অনেক প্ল্যানিং করেছে, বাংলাকে বিহারের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।'' মাটিগাড়ার সভা থেকে ফের ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন মমতা। তাঁর কথায়, ''মাঝরাতে সবার নাম উড়িয়ে দিয়েছিল কমিশন। গোটা বাংলার লোকই ভ্যানিশ। আমার নামও খুঁজে দেখি অ্যাডজুডিকেশন। এরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই।'' কমিশনের তরফে বলা হয়েছিল এটা টেকনিক্যাল ফল্ট। মমতার পাল্টা প্রশ্ন, ''আদৌ টেকনিক্যাল ফল্ট, নাকি বজ্জাতি?'' তাঁর এও কটাক্ষ-''সবার ভোট ওয়াশিং মেশিনে ঢালছে বিজেপি, ওরা একাই থাকতে চায়, একটা পার্টিই রাখতে চায়। কাউকে থাকতে দেবে না।'' সব মিলিয়ে ভোটের আবহে উত্তরবঙ্গ থেকে রাজনৈতিক লড়াইকে তীব্র করে তুললেন তৃণমূল নেত্রী।

'যাঁরা বাঙালিকে অপমান করে তাঁদের পা ধরেছে'

নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দুকে নিশানা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৫ মার্চঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রচারে বুধবার থেকেই মাঠে নেমে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনভর কর্মসূচিতে প্রথমে দাসপুর, তারপর কেশিয়াড়ি, শেষে নন্দীগ্রামে কর্মিসভায় যোগ দেন তিনি। আর সেখান থেকেই দলীয় সংগঠনকে শক্ত করার পাশাপাশি ভোটের লড়াইয়ের রূপরেখা স্পষ্ট করে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। নন্দীগ্রামে কর্মিসভার পরিকল্পনা থাকলেও তা কার্যত বড় জনসমাবেশে পরিণত হয়েছে বলে দাবি করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, এই বিপুল উপস্থিতিই দেখিয়ে দিচ্ছে, নন্দীগ্রামের মানুষের আস্থা এখনও তাঁদের দিকেই রয়েছে। সভা মঞ্চ থেকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ''এবারের ভোটে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে জয়ী করে নন্দীগ্রামকে পবিত্র করতে হবে।'' তাঁর বক্তব্য, ''এই জয় শুধু রাজনৈতিক সাফল্য নয়, নন্দীগ্রামের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লড়াই।'' তিনি বলেন, ''এই জয়ের মধ্য দিয়েই এলাকা নতুনভাবে আত্মপরিচয় ফিরে পাবে।'' দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর সংযোজন, আসন্ন নির্বাচনে যে লড়াই হবে তা স্বাধীনতার লড়াইয়ের সমান। প্রতিপক্ষকে নিশানা করতেও ছাড়েননি অভিষেক। নাম না করে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করে বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি মানুষ মেনে নেয় না। তাঁর অভিযোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থ বাঁচাতে এলাকার ইতিহাস ও সম্মান বিসর্জন দিয়ে তিনি তাঁদের পায়ে পড়েছেন যাঁরা বাঙালিকে অপমান করে। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা নিজেদের মানুষ বলে দাবি করেন, তারা আসলে কতটা এলাকার পাশে থেকেছেন। কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে অভিষেক জানান, ''সংগঠনের ভিতরে কে কী করছেন, সবকিছুর উপর নজর রাখা হচ্ছে। কেউ বিভ্রান্তির পথে গেলে বা বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হলে তা বরদাস্ত করা হবে না।'' তিনি বলেন, ''রাজনীতিতে সততা ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।'' একই সঙ্গে কর্মীদের আশ্বস্ত করে তিনি জানান, নন্দীগ্রামের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কোনও রকম চাপ বা ভয় দেখানো হলে দল পাশে থাকবে। তদন্ত সংস্থার নাম করে ভয় দেখানোর চেষ্টা হলেও তা মোকাবিলা করা হবে বলেও জানান তিনি। গত পনেরো দিন ধরে চলা 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক জানান, এই উদ্যোগে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁর কথায়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ সেখানে এসে পরিষেবা নিয়েছেন এবং তাঁদের সমর্থন ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। যদিও এই কর্মসূচি ঘিরে নানা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল, তবুও মানুষের সাড়া সব জল্পনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। এই সভা থেকেই বড় ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, নন্দীগ্রামে প্রতি বছর 'সেবাশ্রয়' শিবির আয়োজন করা হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে শিবির হবে এবং দুই ব্লকে তৈরি হবে দুটি আধুনিক মানের শিবির। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন, যদি পবিত্র করকে জয়ী করা যায়, তবে এই উন্নয়নমূলক উদ্যোগ আরও জোরদার হবে। অভিষেক স্পষ্ট করেন,ভোটে জিতলে নঃদীগ্রামে রাজ্য সরকার করবে 'দুয়ার স্বাস্থ্য' এবং পবিত্র কর করবেন 'সেবাশ্রয়'। দুটিই একসঙ্গে হবে। নন্দীগ্রামের ভোটকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, এই ভোট শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং এই এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। ২০২১ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে যেসব বুথে ফল ভাল হয়নি, সেগুলিতে নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, নন্দীগ্রামের জন্য এমন প্রার্থী দেওয়া হয়েছে, যিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করবেন। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তিনি প্রশ্ন তোলেন, স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কাজ হয়েছে, তার হিসেব দিতে হবে। উন্নয়ন এবং জনসংযোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ''মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানই রাজনীতির আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে।'' ধর্মের নামে হিংসা ছড়ানো বা মানুষের জীবনযাত্রার উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। গ্রামের পরিকাঠামো নিয়েও অভিযোগ তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, রাস্তা বা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার সদুত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। সব মিলিয়ে নন্দীগ্রামের মাটি থেকেই সংগঠন, উন্নয়ন এবং মানুষের আস্থা-এই তিনকে সামনে রেখে লড়াইয়ের রূপরেখা স্পষ্ট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে দাসপুর এবং কেশিয়াড়ির সভা থেকে অভিষেকের মূল বার্তা ছিল, ৪ মে ভোটের ফলের দিন এমন অবস্থা করতে হবে যাতে বিজেপি চোখে পদ্ম নয়, সর্ষে ফুল দেখে। ভোটের আবহে বিজেপির বিরুদ্ধে বড় অভিযোগও তোলেন তিনি। দাবি করেন, তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্টদের দিল্লি থেকে ফোন করে টাকার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে! এই প্রসঙ্গে অভিষেকের ওই এজেন্টদের বার্তা, ''টাকার প্রস্তাব পেলে দরদাম করে নেবেন। ২,০০০ দিতে চাইলে ৫,০০০ করবেন। ৫,০০০ দিতে চাইলে ১০ হাজার। কারণ টাকাটা আপনারদেরই। এরপর ভোট দেবেন তৃণমূলেই কারণ, এই বিএলএ-২ রাই দলের শক্তি।''

'লিখে রাখুন এবার ১৭৭-এর নীচে নামব না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ মার্চঃ ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির স্লোগান ছিল - অব কী বার, ২০০ পার। কিন্তু সেই পর্যন্ত যাওয়া তো দূর, ৮০-র গণ্ডি পেরোতে পারেনি গেরুয়া শিবির। ৭৭টি আসন পেয়েই থামতে হয়েছিল তাঁদের। ২৬-এর নির্বাচনে আপাতত ২০০ পারের কথা বলছে না বিজেপি। তবে ২০০ পর্যন্ত যে পৌঁছনো যাবে, সে আশা রাখছে। নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে তা পরিষ্কার। এবারের নির্বাচনে ১৭৭-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি। এমনই দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বুধবার রামনগরে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্র শেখর মণ্ডলের সমর্থনে কর্মিসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা থেকেই তিনি কার্যত চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, ২০১৬-তে ৩, ২০২১-এ ৭৭ পেলেও এবারে ১৭৭-এর নীচে আসন পাবে না দল। তাঁর এই অঙ্ক যে এসআইআরের ভোটার তালিকার

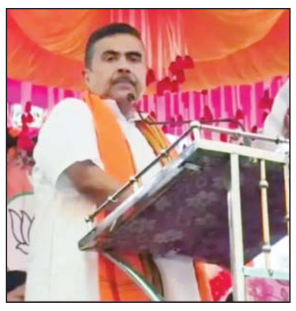

ভিত্তিতেই করা, সেটাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। কটাক্ষের সুরে শুভেন্দু বলেন, ''প্রথম রাউন্ড ব্রেকফাস্টে নাম বাদ গেছে ৫৮ লক্ষ। লাঞ্চে নাম বাদ গেছে ৬০ লক্ষ। সন্ধেবেলায় লিকার চা আর চিনা বাদাম হয়েছে, এখনও ডিনার হয়নি। এর মধ্যে ১৪ লক্ষ নাম বাদ গেছে। এখনও পর্যন্ত বাদ গেছে ৭৯ লক্ষের নাম। এর ৯০ শতাংশ ভোট তৃণমূল মেরে দিত। আর কিছু বলার আছে? সমাজদারও কেলিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যয়!'' বলাই বাহুল্য, বিজেপিই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মুখে এক থেকে দেড় কোটি নাম বাদ যাওয়ার কথা বলেছিল। এখন হিসেব করলে দেখা যায়, নাম বাদের সংখ্যাটা সেই দিকেই যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সরব হয়েছে তৃণমূল। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন যোগসাজস করেই বাংলায় ভোটার তালিকা থেকে ন্যায্য ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে। এই আবহে এসআইআরের প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর বিতর্ক আরও বেড়েছে। প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ২৯ লক্ষের ফয়সালা করা অতিরিক্ত প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের এই পদক্ষেপের ফলে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম যেমন চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনই বাদও পড়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকায় প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি' বা তথ্যগত অসংগতির কারণে বিবেচনাধীন রাখা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচারকরা প্রতিটি নথি খুঁটিয়ে যাচাই করার পর এই অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করেছেন। এই ২৯ লক্ষের বাইরে বাকি ৩১ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াও দ্রুত শেষ করা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

রান্নার গ্যাস নিয়ে নয়া নির্দেশিকা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চঃ দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের আকাল। যার জেরে ঘুম ছুটেছে গার্হস্থ্যের। চিন্তায় শিল্প মহলও। কবে পরিস্থিতি ফের স্বাভাবিক হবে? নিরুত্তর মোদি সরকার। এর মধ্যেই নতুন একটি নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। তা ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। কী বলা হয়েছে ২৪ মার্চ প্রকাশিত ওই নির্দেশিকায়? এখন বাড়ি বাড়ি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। কিন্তু যেখানে ইতিমধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস (পিএনজি) সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে সেই সংযোগ নেওয়া বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। এইজন্য কোম্পানি গ্রাহককে একটি নোটিশ পাঠাবে। তার পরে তিন মাস পর্যন্ত সময় পাবেন গ্রাহক। তার পরেও পিএনজি সংযোগ না নিলে বাড়িতে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

'একজন মুসলিম নেতা প্রয়োজন'

হুমায়ুনকে পাশে বসিয়ে মমতাকে নিশানা ওয়েইসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ ৫ বছর আগে বাংলায় আইএসএফের সঙ্গে জোট করতে চেয়েছিলেন তিনি। ফুরফুরা শরিফে গিয়ে আইএসএফের প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। কিন্তু, সেই জোট শেষ পর্যন্ত হয়নি। আর পাঁচ বছর পর বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট করেছে তাঁর দল। আর

সেই জোট নিয়ে বার্তা দিতেই কলকাতায় এসেছেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। বুধবার কলকাতায় হুমায়ুনকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন মিম প্রধান। বাংলায় একজন মুসলিম নেতা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করলেন। গত কয়েকমাসে মালদহ, মুর্শিদাবাদ-সহ মুসলিম প্রভাবিত জেলায় মিমের শক্তি ক্রমশ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন দল গড়ে হুমায়ুন কবীরও মিমের সঙ্গে জোট করতে আগ্রহ দেখান। পাঁচ বছর আগে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালেই আইএসএফ গঠন করেছিলেন আব্বাস সিদ্দিকী। সেইসময় তাঁর দলের সঙ্গে জোট করতে আগ্রহী ছিলেন ওয়েইসি। কিন্তু, মিমের সঙ্গে জোট হলে বাম ও কংগ্রেসের জোটে থাকা হত না আইএসএফের। ফলে ওয়েইসি ফুরফুরা শরিফ ঘুরে গেলেও আব্বাসের দলের সঙ্গে মিমের জোট হয়নি। এবারের নির্বাচনে নতুন দল গঠনের পর হুমায়ুনও বাম, আইএসএফ-কে জোটবার্তা দিয়েছিলেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম তাঁর সঙ্গে বৈঠক করলেও জোট হয়নি। কোনও দলের সঙ্গে জোট না হওয়ার পরই মিমের হাত ধরেছে হুমায়ুনের দল। মিম ও এজেইউপি-র জোট নিয়ে বার্তা দিয়ে কলকাতায় এসেছেন ওয়েইসি। এদিন দুই দলের দুই প্রধান ওয়েইসি ও হুমায়ুন সাংবাদিক বৈঠক করেন। আর এই সাংবাদিক বৈঠকেই মমতাকে নিশানা করেন ওয়েইসি। বলেন, ''সোমনাথদা (সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়) যখন স্পিকার ছিলেন, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশ নিয়ে সংসদে বলেছিলেন। আপনি বাংলায় বিজেপিকে বাড়তে দিয়েছেন। ৩ থেকে ৭৭ হয়েছে। আপনি দলে নিয়েছেন বলে আমরা বাবুল সুপ্রিয়র ঘৃণা ভাষণ ভুলে যাব?'' সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করে ওয়েইসি বলেন, ''এই ভুল বামফ্রন্টও করেছিল। তারা চলে গিয়েছে, এরা বসেছে। ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে।'' সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে একজন মুসলিম নেতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে ওয়েইসি বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইদের নামাজে অংশ নিলেও মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি করেননি। তাই একজন মুসলিম নেতা প্রয়োজন। তিনি হুমায়ুন কবীর।'' হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের সম্পর্ক জানিয় মিম সুপ্রিমো বলেন, ''আমরা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য লড়াই করছি।'' তিনি জানান, হুমায়ুন কবীরই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। মিম ও হুমায়ুনের জোটে হুমায়ুনই বড় শরিক। বেশ কয়েকটি আসনে লড়বে মিম। ওয়েইসি দাবি করেন, তাঁরা ভোটকাটুয়া নন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করছেন, বিজেপির থেকে ফান্ড পাচ্ছে হুমায়ুনের দল। এই নিয়ে ওয়েইসি বলেন, বিজেপির ফান্ড আসে প্রমাণ করতে পারলে ৯০ শতাংশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে দেওয়া হবে। ৫ শতাংশ হুমায়ুন পাবেন। আর ৫ শতাংশ তাঁরা নেবেন। হুমায়ুনের দল এবারের নির্বাচনে হুইসেল প্রতীকে লড়বে। সেই প্রতীকের এদিন উন্মোচন করেন ওয়েইসি।

সংকটের মুহূর্তে রাজনীতি নয়, কংগ্রেসকে কড়া বার্তা শিবরাজের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মার্চঃ আন্তর্জাতিক অস্থিরতার আবহে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বুধবার সকালে কংগ্রেস নেতৃত্বের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, সংকটের সময়ে রাজনৈতিক লাভের চেষ্টা না করে দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।পশ্চিম এশিয়ায় চলমান অস্থিরতা এবং তার প্রভাব নিয়ে ইতিমধ্যেই সংসদের দুই কক্ষেই বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এই পরিস্থিতিতে শান্তি, সংযম এবং কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন। একইসঙ্গে বিরোধী দলগুলির কাছেও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন, যাতে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের পরও বিরোধী শিবিরের কিছু মন্তব্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।এই প্রেক্ষাপটেই এদিন শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ একাধিক কঠিন পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। তাঁর দাবি, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল দেশের কোনও নাগরিক যেন সংকটের কারণে সমস্যায় না পড়েন। কিন্তু এই সংবেদনশীল সময়ে কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় মিলছে বলেই অভিযোগ করেন তিনি। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে চৌহান বলেন, রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে-এর সাম্প্রতিক মন্তব্য রাজনৈতিক সুবিধাবাদের উদাহরণ। তাঁর কথায়, এমন সময় যখন দেশের উচিত একজোট হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা, তখন কিছু নেতা অযথা সমালোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি আরও যোগ করেন, এই ধরনের আচরণ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে দেশীয় রাজনীতিতে এমন বাকযুদ্ধ নতুন নয়। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে মতবিরোধ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি শুধু কূটনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও ভারতের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। জ্বালানি সরবরাহ, প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক-সব ক্ষেত্রেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।এদিকে কংগ্রেস শিবির এখনও পর্যন্ত শিবরাজের এই মন্তব্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, খুব শীঘ্রই এই ইস্যুতে পাল্টা সুর শোনা যেতে পারে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনায় কংগ্রেস নেতৃত্ব বেশ সক্রিয় হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতেও তারা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইছে।এই পরিস্থিতিতে দেশের রাজনীতিতে যে উত্তাপ বাড়ছে, তা স্পষ্ট। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার শান্তি ও ঐক্যের বার্তা দিচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধীরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।এর মাঝেই শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতাদের মন্তব্য রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করে তুলছে।সব মিলিয়ে, আন্তর্জাতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশও ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এখন দেখার বিষয়, এই পরিস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলগুলি পারস্পরিক সমঝোতার পথে হাঁটে, নাকি রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়ে বলে জানি।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে সোনার বাংলা-র জন্য মা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা নিতিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বুধবার সকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে মা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করেন তিনি। নিতিনের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিতিন নবীন বলেন, আমি এখানে মায়ের দরবারে আশীর্বাদ পেয়েছি। আমি মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেছি, কারণ এই রাজ্যে পুজো মণ্ডপ তৈরির জন্য হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিতে হয়, অথচ নামাজ পড়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা রাজ্যকে 'সোনার বাংলা' এবং 'বিকশিত বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের আশীর্বাদ চেয়েছি।

স্থিতিশীল আছেন সোনিয়া গান্ধী, রয়েছেন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ঃ স্থিতিশীল আছেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে। বুধবার সকালে দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতাল সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার আচমকা অসুস্থ বোধ করায় সোনিয়াকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, পুত্র রাহুল গান্ধী এবং কন্যা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা।ঠিক কী কারণে বর্ষীয়ান নেত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখছেন চিকিৎসকেরা। এর আগে, গত জানুয়ারি মাসে সর্দি-কাশির সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল সোনিয়াকে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হল তাঁকে।

ময়নাগুড়ির সভা থেকে উন্নয়নের খতিয়ান ও এনআরসি নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ মমতার

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান শুরু করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে দলীয় প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভা থেকে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। এদিনের ভাষণে উঠে আসে এনআরসি আতঙ্ক, মূল্যবৃদ্ধি, রাজবংশী ভাবাবেগ এবং পরিচয়পত্র বিতর্কের মতো একাধিক সংবেদনশীল ইস্যু।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে, জল্পেশ মন্দিরের (মহাকাল মন্দির) সংস্কার কাজ জারি রয়েছে এবং রাজ্য সরকার উন্নয়নের স্বার্থে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। বিজেপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটি একটি হিংস্র দল।ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে মমতা অভিযোগ করেন যে, চক্রান্ত করে মহিলা এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এনআরসি প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আমি বেঁচে থাকতে বাংলায় এনআরসি হতে দেব না এবং কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে দেব না। বিজেপি সংবিধান বা গণতন্ত্রের তোয়াক্কা করে না।অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মমতা জানান, সরকার তাঁদের সঙ্গে রয়েছে এবং শস্য বিমার (ফসল বিমা) আওতায় দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে পেট্রোল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র নিশানা করেন তিনি জানান।

রূপান্তরের এক নতুন যাত্রায় সওয়ার হয়েছে ভারতঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, এম এস এম ই, কৃষক এবং সমবায় ক্ষেত্রগুলি কর্মসংস্থান তৈরী, উৎপাদন ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল কেন্দ্র এবং সরকার তাদের ক্ষমতায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নির্মলা সীতারামন বুধবার লোকসভায় অর্থ বিল ২০২৬ এর ওপর আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল পরিকাঠামো, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উপাদন, সামুদ্রিক পণ্য, চামড়া, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং পারমানবিক শক্তি ক্ষেত্রে ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করতে সরকার সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ রূপান্তরের এক নতুন যাত্রায় সওয়ার হয়েছে।

শেয়ার বাজারে তেজি ভাব, লম্বা লাফ সেনসেক্স ও নিফটির

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরার আশায় ঘরোয়া শেয়ার বাজার বুধবার শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। এদিন সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে লেনদেনের শুরু থেকেই বাজারে তেজি ভাব লক্ষ্য করা যায়। বাজার খোলার পর থেকেই ক্রেতাদের কেনার চাপে সেনসেক্স এবং নিফটি-উভয় সূচকই উর্ধ্বমুখী। সকাল ১০টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, সেনসেক্স ১.৫৬ শতাংশ এবং নিফটি ১.৭০ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে লেনদেন করছিল।এদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত স্টক মার্কেটের হেভিওয়েট শেয়ারগুলির মধ্যে শ্রীরাম ফাইন্যান্স, ট্রেন্ট লিমিটেড, আদানি পোর্টস, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আদানি এন্টারপ্রাইজের শেয়ার ৪.৩১ শতাংশ থেকে ৩.১২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, টেক মাহিন্দ্রা, ইনফোসিস, কোল ইন্ডিয়া এবং এইচসিএল টেকনোলজির শেয়ার ২.২১ শতাংশ থেকে ০.১৯ শতাংশ পর্যন্ত পতনের মুখে পড়েছে।এখনও পর্যন্ত বাজারে ২,৭৮৬টি শেয়ারে সক্রিয় লেনদেন হচ্ছে। এর মধ্যে ২,৫৬৫টি শেয়ার মুনাফা করে সবুজ চিহ্নে (উর্ধ্বমুখী) এবং ২২১টি শেয়ার লোকসান করে লাল চিহ্নে (নিম্নমুখী) অবস্থান করছে। একইভাবে, সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ২৮টি শেয়ার সবুজে এবং ২টি শেয়ার লাল চিহ্নে লেনদেন করছে। নিফটির অন্তর্ভুক্ত ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ৪৬টি শেয়ার সবুজে এবং ৪টি শেয়ার লালে রয়েছে।বিএসই সেনসেক্স এদিন ৫৮৩.৫৬ পয়েন্ট শক্তিশালী হয়ে ৭৪,৬৫২.০১ স্তরে খোলে। লেনদেন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতাদের আগ্রহে সূচকটি বাড়তে শুরু করে। মাঝেমধ্যে মুনাফা ঘরে তোলার জন্য সামান্য বিক্রি হলেও সামগ্রিক বাজারে তার প্রভাব পড়েনি। সকাল ১০টা পর্যন্ত সেনসেক্স ১,১৫৭.৯৭ পয়েন্ট বেড়ে ৭৫,২২৬.৪২ স্তরে লেনদেন করছিল।সেনসেক্সের মতোই এনএসই নিফটি এদিন ১৫২ পয়েন্ট লাফিয়ে ২৩,০৬৪.৪০ স্তরে লেনদেন শুরু করে। সকাল ১০টা পর্যন্ত নিফটি ৩৮৮.৮০ পয়েন্ট শক্তিশালী হয়ে ২৩,৩০১.২০ স্তরে পৌঁছে যায়।এর আগে গত মঙ্গলবার সেনসেক্স ১,৩৭২.০৬ পয়েন্ট বা ১.৮৯ শতাংশ উঠে ৭৪,০৬৮.৪৫ স্তরে এবং নিফটি ৩৯৯.৭৫ পয়েন্ট বা ১.৭৮ শতাংশ লাফিয়ে ২২,৯১২.৪০ স্তরে বন্ধ হয়েছিল।

ছত্তিশগড়ে বার্ড ফ্লু-র আতঙ্ক! রহস্যজনকভাবে মৃত্যু বহু মুরগির

রায়পুর, ২৫ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি মুরগির মৃত্যু হয়েছে। বিলাসপুর জেলার কোনি এলাকায় রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা একটি পোলট্রি ফার্মে বার্ড ফ্লু ছড়িয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডক্টর জিএস তানোয়ার জানান, ১৯ মার্চ থেকে ২৪ মার্চের মধ্যে ওই ফার্মের সাড়ে চার হাজারেরও বেশি মুরগি মারা গিয়েছে।মৃত মুরগিদের শরীর থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ভোপাল ও পুনের ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে পরীক্ষার পরেই জানা যাবে ফার্মের মুরগিদের অ্যাভিয়ান ফ্লু হয়েছিল কি না। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ওই ফার্মের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা সব পোলট্রিফার্মকে সংক্রামিত জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা সব ফার্মকে পর্যবেক্ষণ জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমে ভূমিধস, আটকে পড়েলন বহু পর্যটক

গ্যাংটক, ২৫ মার্চ ঃ আবারও বৃষ্টির দুর্যোগ সিকিমে। ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমে ব্যাপক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তা। ফলে আটকে প।ছেন বহু পর্যটক। বুধবার সকালে মঙ্গন জেলার কালেক্টর অনন্ত জৈন জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তর সিকিমের চুংথাং-এ একাধিক জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, এতে সড়ক যোগাযোগ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।বহু পর্যটক আটকে প।নে। এই সময়ে পর্যটকদের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন। ভূমিধসের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তর সিকিমের চুংথাং অঞ্চলে আটকে পড়া শতাধিক পর্যটকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন। ভূমিধস ও পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়ার কারণে একাধিক জায়গায় রাস্তার ক্ষতি হয়েছে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, রাহুলকে নিশানা গিরিরাজ সিংয়ের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মার্চঃ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে আবারও তীব্র বাকযুদ্ধের ছবি সামনে এল। কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর অভিযোগ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার বদলে বিরোধী দলনেতা শুধুই বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ করছেন।গত বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্ব বিশ্বজু।ে স্বীকৃতি পাচ্ছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বহু দেশ এখন ভারতের দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।এই প্রেক্ষাপটেই রাহুল গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গিরিরাজ। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী যেখানে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করছেন, সেখানে বিরোধী দলনেতা সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ। তিনি দেশের মানুষকে সঠিক বার্তা দেওয়ার বদলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন,- এভাবেই কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।এদিন শুধু কংগ্রেস নয়, অন্য বিরোধী নেতাকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি গিরিরাজ সিং। এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-র বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ওয়াইসির বক্তব্যে দ্বিচারিতা রয়েছে। সংসদের ভিতরে তিনি সংবিধান ও আইনের কথা বললেও, বাইরে এসে তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে থাকে ইতিহাসের বিতর্কিত চরিত্র এবং ধর্মীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ। গিরিরাজের কথায়, ওয়াইসির দু'টি মুখ রয়েছে- একটি সংসদের জন্য, আরেকটি জনসভায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট-দুইয়ের চাপেই কেন্দ্র ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়ছে। সংসদে যেমন তর্ক-বিতর্ক বাড়ছে, তেমনই বাইরে জনসভা এবং সংবাদমাধ্যমেও একে অপরকে আক্রমণের মাত্রা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন বাড়াতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন অস্থির, তখন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে আরও সংযত ও দায়িত্বশীল বক্তব্য প্রত্যাশা করেন অনেকে।যদিও কংগ্রেস বা এআইএমআইএমের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যের তাক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি, তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই ইস্যুতে পাল্টা আক্রমণ শিগগিরই দেখা যেতে পারে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে বিরোধী দলগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অবস্থান নিয়ে সরব হয়েছে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মতামত জোরালোভাবে তুলে ধরছে।সব মিলিয়ে, দেশের রাজনীতিতে উত্তাপ যে ক্রমশ বাড়ছে, তা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একের পর এক মন্তব্য এবং বিরোধীদের পাল্টা অবস্থান-এই দ্বন্দ্বের আবহেই এগোচ্ছে জাতীয় রাজনীতি। এখন দেখার, এই সংঘাত ভবিষ্যতে কোন দিকে মোড় নেয় এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি কতটা সংযম বজায় রাখতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নতুন ভোটারদের সচেতন করতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ, কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ নতুন ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। গত মঙ্গলবার বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ও কলেজ পড়য়াদের নিয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন ভোটারদের নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা দক্ষিণের জেলা নির্বাচন আধিকারিক রণধীর কুমার, নির্বাচন কমিশনের মিডিয়া বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর অপূর্ব কুমার সিং, সিইও দফতরের অ্যাডিশনাল সিইও (এসভিইইপি) অরিন্দম নিয়োগী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।এদিন রণধীর কুমার জানান, নতুন ভোটারদের সজাগ ও সচেতন করে তুলতে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। এর মাধ্যমে নতুন ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করা হয়।অপূর্ব কুমার সিং জানান, এবারের নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন তৎপর রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যেই নানা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক ছাত্রী শ্রবন্তিকা সেন জানান, এই আলোচনার মাধ্যমে ভোটাধিকার ও ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, যা নতুন ভোটারদের জন্য খুবই উপকারী।

জেডিইউ সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত নীতীশ কুমার

পাটনা, ২৫ মার্চ ঃবিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার গত মঙ্গলবার জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর জাতীয় সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার কয়েকদিন পরেই তিনি পুনরায় জেডি(ইউ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।অন্য কোনও মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায়, মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর নীতীশ কুমার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। মনোনয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, জেডি(ইউ)-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় কুমার ঝা এবং বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ নেতা ১৯ মার্চ দলের নতুন দিল্লির কার্যালয়ে নীতীশ কুমারের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২২ মার্চ, এবং কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ২৭ মার্চের নির্ধারিত নির্বাচনটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে জানান।

আবারও মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে কর্মী বৈঠকে উপস্থিত করবী ও বেচারাম মান্না

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলিঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় একজন তৃণমূল কর্মী হিসেবে দলের নির্দেশ কে পাথেয় করে বিগত বিধানসভায় হরিপালের বিধায়িকা হিসাবে মানুষের উন্নয়নের কাজে যেমন সামিল হয়েছিলেন তেমনি বিগত বসর গুলিতে মানুষের পাশে থেকে নিবিড় জনসংযোগে তিনি ব্রতী ছিলেন। তিনি হলেন হরিপাল বিধানসভার আবারও ২০২৬ এর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সহধর্মিনী ডাক্তার করবী মান্না। আজ হরিপাল ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস ও হরিপাল ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে হরিপালের মালিয়ার কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, ডাক্তার করবি মান্নাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা আহ্বান জানিয়ে এক বিশাল কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।। এই বৈঠকে হরিপালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাক্তার করবী মান্না ছাড়াও সিঙ্গুরের প্রার্থী বেচারাম মান্না হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বেচারাম মান্না বলেন হরিপালে বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী দিলেও জনতার ঝড়ে তা উড়ে যাবে। তিনি জানান হরিপাল বিধানসভা এলাকায় প্রায় এক কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হয়েছে শুধু তাই নয় বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা এলাকার মানুষের কাছে দলমত নির্বিশেষে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাই উন্নয়নের নিরিখে এবং সুখে দুখে নিয়মিত মানুষের পাশে থাকার সুবাদেই আগামী ২০২৬ এ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরাই জয়যুক্ত হবেন। হরিপালের প্রার্থী ডাক্তার করবি মান্না বলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতেই হরিপালের সার্বিক উন্নয়ন ঘটেছে। আগামী দিনে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আরো উন্নযনের কাজ করা হবে। এই কর্মী বৈঠকে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো।

চিরঘুমে হরিশ রানা, নিষ্কৃতি মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পন্ন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ মার্চ ঃ দীর্ঘ ১৩ বছরের যন্ত্রণার অবসান হয়েছে মঙ্গলবার। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন হরিশ রানা। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার আইনিপথে নিষ্কৃতি মৃত্যু হল কোনও ব্যক্তির। মঙ্গলবার দিল্লির এইমসে মৃত্যু হয় তাঁর। আর বুধবার সকালে দিল্লির গ্রিন পার্ক শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। চোখের জলে হরিশকে শেষ বিদায় জানান তাঁর মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজনরা।সুপ্রিম কোর্টের নিষ্কৃতি মৃত্যুর নির্দেশ মেনে ধীরে ধীরে লাইফ সাপোর্ট খুলে ফেলা হয় হরিশের। তাঁর মুক্তির বিষয়টির জন্য যা যা করণীয় তা গত কয়েকদিনেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরপর মঙ্গলবার তাঁকে চোখের জলে বিদায় দেন তাঁর মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজনরা। হাসপাতালের পক্ষ থেকেও জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে হরিশের।প্রসঙ্গত, ১৩ বছর আগে ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন হরিশ। গুরুতর জখম হন। মাথায় ভয়ানক চোট পান। আর সুস্থ হননি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র। এরপর থেকে ছিলেন কোমায়। বেঁচে ছিলেন লাইফ সাপোর্টেই। অক্সিজেন এবং তরল খাবারের সাহায্যেই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। এরপর গত ১১ মার্চ হরিশের পরিবারের আবেদন মেনে তাঁর নিষ্কৃতি মৃত্যুর মামলার পক্ষে রায় দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। গত ১৪ মার্চ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে গঠন করা হয় মেডিক্যাল বোর্ড। ধীরে ধীরে তরল খাবার, জল-সহ লাইফ সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মৃত্যুর সময় যাতে কষ্ট তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কম হয় তার জন্য দেওয়া হচ্ছিল পেন কিলারও। এরপর মঙ্গলবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

রাশিফল

মেষঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। যা আপনাকে সুখী করে তাই করুন, কিন্তু চেষ্টা করুন অন্যের ঝামেলায় না জড়াতে।
বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। এই সময়ে আপনার চিন্তাভাবনায় বিশেষ স্বচ্ছতা থাকবে এবং আপনি নিজের লক্ষ্যের প্রতি অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবেন।
মিথুনঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। শুভদিন
কর্কট রাশি ঃ খুব সাবধানে আজ পা ফেলুন। আর্থিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। অনাবশ্যক কাজে জোর না দিয়ে, জরুরি কাজগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন আজ। সহ্যশক্তি বাড়ান। আজ অল্পে মেজাজ হারানোর যোগ রয়েছে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ একটি দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা ও পরিকল্পনাগুলো বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হবে, যা আপনার সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। শুভ দিন।
কন্যাঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আপনি আপনার আশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। আজ, আপনার এক ভাইবোন আপনার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন। কাজের যোগ হবে।
তুলাঃজাতক জাতিকাদের গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকায় আপনার সামনে অনেক ইতিবাচক সুযোগ আসতে পারে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে উন্নত করবে।
বৃশ্চিকঃ জাতক জাতিকাদের এই দিনটি মিশ্র প্রকৃতির হবে। আগামী দিনগুলোতে, নিজের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা আরও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিবাহের যোগ হবে।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের এই দিনটি মিশ্র প্রকৃতির হবে। আগামী দিনগুলোতে, নিজের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা আরও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সন্তান হতে পারে ।
মকরঃ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। শুভদিন
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি বিশেষ ভাবে চমকার ও ফলপ্রসূ হতে চলেছে। শুভ দিন।
মীনঃ কিছু শারীরিক পরিবর্তন যা আপনি আজ করছেন, নিশ্চিতভাবেই আপনার উপস্থিতিকে উন্নত করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। স্নাতন হতে পার আজকে । শুভ বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে ।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ কিছুটা কমেছে, তবে সপ্তাহান্তে ফের ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। সেই কারণেই ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি। চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হলেও, তাপমাত্রাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম (-০.৭ ডিগ্রি)।আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হুগলি, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় শুক্রবার তুলনামূলক বেশি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দুই বর্ধমানে মঙ্গলবারও ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট আগের চেয়ে কমেছে। আপাতত উত্তরবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৪০ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৪মিনিটে হতে পারে।

আরাবুলকে ঘিরে জোটে অস্বস্তি, ক্যানিং পূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাইছে জেলা সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৫ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন করে অস্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে ভাঙড়ের একসময়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামকে ঘিরে। সম্প্রতি আইএসএফে যোগ দেওয়ার পরই বিধানসভা নির্বাচনে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তের জেরেই বামফ্রন্টের অন্যতম প্রধান শরিক সিপিএম কার্যত চরম অস্বস্তিতে ড়েছে। এতদিন যাঁর বিরুদ্ধে সরব ছিল দল, এখন সেই নেতাকেই জোটের প্রার্থী হিসেবে সমর্থন করার প্রশ্নে তীব্র আপত্তি উঠেছে পার্টির অন্দরে। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রকে ঘিরে সিপিএমের জেলা স্তরে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীদের একাংশ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই আরাবুল ইসলামকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। তাঁদের দাবি, যাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এতদিন আন্দোলন হয়েছে, তাঁকে হঠাৎ করে মেনে নেওয়া দলের আদর্শের পরিপন্থী। এই পরিস্থিতিতে জেলা কমিটির তরফে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, ক্যানিং পূর্বে সিপিএমের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করা হোক। আরাবুল ইসলামের রাজনৈতিক অতীতই এই অস্বস্তির মূল কারণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তৃণমূলে থাকার সময় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে সরব হয়েছিল বাম শিবির। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিল সিপিএম ও অন্যান্য বাম দল। সেই প্রেক্ষাপটে হঠা করে আইএসএফে যোগ দিয়ে জোটের প্রার্থী হওয়ায় তা মেনে নিতে পারছে না দলের নিচুতলার কর্মীরা। ফলে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতৃত্বের জন্য বিষয়টি কার্যত ' আকার নিয়েছে। এদিকে, আইএসএফের তরফে ক্যানিং পূর্বে আরাবুল ইসলামের নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জেলা সিপিএম নেতৃত্ব তাঁকে বয়কটের ইঙ্গিত দিয়েছে। শুধু সিপিএম নয়, বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের মধ্যেও একই ধরনের অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। তাঁদের একাংশও এই প্রার্থীকে সমর্থন করতে অনিচ্ছুক বলে জানা গিয়েছে। ফলে জোটের অভ্যন্তরে ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত। একইসঙ্গে, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে কাকে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গেছে বলে সূত্রের খবর। স্থানীয় নেতৃত্ব মনে করছে, নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দিলে সংগঠনের ক্ষতি হতে পারে। তাই বিকল্প প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে জোরাল মত উঠে এসেছে। অন্যদিকে, আসন বণ্টন নিয়েও জোটের শরিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। আইএসএফের তরফে একতরফাভাবে কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আগেই জানিয়েছিলেন, এমন আসন রয়েছে যেখানে বামফ্রন্টের শরিকদলের দাবি রয়েছে। একতরফাভাবে কিছু হয় না। সব মিলিয়ে, আরাবুল ইসলামকে কেন্দ্র করে ক্যানিং পূর্বে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, তা আসন্ন নির্বাচনে জোটের ঐক্য ও সমন্বয়ের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই দেখার।

ভবানীপুরে নতুন রিটার্নিং অফিসার, পক্ষপাতের আশঙ্কায় কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক ব।স। বদলির ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশন একসঙ্গে ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে সরিয়ে নতুন করে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বিশেষ করে কলকাতার ভবানীপুর কেঃন্দ্রর রিটার্নিং অফিসার বদলকে ঘিরে শোরগোল আরও বেড়েছে। এই কেন্দ্রেই নতুন রিটার্নিং অফিসার হিসেবে সুরজি রায়ের নিয়োগ নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের অভিযোগ, নবনিযুক্ত এই অফিসার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ। তাঁদের দাবি, নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এই নিয়োগের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফলে বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে সরাসরি

হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে শাসকদল। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল শুরু হয়েছে। ভোট ঘোষণার রাতেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই নির্দেশ আসে ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে বদল করার, যা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভবানীপুর কেন্দ্রের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই কেন্দ্র থেকেই বহুদিন ধরে নির্বাচনে লড়ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও ওই কেন্দ্রে তিনিই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, ভবানীপুরের 'ঘরের মেয়ে'। তাই এই কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার বদল নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই জানা যায়, সুরজি রায়কে ওই দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে, যা ঘিরেই কমিশনের কাছে আপত্তি জানায় তৃণমূল। রাজ্যে মোট ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে রিটার্নিং অফিসার থাকেন, যাঁদের উপরই নমিনেশন গ্রহণ থেকে শুরু করে ভোট পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। সাধারণত এই পদে মহকুমাশাসক বা এসডিও স্তরের আধিকারিকরা থাকেন। সেই প্রেক্ষাপটে একসঙ্গে এত সংখ্যক অফিসার বদল বিরল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা কতটা বজায় থাকবে এবং এই বদলির প্রভাব ভোট প্রক্রিয়ায় কতটা পড়বে। ভবানীপুর কেন্দ্রের এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটাই নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের।

হিঙ্গলগঞ্জের মাটিতে পদ্ম ফুলের চাষ আগেও ভালো হয়নি,আগামী দিনেও হবেনা

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ ,২৫ মার্চ ঃ হাসনাবাদের চকপাটলিতে আয়োজিত জনসংযোগ সভায় জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকার, জনসংযোগে সামিল তৃণমূলের প্রবীণ নেতৃত্বও।নদী তীরবর্তী হিঙ্গলগঞ্জে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে তৃণমূলের প্রবীণ নেতা আনঃদ সরকার কে। নাম ঘোষনার পর থেকে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা জুড়ে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে প্রার্থী পরিচিতি সভা। হাসনাবাদ ব্লকের চকপাটলি অঞ্চলে এদিন এমনই এক সভার আয়োজন করা হয় পাটলীখানপুর আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে আলাপচারিতার পর চকপাটলী বাজারে জনসংযোগে সামিল হন তৃণমূল প্রার্থী। পা মেলাতে দেখা যায় তৃণমূলের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সভাপতি সহ পাটলীখানপুরের প্রবীণ- নবীন নেতৃত্ব কে। এদিনের সভায় জনসমাগম এই অঞ্চলে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তির প্রতিফলন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এদিনের সভা থেকে বিরোধী শিবির কে উদ্ধত করে আনঃদ বলেন, হিঙ্গলগঞ্জেরর মাটি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি, এখানে আগেও পদ্মফুলের চাষ ভালো হয়নি, আগামী দিনেও হবেনা। সমস্ত সমীক্ষা কে ভুল প্রমাণ করে গত বার যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিলো,এবার তার বেশী মার্জিনে জিতবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তৃণমূলের হিঙ্গলগঞ্জের ব্লক সভাপতি সহিদুল্লাহ গাজী।পাশাপাশি, পাটলীখানপুর অঞ্চল থেকে দশ হাজারের বেশী ভোটে তৃণমূল লিড পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন পাটলীখানপুর আঞ্চলিক তৃণমূলের নেতা মুকুল গাইন।

একবুথে বাদ ২৫৫ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা,বসিরহাট, ২৬ মার্চ ঃ ২৫৫ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট, ভোট দিতে পারবেন কিনা আতঙ্কে গোটা গ্রাম, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে, ভোটার কার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা। বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের বড়গোবরা তিন নম্বর বুথে ২৫৫ জনের নাম বিচারাধীন থাকার পর সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ হবার পর দেখা যায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ (ডিলিট), ক্ষোভে ফুসছে গ্রামবাসীরা। বুধবার ভোটার কার্ড হাতে নিয়ে গ্রামের মহিলা পুরুষ একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। ভোট দিতে পারবেন কিনা আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামের মানুষ। বিএলও কিংবা বিডিও অফিসে গিয়েও কোন সুরাহা পাচ্ছেন না বলেই জানান তারা। পাশাপাশি বি এল ও নিজেও ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন।

৮৮ তম বর্ষে পা রাখল শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মাতার পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলী, ২৫ মার্চ ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পুজো। শনিবার (২১ মার্চ) পুজোর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আই পি মুখোপাধ্যায়। পুজোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মঙ্গলকামনায় নবরাত্রি ব্রত উদযাপন, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ এবং রামনবমী পুজোর পাঠের আয়োজন হয়। জয়দীপ বাবু বলেন এবার এই পুজো ৮৮ তম বর্ষে পা রাখল আর প্রতিমার নিয়ে পুজোর এটি ৩৮ তম বর্ষ। প্রথমে ঘট পুজোর সূচনা করেছিলেন তাঁর ঠাকুমা প্রয়াত কমলাবালা মুখোপাধ্যায় ও মাতামহী শেফালিকা সরকার।এর পর প্রতিমা এনে পুজো শুরু হয়। পরবর্তীকালে জয়দীপ বাবু ও তাঁর মা প্রয়াত মলয়া মুখোপাধ্যায় সেই ধারা বজায় রাখেন।

২০২১ সালে তাঁর মায়ের প্রয়ানের পর থেকে তিনি নিজেই এই পুজোর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পূজোর কটা দিন তার বাড়িতে সাধু, সন্ত ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের আগমন ঘটে।

ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলার জাগ্রত জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো দিয়ে প্রচারে নামলেন বিজেপির দিলীপ সিং

মলয় সুর, হুগলী, ২৫ মার্চ ঃ সোমবার সকাল থেকেই ভদ্রেশ্বরে তেঁতুলতলার জাগ্রত জগদ্ধাত্রী মায়ের মন্দিরে অপেক্ষায় দাড়িয়ে ছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থক ও স্থানীয়রা। সকাল ৯টা নাগাদ চাঁপদানি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সিং হাজির হতেই তাঁকে স্বাগত জানান সবাই। প্রার্থীও করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে মন্দিরের সামনে জড়ো হয়ে থাকা লোকজন নিয়ে পুজোর ডালি নিয়ে জগদ্ধাত্রী মায়ের মন্দিরে পুজো দেন দিলীপ। তারপরে চাঁপদানি পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডটিতে স্থানীয় মানুষদের সাথে জনসংযোগ করেন। এদিন তিনি জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো দিয়ে প্রচারের সূচনা করেন। বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্যে পরিবর্তন আনার যে ডাক দিয়েছে তাতে নতুন ও পুরনো বিজেপি কর্মীদের জমায়েত ও উন্মাদনা ছিল আশাব্যঞ্জক। ঢাকঢোল পিটিয়ে হুল্লো। করে বিজেপি শ্রীরামপুর ও হুগলী সাংগঠনিক জেলায় দল বদলুদের প্রার্থী করায় মোহভঙ্গ হয়েছে বিজেপি নেতা কর্মীদের। প্রার্থী হতে না পেরে সমাজ মাধ্যমে দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন চাঁপদানি কেন্দ্রের যুবনেতা হরি মিশ্র। চাঁপদানি কেন্দ্রে দীর্ঘ ল।াই করার পরেও ভাগ্যে শিঁকে ছেঁড়েনি বিজেপি নেতা হরি মিশ্রর। যদিও বিজেপি কর্মীরা এসব কথা পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁদের কথায়, তৃণমূল একদা সময়ে ভালো দল ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ

হয়েছে। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া এই দলে একশ্রেণি করে খাচ্ছে । ২০২১ সালে দিলীপ সিং চাঁপদানি বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন, সেবার তিনি ৭০ হাজার ৮৯৪টি ভোট পান। সেই সময়ে ওই আসনে কংগ্রেস ও সিপিআইএমের জোট প্রার্থী আব্দুল মান্নান ও বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সিংকে হারিয়ে বাজিমাত করেন তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুইন। এবারেও অরিন্দমের উপরে আস্থা রেখে তাঁকে প্রার্থী করেছে দল। অন্যদিকে ফের চাঁপদানিতে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন দিলীপ সিং। এ প্রসঙ্গে দিলীপ সিং বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি রাজনীতির সাথে যুক্ত। ২০০৯ সালে বিজেপি দলের সাথে যুক্ত হই। এই রাজনীতির ময়দানে দ্বিতীয়বারও চাঁপদানি কেঃদ্র থেকে ভোটে দাঁ।য়েছি। তাঁর বাড়ি স্থানীয় বৈদ্যবাটী পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গ্যালাক্সি ভবনে। তবে এবার চাঁপদানিতে খেলা ভালোই হবে, এবারে আমরা গোল দেবো। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব আমার উপরে আস্থা রেখেছে, আমি নিজের সেরাটাই দেবো।

ভোটার তালিকায় 'বিভ্রাট-অভিষেক-শুভেন্দুর স্ট্যাটাস ঘিরে চাঞ্চল্য,প্রযুক্তিগত ত্রুটির দাবি কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা কেন্দ্রিক এক নজিরবিহীন বিভ্রাট ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত বা সাপ্লিমেঃটারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করলেও প্রথমদিকে সেই তালিকায় কার নাম রয়েছে, কতজনের নাম বাদ প।ছে-তা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বহু জায়গায় তথ্য অনুপস্থিত ছিল, কোথাও বা তালিকা দেখা গেলেও ডাউনলোড করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভোটারদের মধ্যে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়তে থাকে। মঙ্গলবার গভীর রাতে অবশেষে সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েবসাইটে সাপ্লিমেঃটারি তালিকা দৃশ্যমান হয়। এরপরই সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল-সকলেই নিজেদের ভোটার আইডি নম্বর দিয়ে স্ট্যাটাস যাচাই করতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানেই সামনে আসে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। দেখা যায়, বহু বৈধ ভোটারের নামের পাশেই ' কঞ্জুত্ম্এঊজ্ঞটাট বা ' স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে। এমনকি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পাশেও একই স্ট্যাটাস দেখা যায় বলে অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নামের ক্ষেত্রে ' অর্থা মুছে ফেলা হয়েছে বলে প্রদর্শিত হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে দ্রুত রাজনৈতিক উত্তাপ বা।তে থাকে। চূ।ান্ত ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁরাও হঠা করে নিজেদের ' অবস্থায় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অনেকেই আশঙ্কা করতে থাকেন, তবে কি তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে? এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের তরফে অভিযোগ করা হয়,' হয়তো শুনানির জন্য ডাকা হয়নি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় হয়তো আপনার নামটা ছিল, আপনি হয়তো ম্যাপড ভোটার কিংবা আপনার কেস সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে মিটে গেছে-তা সত্ত্বেও এখন আপনি নিজেকে UNDER ADJUDICATION হিসেবে দেখতে পাবেন। পুরো বাংলাকে কমিশনের পোর্টালে বিবেচনাধীন ঘোষণা করে দিয়েছে। বাংলার প্রতিটি ভোটার এখন UNDER ADJUDICATION। ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহু ভোটার রাতারাতি নিজেদের স্ট্যাটাস যাচাই করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। কেউ তথ্য দেখতে পাচ্ছেন না, কেউ বা ভুল তথ্য পাচ্ছেন-এমন অভিযোগ একাধিক জায়গা থেকে উঠে আসে। বিশেষত অভিষেক বঃন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর মতো শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের নাম ঘিরে বিভ্রাট সামনে আসায় বিষয়টি আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। কমিশন স্পষ্টভাবে জানায়, পুরো বিষয়টি একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল। সার্ভারে সমস্যা বা অন্য কোনও যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এই বিভ্রাট তৈরি হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, রাত প্রায় ১২টার মধ্যে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে এবং এরপর থেকেই ওয়েবসাইটে সঠিক তথ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটার তালিকার নির্ভুলতা ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচনের আগে এমন বিভ্রাট স্বাভাবিকভাবেই ভোটারদের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। যদিও কমিশন সমস্যার দ্রুত সমাধানের কথা জানিয়েছে, তবুও এই ঘটনার প্রভাব ভোটের আগে কতটা পড়ে, এখন সেটাই দেখার।

নকল পায়ের আড়ালে মাদক চক্র,গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর, ২৫ মার্চ ঃ নকল পায়ের আড়ালে মাদক চক্র, উদ্ধার তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকার হিরোইন, বারুইপুরে, গ্রেফতার মাসুদ ও আমিনুল। বিধানসভা ভোটের আগে পুলিশের কাছে আবার ব।স। সাফল্য। বারুইপুরের কৃষ্ণমোহন বাইপাসে মঙ্গলবার গভীর রাতে হিরোইন পাচারের পর্দা ফাঁস গ্রেপ্তার ২। এক বাইক দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে, চালাচ্ছে আমিনুল গাজী। পেছনে বসে মাসুদ আলী, যার ডান পা নেই। তার জায়গায় একটা নকল পা। বাইকটা দেখে সাধারণ কিছুই মনে হবে, পুলিশ গাড়িটি দাঁড় করাতেই অভিনয় শুরু মাসুদের।এদিকে পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল-এই বাইকে লুকিয়ে আছে মাদক। বারুইপুর থানার আই সি অর্ধেন্দু দে সরকারের নেতৃত্বে বিশেষ টিম আর SOG টিম মিলে অপেক্ষা করছিল। ঠিক বাইপাসের মোড়ে বাইকটির জন্য। থামুন! পুলিশের এই চিৎকারে আমিনুল প্রথমে পালাতে চায়। কিন্তু চারদিক ঘিরে ফেলে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে ১ কেজি ৮০০ গ্রাম হিরোইন।পুলিশ এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে।এবং এক কেজি ৮০০ গ্রাম উদ্ধার হওয়া হেরোইন বাজেয়াপ্ত করে।ধৃত দুজনকে বুধবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়।

নাবালক আরেক নাবালকের সাথে কূরচিপূর্ণ ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৫ মার্চ ঃ একটি ১৫ বছরের নাবালক একটি ৬ বছরের নাবালকের সাথে কূরচিপূর্ণ অশ্লীল কাজ করার অভিযোগে জয়নগর থানার কাশীপুর থেকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানার পুলিশ।জানা যায়,পাড়ারই এক ৬ বছরের নাবালকের সাথে ফোন দেখছিল পাড়ারই এক আমবাগানে। আর সেখানেই এই কূরচিপূর্ণ ঘটনা ঘটায় ১৫ বছরের ঐ নাবালক।আর ৬ বছরের নাবালকের চিৎকারে পাড়ার অন্যান্য মানুষ জন ছুটে আসে।আর পুরো ঘটনার জানার পর ৬ বছরের নাবালকের পরিবারের তরফে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে ১৫ বছরের ঐ নাবালককে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

সোদপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন পানিহাটির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোদপুর , ২৬ মার্চ ঃ সোদপুর ১ নং ওয়ার্ডে সুখচরে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা মন্দিরে পূজো দিয়ে মা কালীর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিলেন এবং পুত্রের নিশ্চিত জয় কামনা করে মা কালীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। এলাকার মানুষের কাছেও আবেদন জানান প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। পানিহাটির উন্নয়ন কে অব্যাহত রাখতে,শান্তি-শৃঙ্খলা ও মৈত্রী বজায় রাখতে এবং সম্প্রীতি রক্ষায় তীর্থঙ্কর ঘোষকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনী প্রচারে বেরোলেন পানিহাটি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ। নির্বাচনী প্রচারে তীর্থঙ্কর ঘোষের সঙ্গে ছিলেন পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচেতক

নির্মল ঘোষ, এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সম্রাট চক্রবর্তী ও প্রদীপ বড়ুয়া, এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুলি সরকার সহ একাধিক নেতৃত্ব । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌরপারিষদ সহ অন্যান্য পৌরপিতা ও পৌরমাতাগন। এদিন সিদ্ধেশ্বরী মা কালীকে পুজো দিয়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করলেন ৫ বারের বিধায়ক নির্মল ঘোষ। প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে শুরু করা হলো নির্বাচনী প্রচার। প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি চলে এক নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচার।

'সহজ নয় ন্যায়ের শৃঙ্খল নাড়ানো' - ড. আখতার বস্তভীর নামে জাতীয় সেমিনার ও মুশায়রা অনুষ্ঠিত

গোরখপুর, ২৫ মার্চ ঃ সহজ নয. ন্যায়ের শৃঙ্খল নাড়ানো, দুনিযাকে জাহাঙ্গীরের দরবার ভেবো না-এই প্রভাবশালী শের দিয়ে মহান শায়ের ও শিল্পী ড. আখতার বস্তভীর স্মরণে এক জাঁকজমকপূর্ণ জাতীয় সেমিনার ও মুশায়রার আযোজন করা হয। অনুষ্ঠানটির আযোজন করে বিকল্প ফাউন্ডেশন, লখনউ, উত্তর প্রদেশ উর্দু অ্যাকাডেমি, লখনউ-এর সহযোগিতায়। গোরখপুরের সহজনওযা. তহসিল রোডে অবস্থিত অম্বা ম্যারেজ হল-এ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা শায়ের ও অভিনেতা সি.পি. ভাট। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, ড. আখতার বস্তভীর কবিতায় সমাজের বাস্তবতা, ন্যায়ের আহ্বান এবং মানবতার গভীর বেদনা প্রতিফলিত হয়। তাঁর রচনাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক, যেমনটি তাঁর সময়ে ছিল। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট শায়ের ও সাহিত্যিকরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। ড. বিনোদ উপাধ্যায় বলেন, বস্তভী সাহেবের কবিতা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের ভাষা, যেখানে জীবনের সব রঙের প্রতিফলন রয়েছে। ড. আফজল হুসেন ' তাঁর রচনাকে সমাজের আয়না বলে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর কবিতা আমাদের নিজেদের মুখোমুখি দাঁড় করায়। আনোয়ার পারসা বলেন, বস্তভী সাহেব তাঁর কলামের মাধ্যমে মানুষের একাকীত্ব ও অনুভূতিকে অত্যন্ত সু ন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। জাতীয় শায়ের ড. রাম কৃষ্ণ লাল ' তাঁর শেরকে ন্যায় ও সত্যের কণ্ঠস্বর বলে বর্ণনা করেন। ড. মোহাম্মদ আনসারি, উর্দু বিভাগের প্রধান, পি.পি. পিজি কলেজ, বলেন-এমন শিল্পী খুব কমই হন, যারা তাঁদের শব্দ দিয়ে সমাজকে আয়না দেখাতে পারেন। দীপক সিং ' এবং সাগর গোরখপুরীও তাঁর কবিতাকে হৃদয়স্পর্শী ঐতিহ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। মুশায়রার সময় শায়েররা তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। ড. মোহাম্মদ আনসারির পড়া নজম-সময় আবার কেন আমাদের ভয় দেখায়, কেন ক্যালেন্ডারকে ভয় লাগে-দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা পায়। ড. বিনোদ উপাধ্যায় পড়েন- জীবন যেন এক প্ল্যাটফর্ম, যার আকর্ষণ কখনও কমে না দীপক সিং ' বলেন-জীবনকে আমি জুয়ার মতো খেলেছি সারাজীবন, কোনো বাজিই কোনো গন্তব্যে হেরে যাইনি ড. আফজল হুসেন ' তাঁর শের দিয়ে গভীরতা আনেন- যেদিকে চোখ তুলে তাকাই, সেদিকেই মুখের ভিড়, কিন্তু সবার মাঝেই এক অচেনা শূন্যতা দেখি ড. রাম কৃষ্ণ লাল ' শের- সহজ নয় ন্যায়ের শৃঙ্খল নাড়ানো, দুনিয়াকে জাহাঙ্গীরের দরবার ভেবো না-বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আনোয়ার পারসা পড়েন- মানুষ জীবনের নির্জন গহ্বরে ঘুরে বেড়ায়, হৃদয়ের ভরসা নিয়ে এছাড়াও সাগর গোরখপুরী, তাহির ফারাজ, শাকিল আজমি, ড. কালিম কায়সারসহ আরও অনেক শায়ের তাঁদের সেরা কবিতা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকল অতিথি ও শায়েরদের সংস্থার সম্পাদক দীপক পাণ্ডে সম্মাননা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অরবিন্দ কুমার সিং, এবং সঞ্চালনা করেন রাম কৃষ্ণ লাল ' অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। অতিথিদের স্বাগত জানান রাম পূরণ চৌধুরী, কাইয়ুম খান ' মুস্তাক আহমদ ও আশরফ জামাল। এই অনুষ্ঠানে মুস্তাক আহমদ, আশরফ জামাল, জামিল আহমদ, শাহনওয়াজ আহমদ, অনিল কেশরী, গুলফাম আহমদ ' উসমান গনি ' আযুব খান, আনিস খান, ইরফান আহমদ, বিনোদ সিং, ইবরার আলি, সাদ্দাম খান, মিথিলেশসহ বিপুল সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

হুগলির ভদ্রেশ্বরে নীল ড্রামে গলাকাটা যুবকের দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায় তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি, ২৫ মার্চ ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বরে একটি নীল ড্রাম থেকে যুবকের গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। বুধবার সকালে শ্বেতপুর এলাকার দিল্লি রোডের ধারে পড়ে থাকা ওই ড্রাম ঘিরে প্রথমে কৌতূহল, পরে আতঙ্ক তৈরি হয় স্থানীয়দের মধ্যে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং ড্রামের মুখ খুলতেই সামনে আসে ভয়াবহ দৃশ্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পথচলতি কয়েকজন মানুষ রাস্তার ধারে একটি বড় নীল ড্রাম দেখতে পান, যার মুখ বস্তা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল। সঃেদহজনক ওই ড্রাম ঘিরে লোকজন জড়ো হতে থাকেন এবং বিষয়টি জানানো হয় শ্বেতপুর পুলিশ ফাঁ।িতে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ড্রামের মুখ খুলতেই দেখা যায়, তার ভিতরে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ ভরা রয়েছে। মৃতদেহটির গলা কাটা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যাওয়ার চিহ্নও লক্ষ্য করা যায়। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই আতঙ্কিত হয়ে প।নে। পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত যুবক স্থানীয় বাসিন্দা নন। ফলে সঃেদহ করা হচ্ছে, অন্য কোথাও খুন করে দেহটি ড্রামের মধ্যে ভরে রাতের অন্ধকারে ফাঁকা জায়গায় ফেলে যাওয়া হয়েছে। দেহের কিছু অংশ ঝলসে যাওয়ায় তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের পর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহ পু।িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আশপাশের থানাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে মৃতের পরিচয় দ্রুত নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ড্রামটি কীভাবে সেখানে এল এবং কারা তা ফেলে রেখে গেল, তার সূত্র খুঁজে বের করার জন্য। এই ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছ।িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। দিনদুপুরে এমন নৃশংস ঘটনার খবর সামনে আসায় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এলাকায় অপরাধচক্র সক্রিয় থাকতে পারে। উল্লেখ্য, ঠিক এক বছর আগে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে ড্রামের মধ্যে মৃতদেহ উদ্ধারের একটি ঘটনা দেশজু।ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সেখানে এক নৌবাহিনীর অফিসারকে খুন করে তাঁর স্ত্রী ও তার প্রেমিক দেহ ড্রামে ভরে লুকিয়ে রেখেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা থাকতেই হুগলির এই ঘটনা সামনে আসায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই ঘটনার পেছনেও কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা শত্রুতার জটিলতা রয়েছে কিনা। পরকীয়া, প্রতিহিংসা বা আর্থিক লেনদেন-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

জেতার মার্জিন বাড়ানোর লক্ষে কুলতলির তৃনমূল প্রার্থী গনেশ চন্দ্র মন্ডল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৫ মার্চ ঃ রাজ্যে একাধিকবার রাজনৈতিক পালাবদল হলেও সু ন্দরবনের কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই ছিল ব্যতিক্রমী।রাজ্যের শাসকদলের বিপক্ষে চলতো কুলতলি। স্বাধীনতার পর একবার কংগ্রেস জিতলেও, পরবর্তী তে কংগ্রেস ও বাম আমলে এই কেঃদ্র কার্যত এস ইউ সি আই এর দখলেই ছিল।২০১১ ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন সিপিআইএমের রামশংকর হালদার।ফলে কুলতলির বিশেষত্বই ছিল-রাজ্যে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, এই কেঃদ্র তাদের নাগালের বাইরে থাকত। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের গণেশচন্দ্র মণ্ডল। তিনি জয়লাভ করে বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয় কুলতলিতে। এবার ও দল তার উপর আস্থা রেখে ফের প্রার্থী করেছে।প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই তিনি ময়দানে নেমে প।ছেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ইতিমধ্যেই ভোটের কৌশল নিয়ে বৈঠক করেছেন এবং শুরু করেছেন জনসংযোগের কাজ।কুলতলি বিধানসভার একাধিক পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বিরোধী দল থেকে প্রচুর কর্মী সমর্থক তার হাত ধরে তৃনমূল কংগ্রেসের যোগ দিচ্ছেন প্রতিদিন।কুলতলি ও মৈপীঠের দেওয়াল লিখনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে তাকে।গণেশ চঃদ্র মণ্ডলের দাবি, গত পাঁচ বছরে কুলতলির সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে।পর্যটনের ব্যবসা বে।ছে। রাস্তাঘাট, বিদ্যু ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে ও তিনি জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ চৈত্র, ১৪৩২

রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রয়েড

রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রয়েড।ফ্রয়েড পাঁচবছরের বড়ো। মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, সমসাময়িক এই দুই ভাবুকের কি দেখা হয়েছিল? ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে শোভা পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা', গ্রন্থ। 'সাধনা' আসলে ৮ টি বক্তৃতার সঙ্কলন গ্রন্থ। ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি খ্যাতি দেশে দেশে পৌঁছে গিয়েছিল। এজরা পাউন্ড তাঁর কবিতা শুনে 'পোয়েট্রি' পত্রিকার সম্পাদক হ্যারিয়েট মনরোকে অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপাতে। রবীন্দ্রনাথের ৬ টি কবিতা 'পোয়েট্রি'র ডিসেম্বর ১৯১২- তে প্রকাশিত হয়। ১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভ্রমণে প্রথম আমেরিকা যান।তখন ইউনিটারিয়ান চার্চে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।প্রথম বক্তৃতা ১০ নভেম্বর ১৯১২! এটি বহুল প্রশংসিত হলে আরও তিনটি বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করা হয়। ১৭ ও ২৪ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা দেন। বিষয় 'World Realisation Self Realisation Realisation of Brahma The Way of Action.' এখান থেকেই 'সাধনা' গ্রন্থের সূত্রপাত। ১৫ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ অজিত চক্রবর্তীকে লিখছেন, 'একানকার অধ্যাপকরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ইউনিটারিয়ান চার্চের বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় দর্শনের ওপর দশটি বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ এল।হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে এল ছয়টি বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ। এছাড়া শিকাগো, উইসকনসিন, আয়োয়া, মিশিগাননও পাড়ুয়াদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আমন্ত্রণ এল। হার্ভার্ডে প্রথম বক্তৃতাটির দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩-তে নির্ধারিত হলেও কোনও অজানা কারণে তা হল না। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দিলেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩! পরেরটি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ এবং শেষেরটি ৯ এপ্রিল ১৯১৩ রাতে! হার্ভার্ডে তিনটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু 'The Problem of Evil The Problem of Self Realisation through Love'. এদিকে বক্তৃতাগুলোর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Relation of the Individual to the Universe' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। এবার এগুলো প্রকাশ করবার অনুরোধ আসতে লাগল। ম্যাকমিলান কোম্পানি দায়িত্ব নিলেন প্রকাশের। আরনেস্ট রাইস নিলেন প্রুফ দেখবার ভার। ১৯১৩-তে প্রকাশিত হল 'Sadhana–the Realisation of Life'! 'সাধনা' নামটির একটি গভীর তাৎপর্য আছে। আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ পারমার্থিক সিদ্ধি চান, মোক্ষলাভ করতে চান ও মুক্তি চান। ভারতীয় সনাতন ধর্মে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বগকে সাধনার লক্ষ বলা হয়েছে।রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আলোকে, আটটি প্রবন্ধে এইসব কিছু আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' অত্যন্ত প্রিয় একটি বই। 'সাধনা'র প্রবন্ধগুলো মেজাজের দিক থেকে 'শান্তিনিকেতন'- এর কিছু প্রবন্ধের কাছাকাছি। এবং যে জন্য নাস্তিকতা বা আস্তিকতা প্রবন্ধগুলো পাঠে বাধা হয়না। ফ্রয়েডেরও নিশ্চয় হয়নি। কী গভীর ও নির্জন এই উচ্চারণ 'প্রেমের মধ্যে অস্তিত্বের..'।

স্বদেশি বিপ্লবীরা

একদিন এনারাও ছিলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা বের করেছে সব রাজনৈতিক দল। আর তারপরেই লেগে গেছে ধুন্ধুমার! বাদ যাওয়া বিধায়করা প্রকাশ্যে দলীয় নেতা নেত্রীর ওপর উগরে দিচ্ছেন তাদের ক্ষোভ, দলীয় অফিসও রেহাই পাচ্ছে না সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন থেকে। জনগণের সেবা করার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় যেভাবে কান্নাকাটি এবং অভিমান করছেন বিভিন্ন নেতারা,তাতে সত্যিই বোঝা যাচ্ছে,এনারা মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ। পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা, বাংলায় সব নির্বাচনেই আজকাল দেখা যায় এ দৃশ্য। একটা সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এ দৃশ্য ছিল অকল্পনীয়। পছন্দ না হলে তারা অন্তত প্রকাশ্যে বিক্ষোভ টিক্ষোভ দেখাতো না। বিশেষজ্ঞরা বলতেন এরা হলো রেজিমেন্টেড পার্টি। এখন অবশ্য সেসব নীতি বা আদর্শ ধুয়ে মুছে একাকার, সবাই এক গোয়ালের গরু! দাবি একটাই, সব চাকরিতে রিটায়ারমেন্ট থাকলেও রাজনীতিতে ওসব চলবে না। পদে থাকতে দিতে হবে আমৃত্যু.....! সে যাক, আমৃত্যু ওনারা জনসেবা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু এটা কি জানেন এই বাংলার বুকে একজনকে সাধাসাধি করেও মন্ত্রী করা যায়নি? দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বও ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁকে মন্ত্রীর চেয়ারে বসাতে! এই পদলোভী ক্ষমতালোভী রাজনীতির দুনিয়ায় মানুষটি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম! শুনবেন নাকি তাঁর কাহিনী....? ২৫শে আগস্ট ১৯৩০, ডালহৌসি স্কোয়ার। সদা ব্যস্ত এই অফিস পাড়া। এরই মাঝে খুলে গেল এক গরুর গাড়ির চাকা, রাস্তা পুরোজ্যাম। ফেঁসে গেল পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের গাড়ী। মিনিট কুড়ি পর সেখান থেকে বেরিয়ে সবে গাড়ি লালবাজারের দিকে টার্ণ নিয়েছে, এক তরুণ তাকে লক্ষ্য করে ছুড়লো বোমা। বিকট শব্দে ফাটলো সেটা গাড়ির বনেটের ওপর। শব্দ না মিলোতেই আবার একটা আওয়াজ। উত্তেজনায় সঙ্গী তরুণের বোমাটা ফেটে গেছে হাতেই, কনুই থেকে উড়ে গেছে হাত। টেগার্ট ততক্ষনে অক্ষত অবস্থায় নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। আহত অনুজা সেন রক্তক্ষরণে মারা গেলেন একটু পরেই, ধরা পড়ে গেলেন বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার। সারা কলকাতা জুড়ে শুরু হলো ধরপাকড়। মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ কমিশনারের গাড়িতে বোমা মারার অপরাধ কি ছেলেখেলা? সেই সূত্রেই গ্রেপ্তার হলেন মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার নারায়ণ রায়। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল বোমা তৈরি করার মশলা, ফর্মুলা। প্রথমে আলিপুর জেলে এরপর সেখান থেকে পাঠানো হল পুণার ইয়ারবেদা জেলে। কয়েক বছর পর আবার নিয়ে আসা হল আলিপুর জেলে। এবার আরো বড় প্রোমোশন দিয়ে পাঠানো হবে আন্দামানের সেলুলার জেলে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তির আধার। মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দান করেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ওপরে ভরসা করতে হবে। সবার আগে তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। না হলে কিন্তু সারা জীবন ধরে পরাজিত হয়ে থাকতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

গান্ধিজীর অহিংসা আন্দোলনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ সমাজ

রবীন্দ্রকুমার শীল

(১৯১২ সালে গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসেই অহিংসা আন্দোলন করার দিকে মনোনিবেশ করেন। এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন লালা লাজপত। বাংলার দেশবন্ধু ও গান্ধিজীর প্রদর্শিত পথকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপ্লবীদের

আন্দোলন হচ্ছে ইংরেজ শাসকদের হত্যা করে দেশ থেকে ইংরেজ সরকার বিতারিত করা। সেটা ছিল একেবারে অসম্ভব। ইংরেজরা সহজেই ভারত ত্যাগ করার মানসিক গ্রহণ করেনি। তারা প্রবল বিক্রমে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার ফলে বাংলার বাঘা যতীন থেকে শুরু করে ভগৎ সিংকে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যদি তখন বাংলার অধিকাংশ তরুণরা বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হতে থাকে। তারা গান্ধিজীর অহিংসা আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে কোনও রকম রফা করার সিদ্ধান্ত কে ঘৃণা করতে থাকে বিপ্লবীরা। তারা গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দুটি ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কংগ্রেস গান্ধিজীর অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করতে থাকে। ফলে বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আন্দোলনকে সমর্থন করে না। রাসবিহারী বোস, সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে গান্ধিজীর বিপ্লবী মানসিকতায় বিশ্বাসী তরুণ সমাজকে এড়িয়ে চলতে থাকে।)

দেশের শক্তিশালী বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। গান্ধির নেতৃত্বে তখন কংগ্রেস অহিংসা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আন্দোলনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সমানের সারিতে এগিয়ে ছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় গোপনে। তার ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেত। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতো। কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের দুই পথ ভিন্ন হলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই ধারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতে জন জাগরণে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গান্ধি-নেহরু এবং ভারতের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে তাহলে লালা হর দয়ালের গদর পার্টি এবং পরে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপালবিকান আর্মি সহ আরও অগণিত সাহসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগও একই রকম ভূমিকা পালন করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব আগে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল ত্রয়ী শক্তির কাছ থেকে। ইঁনারা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। আবার সেই সময়ে অনেক বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিল। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে গান্ধি এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম স্মরণ করতে হয়েছিল। সেই মধ্যস্থতার বৈঠক হয়েছিল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া। চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে যুবশক্তিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না করাতে পারলে বাংলায় অহিংসা বা সত্যাগ্রহ কিংবা অসহয়োগ আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি বিপ্লবীদের আহ্বান করলেন যে 'তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন আর আমাদের সঙ্গে যোগ দিন'। ডক্টর যদুগোপাল মুখোপাধায় গান্ধিজির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গান্ধির সঙ্গে কথা বার্তার শেষে গান্ধিজি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন রাখেন যে তাঁরা যদি তাঁর পথকে নাও গ্রহণ করতে পারেন তাহলে বাংলা প্রদেশে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, যতক্ষণ না গান্ধি নিজের থেকে আন্দোলন থামিয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবীরা তাঁকে সাহায্য করে যাবেন। গান্ধিজি বাংলা সফর করে এসে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের অবজ্ঞা করে সেখানে কোনও আন্দোলন করা একেবারে অসম্ভব। সেই করণে তিনি বিপ্লবীদের কংগ্রেসের যোগদানের ব্যাপারটা নিরবে মেনে নিয়েছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবী গোষ্ঠী কংগ্রেসে যোগ দেয়। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা গোপন সংঠনকেও শক্তিশালী করা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশদের হাত থেকে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে তা সহিংস না অহিংস তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়। গান্ধিজি অবশ্য সহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। ফলে তার মতামত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সর্ব ভারতীয় নেতা ছিলেন যাঁদের কাছে যুব সমাজ গুরুত্ব পেত। তারা জানতো যে কংগ্রেসের দলের মধ্যে যুব শক্তি বৃদ্ধি না হলে কংগ্রেসের আন্দোলন একেবারে ভেঙে পড়বে। দেশের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে যুব সম্প্রদায়। এদেরকে বাদ দিয়ে কোনও আন্দোলন সাফল্য লাভ হতে পারে না। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। কংগ্রেস মঞ্চে বিপ্লবীদের কাজকর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা হলেও দেখতে পাওয়া যেত বিভাজন রেখা এবং তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বদের কথা বাদ দিলে কংগ্রেস কর্মীরা বিপ্লবীদের কাজ কর্মের ওপরে সহানুভূতিশীল ছিল। গান্ধিজি এবং বিপ্লবীরা উভয় পক্ষই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। গান্ধির সংগ্রামের হাতিরায় ছিল অহিংস এবং সত্যাগ্রহ। অন্য দিকে বিপ্লবীদের মতে 'অহিংসা দর্শন হতাশা প্রসূত'। ১৯২০-২১ সলে গান্ধিজি তাঁর গণ আন্দোলন শুরু করার সময়ে তিনি বিপ্লবীদের কাছে এক বছরের জন্য বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ রাখার আবেদন করতে থাকেন। বিপ্লবরা তখন পুরো দমে প্রস্তুতি চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে প্রাপ্য সুযোগ দিতে বিপ্লবীরা তাদের লড়াই বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের লজ্জাজনক সমাপ্তি দেখে বিপ্লবীরা বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধিজিকে জানান, ' এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই বিপ্লবীরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। বস্তুত তারা এক বছরের জন্য নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বেশি নয়।' বিপ্লবীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধি তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে বিরূপ থেকে যান। তিনি একথাও বলেছিলেন যে ''বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা শুধু উদ্যোগের অপচয়ই নয়, অজ্ঞতা এবং বিপথে চালিত হওয়ার ফলে অন্য যেকোনও কার্যকলাপের তুলনায় এগুলি দেশের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে এবং করছে। কারণ বিপ্লবীরা দেশের প্রগতির গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে। সি. আর. দাশ গোপনাথ সাহার সাহস এবং আত্মত্যাগে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে জুন মাসে গান্ধিজির ইচ্ছায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেখানে গোপীনাথের কাজকে ভুল পথে চালিত করে দেশপ্রেমের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং এসব রাজনৈতিক হত্যাকে কংগ্রেসের মতবাদ পরিপন্থী বলে স্পষ্ট করে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে গান্ধিজি বিপ্লবীদের সঙ্গে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কংগ্রেসের বেলগাঁও সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে গান্ধিজি বলেন 'বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য 'ক্রোধ ও অশুভ ইচ্ছার অপ্রকৃতস্থ চাপ, যা শুভ ইচ্ছা ও নম্রতা প্রসূত অহিংস কার্যকলাপের চাপের তুলনায় অনেক কম কার্যকরী।'

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপ জুড়ে চলছে বাসন্তী পুজোর আয়োজন

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

মা। আদ্যা শক্তি মহামায়া, মনের কোনে একটা সুপ্ত বাসনা বহুদিন এর, হয় হয় করেও হয়ে ওঠেনি আজও। বেলুড় মঠের কুমারী পুজো আর জয়রাম বাটিতে মায়ের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো দেখার। ব্যবসায়ী ঘরে জন্ম পুজোর সময় মোকাম তাগাদা দম ফেলার সময় নেই বাড়িতে পুরুষ মানুষদের অষ্টমী পর্যন্ত তাই অধরাই স্বপ্ন, মা জগদ্ধাত্রী অবশ্য কৃপা দৃষ্টি দিয়েছেন তাই কৃষ্ণনগর এর বুড়িমা জলেশ্বরী বাঘা মা আর চন্দননগর এর তেঁতুল তলার মা বাগবাজার এর মা দর্শন পেয়ে সার্থক হয়েছি তবে কিছু কিছু বাসনা থাকে মাঝে মাঝে মনের কোনে উঁকি দেয়, বৈষয়িক বাসনা কোন কালেই মনের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারেনি,তবে তার কৃতিত্ব আমার না আমার দুই দোসর এর মাম বাবাই, নিজেরা নিঃস্বার্থ ভাবে সারাজীবন কর্তব্য করে গেছে বিনিময়ে ঠকলেও কোনদিন অভিযোগ করেনি কাউকে, বড় যে তারা। আমাকে শিখিয়েছে নিজেরটা নিজে করে নাও কারো কাছে প্রত্যাশা করবে না কখনো। কিন্তু লোভ টা অন্য জায়গায় অজান্তেই তৈরি করে দিয়েছিলেন ধর্ম যা নাকি ধারণ করতে হয়। নবদ্বীপ আসা ইস্তক বাসন্তী পুজোর কটা দিন চরম ব্যস্ততায় কাটে আমার বর্ণামার বাড়ির পুজো যে,হাতে ধরে বর্ণালীকে শিখিয়েছেন, এখন কাকু কাকীমা ও তাদের আদরের মনাকে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত, কাকীমার কথায় তুই পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকিস বছরের এই তিনটে দিন আসবি না হলে মায়ের পুজোর জোগাড় করবে কে, আগের বছর ঠাম্মা এবছর প্রাণপাখি তাই তথাকথিত মায়ের পুজোর জোগাড় না করলেও বাহ্যিক কাকু কাকীমা র সাথে ভাই বোনদের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে যতটুকু করা যায়। আজ ডাক্তার দেখানোর দৌলতে অনেক দিন পর আদ্যামা দর্শন দিলেন সেখানে ২০০০ কুমারী পুজোর আয়োজন, যদিও তা চাক্ষুষ করতে পারবো না আজ ষষ্ঠীর জোগাড় পুজো দেখে মন শান্ত করলাম। অতৃপ্ত আত্মার শান্তি,মন থেকে চাইলে ঠিক মা সাড়া দেয় যদি ছলনা ভনিতা না থাকে তার মাঝে,মন ভরে গেল। যদি এভাবে কোনদিন বাকি দুটো স্বপ্ন পূরণ হয় অচিন পুরে পারি দেওয়ার আগে।জয় মা,আজ যে অশোক ষষ্ঠী, দক্ষিণেশ্বর ঘাটের সঙ্গে অনেক দিন এর যোগ, যেখানে গেলে মনে হয় এই বুঝি মা নহবৎ থেকে বেড়িয়ে স্নান করতে যাচ্ছে ঘাটে পিছনে ছায়াসঙ্গী স্বয়ং ভবতারিণী আর ঠাকুর সূর্য প্রণাম করছেন এই ঘাটে, মনে হয় আপন কারো কাছে এলুম। এদিন দেখলাম বিহারী সম্প্রদায়ের বাস হুগলী অধ্যুষিত এলাকায়, সেখানে ছটি ছট,কলার কাঁদি পিঠে গঙ্গা স্নান সেরে মেটে সিঁদুর পরে কাতারে কাতারে মানুষ পুজো দিচ্ছেন মায়ের ঘাটে। বরাবরই মায়ের ঘাটে আমি কিছুক্ষন বসি একা।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি পরিদর্শনে রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি পরিদর্শন কালে রাজ্যপাল আর. এন. রবি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ''জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করেছি এবং মহান কবি, মানবতাবাদী ও প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের কিছু মূল্যবান মুহূর্ত অনুভব করার সৌভাগ্য হয়েছে। অভিজ্ঞতাটি সত্যিই শিক্ষণীয় ও গভীরভাবে প্রেরণাদায়ক! তাঁর চেতনা আমাদের পথপ্রদর্শক হোক, যাতে আমরা তাঁর স্বপ্নের বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হই।'

Got opportunity to visit Jorasanko Thakurbari and experience some moments from the life of the towering poet– humanist and the great nationalist Gurudev Rabin dranath Tagore. Edifying indeed May his spirit guide us to build the Bengal of his dream."

বর্তমান রাজ্যপাল বাংলার ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি পরিদর্শন করছেন। ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

পশ্চিমবঙ্গকে জলবায়ুর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে

অনিকেত নস্কর

জলবায়ু সঙ্কটের মুখে পশ্চিমবঙ্গ; সক্রিয়তা নাকি অর্ধেক পথেই থমকে থাকা উদ্যোগ? জলবায়ু পরিবর্তন আর কোনও দূরবর্তী বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয় নয়; এটি আজকের বাস্তব, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা, মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এক গভীর সঙ্কট। পৃথিবীর নানা প্রান্তের মতোই পশ্চিমবঙ্গও এই সঙ্কটের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বরং ভৌগোলিক অবস্থান, জনঘনত্ব এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে এই রাজ্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বিশেষভাবে সংবেদন শীল। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে পাহাড়, নগর থেকে গ্রাম;প্রতিটি স্তরে এর ছাপ স্পষ্ট। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি যথেষ্ট সক্রিয় এবং প্রস্তুত এই দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কট মোকাবিলায়, নাকি উদ্যোগগুলি এখনও বিচ্ছিন্ন, আংশিক এবং পর্যাপ্ত নয়?

সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চল আজ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম সারির যুদ্ধক্ষেত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার বিস্তার, ঘূর্ণিঝড়ের বাড়বাড়ন্ত;সব মিলিয়ে সেখানে বসবাস করা মানুষদের জীবন ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। একের পর এক ঘূর্ণিঝড় যেমন 'আম্ফান', 'ইয়াস' কিংবা সাম্প্রতিক ঝড়গুলো দেখিয়েছে, প্রকৃতির রোষ কতটা নির্মম হতে পারে। প্রতিবারই প্রশাসনের তরফে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়;এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাই কি যথেষ্ট? নাকি প্রয়োজন আরও শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা, যা দীর্ঘমেয়াদে এই অঞ্চলের মানুষদের সুরক্ষা দিতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বলা হয়। রাজ্য কর্মপরিকল্পনা, সবুজায়ন কর্মসূচি, সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানো, নদী ও জলাশয় সংরক্ষণ; এই সব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে দূষণ কমাতে বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রসার বা প্লাস্টিক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু বাস্তব প্রশ্ন হল, এই উদ্যোগগুলির প্রভাব কতটা বিস্তৃত এবং কার্যকর?

নীতিপত্রে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তা কি বাস্তবে একইভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে?

কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলজট একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আরও প্রকট হয়ে উঠছে। অল্প সময়ে অতিবৃষ্টি, নিকাশির অপ্রতুলতা এবং নগর পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা মিলিয়ে শহরের স্বাভাবিক জীবন প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নগর পরিকল্পনা, আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব নির্মাণনীতির প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উন্নয়নের নামে অনেক ক্ষেত্রেই জলাভূমি ভরাট, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ এবং সবুজ এলাকার সংকোচন ঘটছে, যা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ভূমিধসের প্রবণতা বৃদ্ধি, জলসঙ্কট;এই সব সমস্যাই সেখানে ক্রমশ বাড়ছে। চা-বাগান নির্ভর অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়ছে, যা হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকাকে অনিশ্চিত করে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন হল, স্থানীয় বাস্তবতা অনুযায়ী কি যথেষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে? নাকি এক ছাঁচে ফেলা নীতির কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে?

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া, যেখানে প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, বিজ্ঞানী, শিল্পক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষ; সকলের অংশগ্রহণ জরুরি। কিন্তু সেই সমন্বয় কি যথাযথভাবে গড়ে উঠেছে? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নীতিনির্ধারণের স্তরে বিশেষজ্ঞদের মতামত বা স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক অগ্রাধিকারও এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা, যার ফলাফল তৎক্ষণাৎ দৃশ্যমান হয় না। ফলে অনেক সময় স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লাভের তুলনায় এই বিষয়টি পিছনের সারিতে চলে যায়। অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প বিনিয়োগ বা সামাজিক প্রকল্পের তুলনায় জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনমূলক পদক্ষেপগুলো ততটা গুরুত্ব পায় না। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই সঙ্কটকে উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে তার মূল্য আরও বেশি চুকাতে হবে।

তবে একেবারে নিরাশার চিত্র আঁকাও ঠিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় স্তরে অনেক ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। কিছু গ্রামে জল সংরক্ষণ, জৈব কৃষি, ম্যানগ্রোভ রোপণ;এই ধরনের কাজ মানুষের সচেতনতার পরিচয় দেয়। প্রশাসনের তরফেও কিছু ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলিকে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে এনে, সমন্বিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এই প্রসঙ্গে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, তার অগ্রগতি, সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কতটা অবগত? তথ্যের অভাব অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং আস্থার ঘাটতি বাড়ায়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের জানার অধিকার রয়েছে;কীভাবে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সবশেষে, এই প্রশ্নের উত্তর সরল নয়;পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি যথেষ্ট সক্রিয়? বলা যেতে পারে, উদ্যোগ রয়েছে, সচেতনতা বাড়ছে, কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, চ্যালেঞ্জের পরিমাণ এবং জটিলতার তুলনায় সেই সক্রিয়তা এখনও পর্যাপ্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে ফাঁক রয়ে গেছে, সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন।

ধর্মীয় স্থান নবদ্বীপে কসাইখানা থাকার ব্যাপারে আপত্তি উঠেছে

শঙ্করলাল কর্মকার

নবদ্বীপের বাজার বনাম মহাপ্রভুর পবিত্র ধাম কসাইখানা থাকলেই কি আধ্যাত্মিকতা ম্লান হয়? সম্প্রতি নবদ্বীপের বাজারে কসাইখানা বা আমিষের উপস্থিতি নিয়ে একটি সংস্থার ভক্তবৃন্দ প্রশ্ন তুলছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তাঁদের মতে, যেখানে কসাইখানা আছে, সেখানে হরিনাম বা মহাপ্রভুর জন্মস্থান হওয়া অসম্ভব। এই সংকীর্ণ ধারণার বিপরীতে নবদ্বীপের প্রকৃত সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্যটি তুলে ধরা প্রয়োজন কসাইখানা বনাম প্রাচীন নগরের বাস্তবতা। যাঁরা নবদ্বীপকে কেবল একটি মঠ বা আশ্রমের সাথে তুলনা করেন, তাঁরা ভুল করেন। নবদ্বীপ কোনো কৃত্রিম Temple City নয়, এটি কয়েক হাজার বছরের পুরনো একটি জীবন্ত বাণিজ্যিক শহর ও পৌরসভা।

একটি প্রাচীন জনপদে সব ধর্মের, সব পেশার এবং সব ধরণের খাদ্যাভ্যাসের মানুষ কয়েক প্রজন্ম ধরে বাস করছেন। বাজারের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে সামগ্রিক নাগরিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে। একটি আধুনিক মিউনিসিপ্যাল শহরে নির্দিষ্ট কিছু দোকানের উপস্থিতি সেই শহরের হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে মুছে দিতে পারে না। পঞ্চ উপাসক ও শাক্ত ঐতিহ্যের সহাবস্থান। নবদ্বীপ ঐতিহাসিকভাবে 'পঞ্চ উপাসক' (শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য) ধারার মিলনভূমি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই এখানে তন্ত্রসাধনা ও শাক্ত ধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল।

নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা পোড়ামা। শাক্ত মতে দেবী আরাধনায় বলিপ্রথা বা আমিষের একটি শাস্ত্রীয় স্থান রয়েছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃহৎতন্ত্রসারে লিখিত পূজা পদ্ধতি অনুসারে আগামবাগীশের প্রথম দক্ষিণাকালী মাতা আগমেশ্বরীর পূজার সূচনা এই নবদ্বীপ ধামেই। ফলে যে শহরে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত, সেখানে বাজারের বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা। মহাপ্রভুর যুগের নবদ্বীপ ও বর্তমান বিভ্রান্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়েও নবদ্বীপ ছিল ন্যায়শাস্ত্র ওপণ্ডিতদের দাপট এবং জগাই-মাধাইয়ের মতো চরিত্রের চারণভূমি।

মহাপ্রভু কোনো বিজন দ্বীপে জন্ম নেননি, তিনি জন্মেছিলেন তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনবহুল ও বাণিজ্যিক নগরীতে। বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হল 'তৃণাদপি সুনিচেন'। ভক্তি থাকে অন্তরে, বাজারের দোকানে নয়। বাজারের এক কোণে কসাইখানা থাকা মানেই যে পুরো শহরের ভক্তি বা সংকীর্তন কলুষিত হয়ে গেল;এই ধারণা তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল।

পরিকল্পিত আশ্রম বনাম বিবর্তিত জনপদ। পরিকল্পিত মন্দির এলাকায় নিয়ম-কানুন চলে নির্দিষ্ট মঠের অনুশাসনে। কিন্তু নবদ্বীপ একটি উন্মুক্ত শহর। এখানে সাধু-সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি সাধারণ গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীরা বাস করেন। একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর নিরামিষ পরিবেশ বজায় রাখা সহজ, কিন্তু একটি প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে সব ধরণের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতা থাকাটাই সুস্থ সমাজ ও আধুনিক গণতন্ত্রের লক্ষণ।

যাঁরা কসাইখানার দোহাই দিয়ে নবদ্বীপের মাহাত্ম্য বা মহাপ্রভুর জন্মস্থান নিয়ে সংশয় ছড়ান, তাঁরা আসলে নবদ্বীপের বিশাল ইতিহাস ও উদার সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ। নবদ্বীপ তার বৈচিত্র্য, তার প্রাচীন গলি এবং তার অগণিত ভক্তের হৃদস্পন্দনেই জীবন্ত। বাহ্যিকারের চাকচিক্য বা খাদ্যাভ্যাস দিয়ে 'গুপ্ত বৃন্দাবন'-এর আধ্যাত্মিকতা।

রামপুরহাটে কারো কাছে, ওয়াক ওভার, কারো মতে শাসকদলের দুঃস্বপ্ন

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ২৫ মার্চ ঃ রামপুরহাট ভোট পাড়ায় কানপাতলে বোঝা যায় নির্বাচক মণ্ডলী প্রাথমিক ভাবে সরাসরি দুইভাগে বিভক্ত হলেও, একটা অংশ দুই পক্ষের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। সেটা হলো বাম। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী হিসেবে বাম জোটের সঞ্জীব মল্লিক নজর কারলেও, তার সীমাবদ্ধতা রামপুরহাট পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড। যদি পুরানো সাংগঠনিক শক্তি কাজে লাগে তাহলে বিপক্ষকে বেগ দেবেন ভোট কাটাকুটির অঙ্কে। আর সেই সঙ্গে কয়েক পার্সেন্ট ভোট সুইঙ্গ ফ্যাক্টর হলে তো কথায় নেই। বিজয় লক্ষ্মী সেই দলের গলায় মালা পরাবে। এবার দেখা যাক বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহাকে। তাঁর একটা পরিচয়, তিনি গ্রাসরুট সংগঠক। কর্মীদের পাশে থাকেন, পথে থাকেন, আন্দোলনে থাকেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে বহু অভিযোগ আছে। প্রথম অভিযোগ, শাসক দলের সঙ্গে যোগাযোগ। বীরভূম পাথর শিল্পাঞ্চল। নিন্দুকেরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এসে সেই রাজস্বের একটা অংশ বিজেপির এক নেতার ঘরে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এবং সেটা নিয়ে এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ ও জেলা জুড়ে ঘোরা ফেরা করে। যদিও এই অভিযোগ প্রধান বিরোধী দল উড়িয়ে বলে, পুলিশ তো তাদের হাতে, ব্যবস্থা নেই নি কেন? আরেকটা অভিযোগ, ২০১৯ সালে বেশ কয়েকটি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। তার জেরে তিনি জেল খেটেছেন। এক্ষেত্রেও একই ভাবে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়, প্রমাণিত নয় বলেই তো তিনি দায়মুক্ত। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছিল। তবে, তাঁরই দলেরই এক বহিস্কৃত নেতা অনিল সিং ফেসবুকে পোস্ট করে ধ্রুব সাহার আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার পরিসংখ্যান দেন। তার প্রেক্ষিতে ধ্রুব সাহা মামলা করার হুমকি দেন। যদিও তারপর দুই পক্ষকে আর এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। এছাড়াও, আরেকটি বিষয়, এই বিধানসভায়, যদি ২০১১ সাল থেকে দেখা যায়, তাহলে অন্তর্কলহ বিজেপির আশানুরূপ ফল না হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। এই ধারা চির বর্তমান। এর কারণ হিসেবে কখনও বহিরাগত, কখনও বিভিন্ন কারণে প্রার্থী অপছন্দ হওয়া বা লবি বাজী পরাজয়ের গুঢ় রহস্য হিসেবে দেখা দেয়। সম্প্রীতি ব্রিগেডে জনসভায় যাওয়ার জন্য সমর্থক পিছু দুশো টাকা টিফিন বাবদ দেওয়া হয়। সেখান থেকেও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। রাজীব কোনাই নামে জেলার একটি সেলের এক কার্যকতা সমাজমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে সেই কথা বলেন। যদিও সেই পোস্টের সত্য যাচাই করা হয় নি। এক বিজেপি নেতা বলেন, মূল লড়াই তো শুভেন্দু বনাম মমতা। বিজেপি কোথায়? ফাণ্ড পাঠানোর কারণে টিকিট বন্টন হয়েছে। রামপুরহাট তার উদাহরণ। নব্বইয়ের দশকে যখন রামপুরহাট বিধানসভার অধীনে মল্লারপুর ছিল। তখন মল্লারপুরের বাসিন্দা সত্যেন দাস ভূমিপুত্র হিসাবে দু'বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ২০০১ সালে প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক সুভাষ গোঁসাই লড়েছিলেন। ২০১১ সালে রামপুরহাট পুরসভার বাসিন্দা শুভাশিস চৌধুরী ভূমিপুত্র হিসাবে প্রার্থী হন। ফের ভূমিপুত্র হিসাবে চৌধুরী প্রার্থী হন। সেই বারের বিধান বিজেপি রামপুরহাট ৯৪ হাজার ভোট পেয়েছিল। রামপুরহাট সব সময় বিজেপিকে এগিয়ে রাখে ১০,০০০ ভোটে। গত নির্বাচনে সেই গ্যাপ কমিয়ে তৃণমূল অনেকটা এগিয়েছে। তবে, এবার বিজেপি সমর্থন করেন অনেক অনেক ভোটারের মুখে শোনা যাচ্ছে, বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন ঠিক হয় নি। তৃণমূলের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া আছে। তারাও এটাও বলছেন, যে তাঁদের হাতে অন্য অপশন নেই। এক্ষেত্রে বিজেপি নেতা শুভাশীষ চৌধুরী বলেন, বিজেপির প্রতীকটাই সব। ধ্রুব সাহা প্রার্থী হওয়ায় তৃণমূলে অন্দরে স্বস্তির সুবাতাস বইছে। কেউ কেউ দাবি করছেন, রামপুরহাটে তৃণমূল ওয়াকভার পেয়ে গেল। বিষয়টা একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে, ভোটারদের একাংশ বলছেন, প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট রামপুরহাটে কাজ করে। তাছাড়াও বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক অস্ত্র বিজেপির হাতে ছিলো। তা কাজে লাগাতে গেলে একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থীর দরকার ছিলো। রামপুরহাটকে নিয়ে ভবিষ্যতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের আর একটু সিরিয়াস হওয়ার প্রয়োজন আছে। গত নির্বাচনে মহম্মদ বাজার ব্লক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরী বাঁচিয়েছিল। সেই নির্বাচনে বিজেপি রামপুরহাটে তৃণমূলের থেকে ৮ হাজার ৮৭২ ভোটে পরাজিত হয়েছিল। এবার কত মার্জিন বাড়বে বা কমবে, ভোট সুইং করলে কতটা করবে এবং কার পক্ষে যাবে সেটা সময় বলবে। প্রচারে এক বিজেপি নেতার অভিজ্ঞতা সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে অনেকটা চমকের মতো। জনতা জনার্দন নাকি বলছেন, কেউ বিরিয়ানি না কী খাওয়াচ্ছে? প্রার্থী খারাপ না ভালো, কিংবা মন্দের ভালো? - এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। বুথে থাকুন। কাউন্টিংয়ে শেষ পর্যন্ত থাকুন। বাকিটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।

মর্যাদা এখন অনেক সস্তাঃ মাত্র ৫ টাকার টিকিট কাটুন এবং সসম্মানে ভ্রমণ করুন

কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ নাগরিক দায়িত্ববোধের প্রতি এক দৃঢ় আহ্বান জানিয়ে, পূর্ব রেল জনসাধারণকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ভারতীয় রেল প্রতিটি নাগরিকের একটি সম্মিলিত জাতীয় সম্পদ। ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থার প্রবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে, পূর্ব

রেল যাত্রীদের সবসময় টিকিট ক্রয় করে মর্যাদার সাথে ভ্রমণ করার আদর্শকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে। পূর্ব রেল বলছে যে, রেলওয়ে আজও দেশের সবচেয়ে সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, শিয়ালদহ থেকে খড়দহ (১৯ কিমি) ভ্রমণের খরচ মাত্র ৫ টাকা, যেখানে শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি (৩৮ কিমি) বা হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল (৪০ কিমি) যেতে খরচ হয় মাত্র ১০ টাকা। অন্য কোনো মাধ্যমে এই দামে এত দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। টিকিট ছাড়া ভ্রমণকে কেবল একটি অপরাধ হিসেবেই নয়, বরং যাত্রীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী একটি কাজ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রেল প্রশাসন একজন আইন মান্যকারী যাত্রী এবং একজন টিকিটবিহীন যাত্রীর মধ্যেকার বিশাল আর্থিক পার্থক্যের বিষয়টিও তুলে ধরেছে। শিয়ালদহ-নৈহাটি বা হাওড়া-ব্যান্ডেল সেকশনে একটি মাসিক সিজন টিকিটের দাম মাত্র ১৮৫ টাকা, যা দিয়ে এক মাস আনলিমিটেড ভ্রমণ করা যায়। বিপরীতে, একবার টিকিট ছাড়া ধরা পড়লে ন্যূনতম ২৬০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। গাণিতিক এবং নৈতিক- উভয় দিক থেকেই এক মাসের বৈধ ভ্রমণের খরচ, এক মুহূর্তের লজ্জা এবং আর্থিক ক্ষতির চেয়ে অনেক কম। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিতে এবং লম্বা লাইন এড়াতে পূর্ব রেল একাধিক ডিজিটাল মাধ্যম চালু করেছে। যাত্রীরা স্মার্টফোনের মাধ্যমে দ্রুত টিকিট বুক করতে Rail One অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন (Rail One অ্যাপে অতিরিক্ত ছাড়ের সুবিধাও রয়েছে)। এছাড়া দ্রুত টিকিট পাওয়ার জন্য স্টেশনগুলিতে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (ATVM) বসানো হয়েছে। এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, পূর্ব রেল গত তিন মাসে ৩,৩০,৪৫১ টি জরিমানার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাজি জানিয়েছেন যে, রেলওয়ে সাশ্রয়ী, নিরাপদ এবং দক্ষ পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে যাত্রীদের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি যাত্রীদের টিকিটবিহীন ভ্রমণের অভ্যেস ত্যাগ করার এবং আইনত ভ্রমণের মাধ্যমে দেশের আধুনিকায়ন ও গৌরবে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

দিনহাটায় লড়াই সেয়ানে সেয়ানে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৫ মার্চ ঃ এবারে নির্বাচনে কোচবিহারের সবচেয়ে চর্চিত বিধানসভার নাম দিনহাটা। দিনহাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী উদয়ন গুহ। অপরদিকে বিজেপির প্রার্থী অজয় রায়। বেশ কিছুদিন আগে উদয়ন গুহর উপর আক্রমণ হয় এবং তার একটি

হাত ভেঙে দেওয়া হয় আর সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অজয় রায় বলে বারবার অভিযোগ করেন শাসকগণ। যদিও পরবর্তীতে দিনহাটায় বিরোধীদের রাজনীতির ময়দানে বারংবার আক্রমণ হতে হয়েছে অজয় রায়কে। বিভিন্ন মামলায় খেটেছেন জেল। তবুও পিচ পাহাড় লড়াই দিয়ে গেছেন সেয়ানে সেয়ানে। এমতাবস্থায় অজয় রায়কে প্রার্থী করেছে বিজেপি। অপরদিকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। বিধানসভার প্রত্যেকটি আনাচে-কানাচে তার চেনা এমনকি কিভাবে ভোট করতে হয় তাও তার অজানা নয়। আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বারংবার রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে খবরের একদম শিরোনামে ছিল দিনহাটা। ২৬ - এর বিধানসভার নির্বাচনের হাতে বাকি আর এক মাসেরও কম সময়। এমত অবস্থায় বুধবার দিনহাটা বিধানসভার ২ ব্লকের অন্তর্গত চৌধুরীহাট এলাকায় মুখোমুখি তৃণমূল এবং বিজেপি। স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে সরগরম এলাকার রাজনীতি। উল্লেখ্য প্রচারের কারণে অজয় রায়কে পৌঁছান চৌধুরী হাটে। আর সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। অভিযোগ অজয় রায়ের প্রচারে বাধা দেওয়া হয়। তিনি যখন প্রচারে যান সেই সময় রাস্তার চারিদিক দিয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে একপ্রকার ঘিরে ফেলেন তাকে এবং জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন ফলে প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হন তিনি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যদিও পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে যে কোনো রকম অশান্তি এড়ানো সম্ভব হয়। অদ্ভুতভাবে যখন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিলেন তখন হাত জোড় করে তাদের দিকে এগিয়ে যায় বিজেপি প্রার্থী অজয় রায় এবং ভোট প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন - দিদির প্রচুর জ্বালা যন্ত্রণা আর সে কারণেই তারা এত ছটফট করছে। যত ভোট এগোবে তত এই জ্বালা আরও বাড়বে। তিনি আরো বলেন - আমি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বলবো এই জালা থেকে উদ্ধার হতে বেশি বেশি করে ঘরে বার্ণল মজুত করে রাখুন। এই বার্নার লাগালে আপনাদের জ্বালা যন্ত্রনা কম হবে। রীতিমত ব্যঙ্গ করে অজয় রায় বলেন - আমার খুব ভালো লাগছে। আমি আনন্দ পাচ্ছি এদের জ্বালা যন্ত্রণা মনের মধ্যে। এই যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকবে দেখতে থাকুন। যদি ওই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ বলেন - কে কাকে আটকাতে গেছে। স্লোগান দিয়ে কাউকে আটকানো যায়। নাকি স্লোগান নিষিদ্ধ আছে। বিজেপি আমাদের শালমারা পার্টি অফিসের সামনে গিয়ে হল্লা চিল্লা করল আমরা কি বলেছি যে এগুলো করা যাবে না। আমাদের লোকেদের স্লোগান দেওয়ার অধিকার আছে দিয়েছে। কত বিধানসভা নির্বাচনে এই বিধানসভাতেই ব্যাপক সন্ত্রাসের ছবি ফুটে উঠেছিল ভোটের আগেও পরে। যদিও এবার অনেক বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে শান্তিপূর্ণ ভোট করতে এমনটাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে ভোট এগিয়ে আসতেই শ্লোগান পাল্টা স্লোগান বক্তব্য পাল্টা বক্তব্যে সরগরম হয়ে উঠছে দিনহাটা রাজনীতি। তাহলে কি আবারো সন্ত্রাসের মুখ দেখতে হবে দিনহাটা সাধারন মানুষকে ? এ প্রশ্নই এখন সর্বত্র।

রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর আগামী শুক্রবার অপরেটারদের শুনানিতে ডেকেছে

কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ পুল কার ও পণ্যবাহী গাড়ির জন্য নির্ধারিত ১৫ বছরের বয়সসীমা শিথিলের দাবি নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর আগামী শুক্রবার অপরেটারদের শুনানিতে ডেকেছে । অপারেটরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুল কার মালিক এবং ট্রাক মালিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের ওই শুনানিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারির নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ট্রাক অপারেটরদের করা আবেদন ৬০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য শুনে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদিও মামলার মূল বিষয়টি বিচার না করেই নিষ্পত্তি করা হয়, আদালত রাজ্যকে 'বাস্তবসম্মত' দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার পরামর্শ দেয়। ট্রাক অপারেটরদের সংগঠনের দাবি, ১৫ বছরের বেশি পুরনো পণ্যবাহী গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণ না হওয়ায় মালিক, চালক ও সহকারীদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের যুক্তি, একই হেভি মোটর ভেহিকল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বাসগুলিকে ১৫ বছরের বেশি সময় চালানোর অনুমতি দেওয়া হলেও পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে তা না দেওয়া বৈষম্যমূলক এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে আদালতও প্রশ্ন তোলে, এই পার্থক্যের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি কোথায়। অন্যদিকে, পুল কার অপারেটররাও স্টেজ ক্যারেজ বাসের মতোই সমতা চেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, স্কুলের পুল কার সীমিত সময় ও কম দিন চলে, ফলে ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়। তাই নির্দিষ্ট শর্তে-যেমন নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা ও দূষণ মান বজায় রেখে-১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি চালানোর অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল প্রিমিয়াম ট্রেনগুলোতে যাত্রীদের আরাম ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেডরোলের গুণমান উন্নীতকরণ

মালিগাঁও, ২৫ মার্চ ঃ যাত্রীসেবার আধুনিকীকরণ এবং যাত্রীদের সুগম যাত্রা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তাদের দুটি প্রিমিয়াম দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেন- আগরতলা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল তেজস এক্সপ্রেস এবং ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে-উন্নত মানের লিনেনে পরিষেবা চালু করেছে। এই পদক্ষেপ যাত্রীদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন, অধিক আরামদায়ক ও উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় নিশ্চিত করে। ২৩ মার্চ ২০২৬ থেকে আগরতলা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল তেজস এক্সপ্রেসে বিশেষভাবে ডিজাইন করা উন্নত মানের লিনেনযুক্ত আধুনিক বেডরোল পরিসেবা চালু করা হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের লক্ষ্য হলো উন্নত পরিচ্ছন্নতা ও হাইজিন নিশ্চিত করা। এই প্রিমিয়াম পরিষেবা যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক ও সতেজকর একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। ২৪ মার্চ ২০২৬ থেকে ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট এসি এবং সেকেন্ড এসি উভয় শ্রেণীর এসি কোচগুলিতে উন্নত মানের বেডরোলের পরিসেবা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য মানসম্মত ও উচ্চমানের বেডরোল প্রদান করা হচ্ছে, যা উন্নত আরাম ও উৎকৃষ্ট গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রকাশ করেছে যে, এই ধরনের পদক্ষেপ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সেবার মান উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। উন্নতমানের এই বেডরোল অধিকতর সংগতিপূর্ণ, স্থায়িত্ব এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে, যা বিশেষত দীর্ঘ দূরত্বের নৈশযাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। যাত্রীরা এই পদক্ষেপে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই ধরণের সুচিন্তিত ও যাত্রী-কেন্দ্রিক উন্নয়নের জন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উন্নতমানের বেডরোল পরিষেবা চালু করা ভারতীয় রেলওয়ের একটি সুরক্ষামূলক, পরিচ্ছন্ন এবং যাত্রী-

বান্ধব ভ্রমণ পরিবেশ নিশ্চিত করার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে, যার মাধ্যমে সেবার উৎকর্ষ ও যাত্রীদের সন্তুষ্টির প্রতি তার গুরুত্বকে পুনরায় নিশ্চিত করছে।

জামালপুরে তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে মিছিলে পা মেলালেন সাংসদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ মার্চ ঃ জামালপুরে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে

রেখে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিক। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন ও অন্যান্য নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক অঞ্চলে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করছেন তিনি। বুধবার সকালে জামালপুর ১ অঞ্চলের কর্মীদের নিয়ে ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে একটি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রতিটি বুথ থেকে অন্তত পাঁচজন করে কর্মী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তথা উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল (পাঞ্জাব), অঞ্চল সভাপতি আলিম শেখ, প্রধান ডলি নন্দী, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, শিবশঙ্কর রক্ষিত-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বৈঠকে সকলের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারেন প্রার্থী ভূতনাথ মালিক। পরে সেখানে উপস্থিত হন সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার। কর্মীদের উদ্দেশে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, দল এবারে ব্লকের মানুষের দাবি মেনে ভূমিপুত্র প্রার্থী করেছে। তাই ঘরের ছেলেকে বিপুল ভোটে জেতাতে সকলকে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন, তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলে ধরতে হবে। এরপর জামালপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি ও দোকানে দোকানে প্রচার চালান প্রার্থী ও নেতৃত্বরা। এই প্রচারে অংশ নেন সাংসদ শর্মিলা সরকারও। তিনি বলেন, ঘরের ছেলে হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে ভূতনাথ মালিকের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ হওয়ায় বিধানসভায় গিয়ে এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরতে পারবেন। বিকেলে পাড়াতল ১ ও ২ অঞ্চলে কর্মীদের নিয়ে আরও বৈঠক করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, অঞ্চল সভাপতি মৃণাল কান্তি মন্ডল ও আনোয়ার সরকার, প্রধান কামিনী কুমুদ ঘোষ ও মাবিয়া বেগম শেখ, মারজান শেখ-সহ অনেকে। বৈঠকে ২৯ এপ্রিলের নির্বাচনে জোড়া ঘাসফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে ভূতনাথ মালিককে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়। কর্মী- সমর্থকদের উচ্ছ্বাস এবং নেতৃত্বের সক্রিয় প্রচারে জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেস বড় ব্যবধানে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলেই মনে করা হচ্ছে।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ রামনবমী উপলক্ষ্যে কলকাতা পুলিশ আগামী দুই দিন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবে। আগামীকাল রাত ১২টা থেকে শুক্রবার রাত বারোটা পর্যন্ত এবং শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা সব থানা এলাকায় দুধ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, এলপিজির মত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বহনকারী গাড়ি ছাড়া অন্যান্য পণ্যবাহী গাড়ি চালাচল বন্ধ থাকবে বলে পুলিশের তরফে আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এইদিকে রামনবমী কে কেন্দ্র করে শহরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে কলকাতা পুলিশ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রায় তিন হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাহত ট্রেন চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৫ মার্চ ঃ হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত। রেল সূত্রে খবর, বুধবার সকালে হুগলির সিঙ্গুরে একটি ডাউন ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফে সমস্যার কারণে ডাউন ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। ফলে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে আশ্বাস দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৩ ঘণ্টা ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় বলে খবর।

ভোটের আগেই এলো সুখবর! আজ থেকেই লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মার্চ ঃ হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু তার আগে বুধবার একদা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলায় বড়সড় ধাক্কা খেলো কংগ্রেস। লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের দলত্যাগে ৩৬ আসন বিশিষ্ট ওই পঞ্চায়েত সমিতিতে বুধবার থেকেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার লালগোলা এম এন একাডেমির কাছে লাইব্রেরী মাঠে একটি কর্মীসভায় লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির এক নির্দল সদস্য সহ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের এক সাধারণ সম্পাদক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থী হিসেবে লড়াই করা কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম এবং কংগ্রেস দল জোট করে মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর-২ এবং লালগোলা, এই দু'টি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছিল। ৩৬ আসন বিশিষ্ট লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস ১২, কংগ্রেস ১৩, বামফ্রন্ট ৯, বিজেপি ১ এবং নির্দল প্রার্থী একটি আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। রবিবার একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাম-কংগ্রেস জোট ছেড়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লক্ষ্মী সরকার সহ মোট ৬ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী জোটের সদস্য সংখ্যা সমান সমান হয়ে গিয়েছিল। বুধবার লালগোলায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি নির্বাচনী কর্মীসভায় নির্দল প্রতীকে জয়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহম্মদ সাইফুদ্দিন, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হারুন আল রাশিদ সহ আরও প্রচুর কংগ্রেস কর্মী আজ তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। আজকের এই

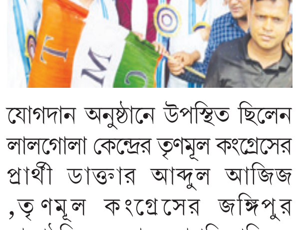

যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালগোলা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাক্তার আব্দুল আজিজ ,তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান, তৃণমূল কংগ্রেসের লালগোলা ব্লক কোর কমিটির আহ্বায়িকা রুমা ব্যানার্জি, রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান সহ আরও অনেকে। রুমা ব্যানার্জি বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ মোট ৬ জন সদস্য রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে ১৮ তে দাঁড়িয়েছিল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রতীকে জয়ী সদস্য মহম্মদ সাইফুদ্দিন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেওয়ায় আজ লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৯ জন। প্রসঙ্গত, মহম্মদ সাইফুদ্দিন লালগোলায় একজন পরিচিত তৃণমূল নেতা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি তৃণমূল দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। তৃণমূলের প্রাক্তন এই নেতার 'ঘর ওয়াপসী'র ফলে আজ লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। অন্যদিকে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হারুন আল রাশিদ লালগোলা ব্লকে কংগ্রেসের দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত। হারুন আল রাশিদ আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের শক্তি বাড়লো বলেই তৃণমূল নেতৃত্বের মত। তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, মহম্মদ সাইফুদ্দিন আমাদের ঘরেরই ছেলে। কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে কয়েকদিনের জন্য তিনি আমাদের থেকে দূরে ছিলেন। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি আমাদের দলে ফিরে আসায় লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে আজ আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলাম। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের জন্য দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন , নির্বাচনী প্রচারে প্রত্যেক মানুষের দরজায় পৌঁছে যেতে হবে এবং যেভাবে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে এবং মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের রাজনীতি করছেন তা সকলকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এর পাশাপাশি বুথ সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতিদের তিনি দ্রুত নিজেদের এলাকায় বৈঠক করে নির্বাচনী প্রচার ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন। খলিলুর রহমান আরও বলেন, বিজেপি যে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে তা রাজ্যের সমস্ত মানুষ বুঝে গিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনও বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবেন না। ইতিমধ্যেই আমরা সুপ্রিম কোর্টে এর জন্য মামলা লড়ছি। কেন্দ্র সরকার রাজ্যের দু'লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া মেটাচ্ছে না। রাজ্যের বকেয়া টাকা না মেটানোয় অনেক কাজ করা আমাদের পক্ষে করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বুধবার তৃণমূল প্রার্থী ডাক্তার আব্দুল আজিজ লালগোলার বিভিন্ন গ্রাম এবং নাশিপুরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নির্বাচনী প্রচার সারেন।

নাকা চেকিংয়ের সময় বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার শীতলকুচিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৫ মার্চ ঃ ইতিমধ্যে চালু হয়েছে নির্বাচন বিধি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলছে নাকা চেকিং। বুধবার কোচবিহার জেলার শীতলকুচি বিধানসভার নতুন বাজার সংলগ্ন এলাকায় নির্বাচন কমিশনের নাকা চেকিংয়ে সময় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। বুধবার সকালে শীতলকুচি ব্লকের নতুন বাজার সংলগ্ন সিতাই শীতলকুচি রাজ্য সড়কে নির্বাচন কমিশনারের নাকা চেকিংযের সময় একটি লাল রঙের অলটো চার চাকার গাড়ি যার নম্বর ডাবলু বি ৭০ এ ৭৮৬৯ নম্বরে গাড়ি থেকে ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। গাড়িটি গোসাইঘাট থেকে দিনহাটার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় নাকা চেকি নিয়ে কর্তব্যরত আধিকারিকরা গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। যদি ও এই টাকা কিসের তার কোন বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা এবিষয়ে চালকের কথায় অসংগতি মেলায় গাড়িটিকে আটক করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন বিধি অনুযায়ী এত টাকা নগদ বৈধ কাগজপত্র ছাড়া নিয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে যদি সঠিক তথ্য না দেওয়া গেলে সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করবে নির্বাচন কমিশন। সামনেই নির্বাচন ফলে তার আগে এত বিপুল পরিমাণ টাকা কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা কি কারণে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ? এই প্রসঙ্গে গাড়ি চালুক রাহুল সেন বলেন - সুমি এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সংস্থার কাজ করি। আমাদের দিনহাটার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার কাজ চলছে সেই কারণে একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। নির্বাচনী বিধি সম্বন্ধে আমার কিছু জানা ছিল না। প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা শীতলকুচি থানায় বাজেয়াপ্তর পর রাখা রয়েছে এবং খুব দ্রুত তা আইকন বিভাগকে হস্তান্তর করা হবে। স্বভাবত কারণেই এত বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার নিয়ে উচ্ছে প্রশ্ন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) উমা বসু ২) শঙ্কর চন্দ্র খান
আমোক্তারনামা দাতাঃ প্রসেনজিত ভৌমিক
ঠিকানাঃ নিউটাউন পাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ ১) উমা বসু ২) শঙ্কর চন্দ্র খান
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 08.08.2022 নং বহি ___ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-4277, 17.08.2022
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/2791/26, 2789/26
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-89, জে.এল নং- 7, L.R. দাগ নং-480 R.S দাগ নং-246 জমির পরিমান-0.0100 (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ ১) উমা বসু ২) শঙ্কর চন্দ্র খান
পিতা / স্বামীঃ ১) স্বামী- বিসেন্ত বসু, ২) পিতা- নিমাই চন্দ্র খান
ঠিকানাঃ ১) মেজদিয়া, ইস্ট বহরমপুর, ২) মোহন্তপাড়া, জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
সমরপিতা মিশ্রা
আমোক্তারনামা দাতাঃ সন্দীপ নাহা
ঠিকানাঃ অবিনাস ভবন, 8/6 সূর্যসেন সরণী, ডাবগ্রাম
গ্রহীতাঃ সমরপিতা মিশ্রা
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 28.06.2019 নং বহি ——নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-3005, 28.06.2019
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/2420
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং-84, L.R. দাগ -94 R.S. দাগ- 321 জমির পরিমাণ- 0.01 জে.এল নং- 07 (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ সমরপিতা মিশ্রা
স্বামীঃ অঙ্কুর আগরওয়াল
ঠিকানাঃ নিস্কুর পঞ্চানন বর্মা, শিলিগুড়ি, সেবক রোড

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ পিই-৫০-বিডি-এএমসি-এসএলআই-এইচডব্লুএইচআর, তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিএমই/কো-অর্ডি./ হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ পিই-৫০-বিডি-এএমসি-এসএলআই-এইচডব্লুএইচআর-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য সিঙ্গল টেন্ডার ভিত্তিতে ওইএম সহ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ১৪০ টন বিডি ক্রেন/এইচডব্লুএইচ ক্রেন নং. ১৪২০৩৭-এর মাইক্রোপ্রসেসর বেসড় এসএলআই সিস্টেমের (সেফ লোড ইন্ডিকেটর-ডিএস৩৫০ সিস্টেম) সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২২,৯০,৫৫৯.৫১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.১৭ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০২.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in তে পাওয়া যাবে।
HWH-712/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Govt. of West Bengal.
Online Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works.
Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 04 nos. locations under Uttar Kashipur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender id: 2026_WBPWD_5013709_1) (Tender Ref: WBPWD/EE/S24PED/eNIT87/2025-26)** ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 03 nos. locations under Chandaneswar PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender id: 2026_WBPWD_5013710_1) (Tender Ref: WBPWD/EE/S24PED/eNIT88/2025-26)** iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 03 nos. locations under Madhabpur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender id: 2026_WBPWD_5013713_1) (Tender Ref: WBPWD/EE/S24PED/eNIT89/2025-26)** iv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 04 nos. locations under Hatisala PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender id: 2026_WBPWD_5013715_1) (Tender Ref: WBPWD/EE/S24PED/eNIT90/2025-26)** v) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 02 nos. locations under Kolkata Leather Complex PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender id: 2026_WBPWD_5013717_1) (Tender Ref: WBPWD/EE/S24PED/eNIT91/2025-26)**
Bid submission start: **29.03.26 at 1:00 PM**. Bid Submission end: **04.04.26 at 01:00 PM**. Bid Opening Date: **06.04.26 at 01:00 PM**. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District,Hooghly.(Phase-III). ."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-41 of 2025- 26
Bid submission closing date: **27/03/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

চলুন বেড়িয়ে আসি

প্রকৃতির কোলে মানসিক শান্তির খোঁজ, পুরুলিয়ার কদদমপুরের গীতাঞ্জলী রিট্রেট

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ শহরের কোলাহল থেকে দূরে, কদদমপুর গ্রামে অবস্থিত গীতাঞ্জলী রিট্রেট হল এক শান্তির আশ্রয়, যেখানে আগতরা তাদের মন, দেহ এবং আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শুদ্ধ বাতাস এবং পরিপাটি পরিবেশ এই রিট্রেটকে শহরের চাপ থেকে মুক্তির জন্য এক আদর্শ গন্তব্যে পরিণত করেছে। সম্প্রতি রিট্রেটটি আরও বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে, কারণ এটি কেবল শান্তি খুঁজতে আসা পর্যটক নয়, বরং যোগ, ধ্যান, এবং স্বাস্থ্য ও সৃজনশীলতার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে আগ্রহী মানুষদের আকর্ষণ করছে। শহরের তাড়াহুড়ো থেকে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া এখানে সম্ভব।

শান্তির জন্য সুস্বাগত-রিট্রেটের প্রবেশ পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাহার দর্শকের মনকে প্রশান্ত করে। সবুজ বাগান, হাঁটার পথ, এবং নীরব পরিবেশ এক প্রকার মানসিক বিশ্রাম এনে দেয়। এক পর্যটক অভিজ্ঞতা জানালেন, এই স্থানে পা রাখার মুহূর্তেই মনে হয়, জীবন একটু ধীরে চলে, মন শান্ত হয়ে আসে। রিট্রেটে যোগ ও ধ্যানের সেশন প্রতিদিন ভোরে হয়। সূর্যোদয়ের সময় এই অনুশীলনগুলি প্রকৃতির ছোঁয়া এবং প্রাকৃতিক শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এছাড়া, শিল্প ও সৃজনশীলতার ওয়ার্কশপ, সংগীত ও নৃত্য অনুশীলন, এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের সেশনও এখানে পরিচালিত হয়।

সার্বিক সুস্থতার ওপর গুরুত্ব-গীতাঞ্জলী রিট্রেটের মূল দর্শন হলো সার্বিক সুস্থতা। এখানে আগতরা ডিজিটাল যন্ত্র থেকে দূরে থেকে সহজ জীবনধারা গ্রহণ করতে উৎসাহিত হন। প্রতিদিনের কার্যক্রমের মধ্যে থাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, ধ্যান, এবং সচেতন হাঁটা। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি খাবার এবং হের্বাল চা মন ও শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে। শিল্প ও সৃজনশীলতার কার্যক্রম যেমন পেইন্টিং, মিউজিক থেরাপি বা হস্তশিল্প শেখার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমে এবং আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়। এক আগন্তুক বলেন, আমি কখনও ভাবিনি যে পেইন্টিং এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে এতো শান্তি অনুভব করা সম্ভব।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা-পুরুলিয়ার স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা এই রিট্রেটে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে। স্থানীয় লোকনৃত্য, গান এবং উৎসব সম্পর্কে জানা, গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং প্রাকৃতিক ভ্রমণ-সবই এই অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। হিল-ট্রেকিং, জলপ্রপাত দর্শন, এবং পাখি পর্যবেক্ষণ এখানে জনপ্রিয় কার্যক্রম। এছাড়াও, রিট্রেট পরিবেশবান্ধব নীতি অনুসরণ করে, যা প্রকৃতির সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে।

অতিথিদের অভিজ্ঞতা-রিট্রেটে আগতদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ইতিবাচক। অনেকেই বলছেন, তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে পুনর্জীবিত বোধ করছেন। একজন অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, গীতাঞ্জলী রিট্রেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয় শান্তি আর আনন্দ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। এটি এমন একটি স্থান যা আত্মাকে পুষ্ট করে। কর্মসংস্থানের জন্য এবং কর্পোরেট দলের জন্যও বিশেষ প্রোগ্রাম রয়েছে, যা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট , টিম বিল্ডিং এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নে সাহায্য করে। অনেক কর্পোরেট দলের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এখানে অংশ নেওয়ার পর কর্মদক্ষতা এবং মানসিক স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা-গীতাঞ্জলী রিট্রেটের প্রতিষ্ঠাতারা পরিকল্পনা করছেন আরও দীর্ঘমেয়াদী, মৌসুমি এবং বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় নতুন প্রোগ্রাম চালু করার। তবে তারা মূল দর্শন-সহজ জীবন, সচেতনতা এবং সার্বিক সুস্থতা-থেকে বিচ্যুত হবেন না। পুরুলিয়ার প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে মিলিত এই রিট্রেট এখন ভারতের এমন একটি গন্তব্য হিসেবে পরিচিত যা মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে পুনরায় খুঁজে পাওয়ার আহ্বান-যারা শান্তি, মনন, এবং পুনরুজ্জীবনের খোঁজে আছেন, তাদের জন্য গীতাঞ্জলী রিট্রেট এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এখানে সময় যেন ধীরগতিতে চলে, এবং প্রকৃতির নরম ছোয়া সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রশান্তি দেয়। একজন দর্শক বলেছিলেন, এখানে আপনি শুধু জীবনের থেকে দূরে যান না, বরং জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পান। শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে কিছুদিন কাটিয়ে, আত্মার শান্তি ও মানসিক পুনর্জীবনের জন্য গীতাঞ্জলী রিট্রেট অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় স্থান।

বসন্তে শীতের প্রত্যাবর্তনঃ সান্দাকফুতে ভারী তুষারপাত, বরফে ঢেকে পাহাড়-আটকে শতাধিক পর্যটক

মার্চের শেষ লগ্নে হঠাই প্রকৃতির খামখেয়ালি রূপে বিস্মিত উত্তরবঙ্গ। সান্দাকফু-তে ফের শুরু হয়েছে ব্যাপক তুষারপাত, যার জেরে বরফে ঢেকে গিয়েছে রাস্তা, বাড়িঘর ও পর্যটন কেন্দ্রগুলি। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই তুষারপাত শনিবার সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকায় বিস্তীর্ণ এলাকায় আটকে প।ছেন শতাধিক পর্যটক। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ছয় ইঞ্চি পুরু বরফের স্তর জমেছে সাংদাকফু এবং সংলগ্ন অঞ্চলে। শুধু সাংদাকফুই নয়, মানেভঞ্জন, টুমলিং, টুংলু, ফালুট-সমস্ত এলাকা কার্যত সাদা বরফের চাদরে ঢাকা। পাহাড়ি রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে পর্যটকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হলেও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে আটকে পড়া সকল পর্যটক নিরাপদেই রয়েছেন। তাঁদের ধাপে ধাপে নিচু এলাকায় নামিয়ে আনার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

বসন্তে অস্বাভাবিক তুষারপাত-চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি একবার তুষারে ঢেকেছিল সান্দাকফু। তবে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে মার্চের শেষ সপ্তাহে আবারও এমন তুষারপাত আবহবিদদের মতে অস্বাভাবিক। তাঁরা এটিকে আবহাওয়ার পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত চরিত্রেরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনও বৃষ্টি এবং তুষারপাত চলতে পারে। বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বজ্রগর্ভ মেঘের কারণে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। তবে রবিবার থেকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পর্যটনে নতুন উচ্ছ্বাস-যদিও এই তুষারপাত অনেকের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁ।য়িছে, তবুও পর্যটন শিল্পে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন প্রধান জানিয়েছেন, এই সময় সান্দাকফুতে তুষারপাত হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয় এবং এর ফলে পর্যটকদের আগ্রহ আরও বাড়বে।

রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসুও জানান, তুষারপাতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পর্যটকদের মধ্যে প্রবল উসাহ দেখা দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের হোটেল ও হোমস্টেগুলিতে ইতিমধ্যেই বুকিং সংক্রান্ত প্রচুর ফোন আসছে। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় এই মুহূর্তে দুই ভিন্ন চিত্র ধরা প।ছে। একদিকে সান্দাকফু ও আশপাশের এলাকায় তুষারপাত চলছে, অন্যদিকে দার্জিলিং শহর এবং টাইগার হিলে শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত হয়েছে, তুষারপাত হয়নি। এই বৈপরীত্য প্রমাণ করে, পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার পরিবর্তন কত দ্রুত এবং অনিশ্চিত হতে পারে।

সিকিমে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা-শুধু দার্জিলিং নয়, তুষারপাতের প্রভাব পড়েছে সিকিম-এর উত্তর ও পূর্বাঞ্চলেও। লাচেন থেকে থাঙ্গু এবং থাঙ্গু থেকে গুরুদোংমার যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউমথাং থেকে জিরো পয়েন্টের রাস্তা তুষারের কারণে অচল হয়ে পড়েছে। এছাড়া নাথু-লা পাস এবং ছাঙ্গু লেক-এ বরফের পুরু স্তর জমে যাওয়ায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটকদের জন্য এই সমস্ত এলাকায় ভ্রমণ পাস ইস্যুও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি ঝোরা ও নদীগুলির জলস্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে হালকা যানবাহন চলাচলে অনুমতি থাকলেও বড় যানবাহনের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের নজরদারি ও সতর্কতা-পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যটকদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার এবং আবহাওয়ার আপডেট মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মার্চের শেষে এমন তুষারপাত

হরমুজ প্রণালীতে সংকট, জ্বালানির দামে আগুন- চরম অর্থনৈতিক চাপ পাকিস্তানে

২৫ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীখ অস্থিরতার জেরে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহে ব। ধাক্কা লেগেছে। আর তার সরাসরি প্রভাব প।ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তানে। ইতিমধ্যেই ভঙ্গুর অর্থনীতির সঙ্গে ল।ই করা এই দেশ এখন পড়েছে এক নতুন সঙ্কটে-অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়া জ্বালানির দাম। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানে উচ্চমানের জ্বালানি বা হাই-অকটেন পেট্রলের দাম এক ধাক্কায় প্রায় ২০০ শতাংশ বে।ে গেছে। আগে যেখানে এই জ্বালানির দাম ছিল প্রতি লিটার প্রায় ১০০ পাকিস্তানি রুপি, বর্তমানে তা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় ৩০০ রুপিতে। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে দিয়েছে।

হরমুজ প্রণালী কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? হরমুজ প্রণালী বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান করিডর। পারস্য উপসাগর থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথ দিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছায়। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের একটি বড় অংশ এই প্রণালীর উপর নির্ভরশীল। ফলে এখানে সামান্য অস্থিরতা বা অবরোধও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে যেসব দেশ আমদানিকৃত জ্বালানির উপর বেশি নির্ভরশীল-তাদের মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান। ফলে হরমুজে সংকট তৈরি হওয়া মাত্রই পাকিস্তানে তার সরাসরি প্রভাব দেখা গেছে। পাকিস্তানের জ্বালানি সংকট, কী ঘটছে বাস্তবে? জ্বালানির দামের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়-এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলছে।

১. পরিবহন খরচে ব্যাপক বৃদ্ধি-পেট্রলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন খরচও বেড়ে গেছে। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি-সব ক্ষেত্রেই ভাড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়ছে দ্রুত।

২. মূল্যস্ফীতি আরও তীব্র-আগেই উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করছিল পাকিস্তান। এখন জ্বালানির দাম বাড়ায় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক, ওষুধ-সব কিছুর দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

৩. শিল্পক্ষেত্রে ধাক্কা-অনেক শিল্প কারখানা জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। দাম বাড়ার ফলে উপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে, যা শিল্পোপাদন কমিয়ে দিতে পারে।

৪. সাধারণ মানুষের দুর্দশা-সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের জন্য দৈনন্দিন খরচ সামলানো কঠিন হয়ে উঠছে।

সরকারের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত-এই সংকট মোকাবিলায় শাহবাজ শেরিফ-এর নেতৃত্বাধীন সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে। সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই বৈঠকেই জ্বালানির দাম বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যদিও সরকার বলছে, আন্তর্জাতিক বাজারে দামের উর্ধ্বগতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। তবে সমালোচকরা মনে করছেন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব এবং জ্বালানি নির্ভরতার সমস্যা এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

পাকিস্তানের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা- পাকিস্তান-এর অর্থনীতি গত কয়েক বছর ধরেই চাপে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া, ঋণের বোঝা বৃদ্ধি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এই সবকিছুর মধ্যে জ্বালানির দামের এই বৃদ্ধি যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায়, তাহলে অর্থনৈতিক মন্দা আরও গভীর হতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রভাব ও ভবিষ্য আশঙ্কা, হরমুজ প্রণালী-এ অস্থিরতা শুধু পাকিস্তান নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই উদ্বেগের কারণ। যদি এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হয়-আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আরও বা।তে পারে, জ্বালানি আমদানিকারী দেশগুলোর অর্থনীতি চাপে পড়বে, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি হবে।

বাজাজ বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য 'ইকো অ্যাশিওর' চালু করেছে

কলকাতা, মার্চ ঃ বাজাজ জেনারেল ইনস্যুরেন্স লিমিটেড (পূর্বে বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত), ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রাইভেট জেনারেল ইনস্যুরার, আজ বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য ইকো অ্যাশিওর চালু করার কথা ঘোষণা করেছে, একটি নতুন অ্যাড-অন কভার যা বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের ন্যূনতম বিঘ্নের সাথে তাদের গাড়িগুলির মেরামতের খরচ আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে.সারা ভারত জুড়ে লজিস্টিক, সাপ্লাই চেন এবং ব্যবসায়িক গতিশীলতাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গাড়িগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. তবে, মেরামতের খরচ বৃদ্ধি, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং বাণিজ্যিক গাড়ির দুর্বলতা, প্রায়শই গাড়ির মালিক এবং অপারেটরদের জন্য মেরামত ব্যয়বহুল করে তোলে. বিস্তৃত মেরামতের কভারেজ, নির্ভরযোগ্য মেরামতের বিকল্প এবং উন্নত সুরক্ষা সুবিধা প্রদান করে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য ইকো অ্যাশিওর তৈরি করা হয়েছে. অ্যাড-অন দুটি বিকল্পে উপলব্ধঃইকো অ্যাশিওর এসেনশিয়াল এবং ইকো অ্যাশিওর অ্যাডভান্টেজ, কাস্টমারদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি প্ল্যান বেছে নেওয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় ইকো রিপেয়ার কভারের মূল সুবিধাগুলি হল যে এটি মেরামতের জন্য রিকন্ডিশন করা পার্টস ব্যবহার করার সময় ডেপ্রিসিয়েশনের উপর ১০০ ছাড় অফার করে মেরামতের খরচ কম করতে সাহায্য করে. যদি নতুন পার্টস মেরামত করার জন্য বেছে নেওয়া হয, তাহলে এটি নির্বাচিত প্ল্যানের উপর নির্ভর করে ২৫ পর্যন্ত ডেপ্রিসিয়েশান ছাড় প্রদান করে. ইকো অ্যাশিওর - বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য, ক্লেমের সময় বাধ্যতামূলক কেটে নেওয়ার যোগ্য পরিমাণও দূর করে, যা কাস্টমারদের মেরামতের সময়. তাৎক্ষণিক পকেট থেকে হওয়া খরচ কমাতে সাহায্য করে।

NAME CHANGE

I, Alak Chakraborty (Old Name) S/o Chandi Charan Chakravarty Residing at 3, Eastern Park, 4th Road, District - Kolkata, Pin - 700075, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Alak Kumar Chakravarty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 39 Dated 24-03-2026. Alak Chakraborty (Old Name) and Alak Kumar Chakravarty (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pradip Mallick (Old Name) S/o Premananda Mallick Residing at Natun Gram, Shyamnagar, East Bidyadharpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743127, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Mallick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-03-2026. Pradip Mallick (Old Name) and Pradip Kumar Mallick (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asish Kumar Bhattacharjee (Old Name) S/o Sukharanjan Bhattacharjee Residing at 80/A, 2nd Floor, Flat-2A, Bidhan Park, Baranagar, Noapara, District - North 24 Parganas, Pin - 700090, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Ashis Kumar Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 25-03-2026. Asish Kumar Bhattacharjee (Old Name) and Ashis Kumar Bhattacharjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjay Das (Old Name) S/o Sankar Baidya Residing at Kamrabad Subhas Pally, Rajpur Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700150, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Baidya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Sanjay Das (Old Name) and Sanjay Baidya (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alamgir Sk (Old Name) S/O–Tufaj Sheikh resident of Bali Biswaspara , Nowda , Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Alamgir Sk to Alamgir Sheikh and henceforth I shall be known as Alamgir Sheikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 25/ 03/ 2026. My name Alamgir Sheikh & Alamgir Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nazrul Islam Seaikh (Old Name) S/O–Chhurman Seaikh resident of Vill-Paikasha , Po-Pipulbaria , Ps-Murutia , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Nazrul Islam Seaikh to Nazrul Islam Shaikh and henceforth I shall be known as Nazrul Islam Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 25/ 03/2026. My name Nazrul Islam Shaikh & Nazrul Islam Seaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Issha Hoque Mondal (Old Name) S/O–Amanullah Mondal resident of Vill & Po-Sankarpur , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Issha Hoque Mondal to Esahaque Sk and henceforth I shall be known as Esahaque Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/03 /2026. My name Esahaque Sk & Issha Hoque Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Shahid (Old Name) S/o Mohammad Sabir Residing at 33/H/3, Dent Mission Road, P.o - Khiddirpore, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shahid (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Mohammad Shahid (Old Name) and Md Shahid (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tufaj Sk (Old Name) S/O–Gani Sekh resident of Bali Biswaspara , Nowda , Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Tufaj Sk to Tufaj Sheikh and henceforth I shall be known as Tufaj Sheikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 25/ 03/ 2026. My name Tufaj Sheikh & Tufaj Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rezoana Khatoon (Old Name) D/o Abdul Gaffur Residing at 8B, Paddapukur Road, P.o - Khiddirpore, P.s - Watgunge, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rizwana Khatoon (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Rezoana Khatoon (Old Name) and Rizwana Khatoon (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Safik (Old Name) S/o Md Shadul Haque Residing at 36, Collin Street, P.o - Park Street, P.s - New Market, District - Kolkata Pin - 700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shafique (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit no 137 Dated 07-03-2026. Md Safik (Old Name) and Md Shafique (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Doyal Addy (Old Name) D/o Asit Kumar Addy W/o Prosenjit Dey Residing at 45, Gora Chand Road, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Doyel Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Doyal Addy (Old Name) and Doyel Dey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jeevas Ray (Old Name) S/o Dhaneshwar Roy Residing at Vill - Karihar, P.o - Alola, P.s - Ghoghardiha, District - Madhubani-Bihar, Pin - 847402, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jibachh Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Jeevas Ray (Old Name) and Jibachh Roy (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranjit Roy Chowdhury (Old Name) S/o Panchanan Roy Choudhury Residing at Flat No. 5D, Block-3, Sugam Sudhir Mahamayatala, P.o - Narendrapur, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Kumar Roy Choudhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Ranjit Roy Chowdhury (Old Name) and Ranjit Kumar Roy Choudhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saumitra Chatterjee (old name) son Late Shaktinath Chatterjee, residing at 28/1, Biren Roy Road East, Purba Barisha, Kolkata – 700008, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Soumitra Chatterjee (new name) as declared before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, vide affidavit SL No. 14256, dated 29/01/2026. Saumitra Chatterjee (old name) and Soumitra Chatterjee (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

Sujay Paul father's name Late Barun Kumar Paul Residing Bolpur, Birbhum Sater Pally. 731204 25/03/2026 On Bolpur Notary Public Court Affidavit Sujay Paul and Kamalendra Kuleen Paul Names are the Same and one Identical person.

NAME CHANGE

I, Md Kawsar Ali Biswas (old name) S/o-Mahasin Biswas residing at purandarpur, Benchitala, Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD KAWSAR ALI BISWAS to KAOSAR ALI BISWAS and henceforth I shall be known as KAOSAR ALI BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/03/2026. MD KAWSAR ALI BISWAS (old name) and KAOSAR ALI BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I QUAMRUNNESSA HAQUE W/O MD ZIAUL HAQUE residing at 17B, Shamsul Huda Road, P.O.-Circus Avenue, P.S.-Karaya, Kolkata-700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as QUAMRUN NESSA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 25/03/2026. QUAMRUNNESSA HAQUE and QUAMRUN NESSA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD ENAMUL HOQUE & MD ENAMUL HOQUE (old name) S/O - LATE KUDRAT ALI residing at VILL- MAHABBATPUR PO - DUISATABIGHI PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD ENAMUL HOQUE & MD ENAMUL HOQUE (old name) to ENAMUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as ENAMUL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 24/03/2026. ENAMUL HOQUE (new name)& MOHAMMAD ENAMUL HOQUE & MD ENAMUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, HUMAUN KABIR (old name) S/O-SALAM SEKH residing at VILL-LASKARPUR PO - BRINDABANPUR PS - DOMKAL DIST - MURSHIDABAD PIN - 742303, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from HUMAUN KABIR (old name) to HUMAYUN KABIR (new name) and henceforth, I shall be Known as HUMAYUN KABIR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 25/03/2026. HUMAYUN KABIR (new name)& HUMAUN KABIR (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Uma Kanta Banu (old name) Son of Late Joykrishna Banu, residing at Bakhrahat, Ps-Bishnupur, South 24 Parganas, Pin-743377, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Umakanta Banu (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 25/03/2026. Uma Kanta Banu (old name) and Umakanta Banu (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajoy Das (old name) Son of Rabindra Nath Das, residing at 80, Christopher Road, Ps-Topsia, Kolkata-700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ajoy Kumar Das (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 25/03/2026. Ajoy Das (old name) and Ajoy Kumar Das (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Soumen Jana, so Jahar Lal Jana (পুরাতন নাম) গ্রাম - ডোঙ্গল , পোঃ - ডহরকুন্ডু, থানা - আরামবাগ , জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬১৭ । এলডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের, আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে Jahar Jana (নতুন নাম) পরিচিত হল। গত ২৪.০৩.২৬ তারিখে (SL.No. -2050) এফিডেভিট বলে Jahar Lal Jana (পুরাতন নাম) এবং Jahar Jana (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইল।

NAME CHANGE

I, Swarup Biswas S/o Khokan Biswas residing at Vill-Paikpara, P.O. and P.S-Bongaon, Dist North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Khokan Biswas instead of Khokon Biswas and Khakon Biswas and my mother's actual name Shampa Biswas instead of Sampa Devi, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 19/03/2026. Swarup Biswas S/o Khokan Biswas and Swarup Biswas, Father's name-Khokan Biswas, Mother's name-Shampa Biswas and Swarup Biswas, Father's name Khokan Biswas, Mother's name-Sampa Devi is same and one identical person having no difference.

NAME CHANGE

I, Md Jiajul Mondal (Old Name) S/o.- Late Matiar Mondal R/o. Vill.-Angulkata, P.O. & P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743249 that have change my name & shall henceforth be known as Jiajul Mondal (New Name),vide an Affidavit dt. 16.03.2026, before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas. That, Md Jiajul Mondal (Old Name) & Jiajul Mondal (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahibul Mandal S/o Moula Box Mandol residing at Vill-Joykrishnapur, P.O. Padmanabhapur, P.S-Hariharpara, Dist. Murshidabad, Pin-742166 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Sahibul Mandal instead of Md Shahibul Islam and my father's actual name Moula Box Mandol instead of Mowla Box, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated on 23/03/2026. Sahibul Mandal S/o Moula Box Mandol and Md Shahibul Islam S/o Mowla Box is same and one identical person having no difference.

NAME CHANGE

I, Hafiza Bibi, W/o Md. Bellal Hossain Mondal residing at Vill Ayera, P.O. Hatthuba, P.S. Habra, Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Hafiza Bibi to, Hafiza Khatun and henceforth I shall be known as Hafiza Khatun in all purpose vide affidavit No. 2094 before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 21/01/2026. Hafiza Khatun and Hafiza Bibi both are same identical person.

NAME CHANGE

I, MD SAJID RAJA (Old Name) S/o.- Late Md Alauddin R/o. 41/2, Ishaque Sardar Road, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, Dist. North 24 Parganas, Pin-743135 that have change my name & shall henceforth be known as MD SAKIR (New Name),vide an Affidavit dt. 18.11.2025, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore, North 24 Parganas. That, MD SAJID RAJA (Old Name) & MD SAKIR (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, JAGAI DAS S/o Kandan Das residing at Vill-Sripatipur, P.O. Ilahipur, P.S-Haripal, Dist. Hooghly, Pin-712706 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Kandan Das instead of KESTO DAS and KADAN DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated on 16/03/2026. KESTO DAS, KADAN DAS and Kandan Das all are same and one identical person having no difference.

NAME CHANGE

I, DAYA SHANKER PANDEY (Old Name) S/o.- Late Kalka Pandey R/o. 33/7, Fakir Bagan Lane, Howrah, West Bengal-711101 have change my name & shall henceforth be known as DAYA SHANKAR PANDEY (New Name),vide an Affidavit dt. 24.03.2026, sworn before the Notary Public at Howrah. That, DAYA SHANKER PANDEY (Old Name) & DAYA SHANKAR PANDEY (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I Debdas Saha Chaudhury (old name) S/O- Biplab Kumar Saha Chowdhury Resident of Woodburn Road,Ward No.9,P.O & P.S-Nabadwip , Dist- Nadia,PIN-741302,W.B, do hereby declare that I have changed my name from Debdas Saha Chaudhury (old name) to Debdas Saha Chowdhury (new/correct name) and henceforth I shall be Known as Debdas Saha Chowdhury (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.47 sworn before the Notary public at Nabadwip, Nadia, on (Date-25/03/26) Debdas Saha Chowdhury (new/correct name) and Debdas Saha Chaudhury (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gautam Kumar Das S/O Nakul Chandra Das, residing at 1/B-4, FL-A, FL-AFL-A, Balaram Apartment, 5 Th Floor, Baguipara, Aswininagar, Near 44C Bus Stand, PS-Baguiati, Dist North 24 Pgs, Pin-700059 , West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gautam Das as declared before the Notary Public at Kolkata , Dated 24/03/2026. Gautam Kumar Das and Gautam Das both are same and identical person

NAME CHANGE

I, Haradhon Mondal (old name) son of Rajen Mandal, residing at Dayabari, Ranaghat, Nadia – 741256, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Haradhan Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavil Sl No. 24, dated 13/02/2026. Haradhon Mondal (old name) and Haradhan Mandal (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tanu Rajak (old name) wife of Sk. Md. Haidar Ali, residing at 3, Roshan Gulzar Lane, P.S – Howrah, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk. Hadiya Haidar (new name) as sworn before the Ld. 1 st Class Executive Magistrate at Howrah vide affidavit no. 2/26 dated 02/02/2026. Tanu Rajak (old name) and Sk. Hadiya Haidar (new name) both are same and one identical person.

ফসল তোলার মুখে অকালবৃষ্টির ধাক্কা! কাটোয়ায় ধান, পেঁয়াজ, লঙ্কা সহ বিভিন্ন সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২৫ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় দু'দিন আগে হওয়া অকালবৃষ্টিতে কৃষিক্ষেত্রে নেমে

এসেছে ব্যাপক বিপর্যয়। জেলার কাটোয়া মহকুমার একাধিক গ্রামে চাষিরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তার মধ্যে কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের বাঁধমুড়ো গ্রামের পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। চাষিদের দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ বিঘা চাষযোগ্য জমি জলের তলায় ডুবে রয়েছে। এই জমিগুলিতে ধান, পেঁয়াজ, লঙ্কা সহ বিভিন্ন সবজি চাষ করা হয়েছিল। বিশেষ করে এই বছর পেঁয়াজের চাষ তুলনামূলক বেশি ছিল। কিন্তু ফসল ঘরে তোলার মুখেই অকালবৃষ্টির ধাক্কায় কার্যত সর্বনাশ হয়ে গেল। বর্তমানে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ এক হাঁটু জলে নেমে চাষিদের ফসল তুলতে হচ্ছে। অনেক কষ্টে জলে ডুবে থাকা ফসল উদ্ধার করে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁদের। ফলে উৎপাদিত ফসলের গুণগত মানও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় চাষিরা জানিয়েছেন, অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। কেউ আবার সোনা বন্ধক রেখে লোন নিয়ে চাষে বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এই অকালবৃষ্টির জেরে তাঁদের সব আশা কার্যত ভেস্তে চুরমার হয়ে গেছে। চাষিদের অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় প্রতি বছর বৃষ্টি হলেই একই সমস্যা দেখা দেয়। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ফোরে নদী ও ব্রহ্মাণী নদীর দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জলনিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জমিতে জল জমে যায় এবং বারবার প্লাবিত হয় ফসলের মাঠ। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকেও তেমনভাবে খোঁজখবর নেওয়া হয়নি বলে দাবি চাষিদের। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে সরকারের কাছে দ্রুত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জল নামলে তারপর পরিদর্শন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে। চাষিদের যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে।

'বাঁশি' হাতে বহরমপুর থেকে আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে নিয়ে দৌড় শুরু করতে চলেছেন হুমায়ুন

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ২৫ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির রাজনৈতিক দল এআইএমআইএম-এর নির্বাচনী জোট চূড়ান্ত হলো বুধবার। হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'বাঁশি' চিহ্নটি অনুমোদন করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১ এপ্রিল 'বাঁশি' হাতে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী দৌড় শুরু করতে চলেছেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুনের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট চূড়ান্ত করার জন্য মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় আসেন ওয়াইসি। এরপর রাতে দুই নেতার মধ্যে কলকাতার একটি হোটেলে দীর্ঘ বৈঠক হয়। বুধবার সকালে কলকাতায় এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন জানিয়েছেন- আগামী ১ এপ্রিল বহরমপুর থেকে তিনি নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সেদিন হুমায়ুনের সঙ্গে ওই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। ওই দিনই হুমায়ুন বহরমপুরে জেলাশাসকের অফিসে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন এবার 'বাঁশি' চিহ্ন নিয়ে রেজিনগর এবং নওদা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বর মাসে দল বিরোধী কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে রাজ্যের শাসক দল সাসপেন্ড করে। এরপরই হুমায়ুন কবীর নিজের নতুন রাজনৈতিক দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' তৈরি করেন। যদিও পরবর্তীকালে হুমায়ুনকে নিজের রাজনৈতিক দলের আগে 'আম' শব্দ বসাতে হয়। কারণ 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র রেজিস্ট্রেশন আগে থেকেই অন্য এক ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল। গত ২২ তারিখ হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে দলীয় কার্যালয় থেকে তাঁর দলের মোট ১৫৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন জানিয়েছিলেন- আগামী ২৫ তারিখ তিনি দলের ১৮২ জন প্রার্থীর নাম কলকাতা থেকে ঘোষণা করবেন। যদিও কলকাতায় অনুষ্ঠিত আজকের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন নতুন করে আর তাঁর দলের কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেননি। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মালদা জেলার কয়েকটি আসন নিয়ে এআইএমআইএম দলের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে হুমায়ুন কবীরের দলের শেষ মুহূর্তের আলোচনা চলছে। সেই কারণে আজকের যৌথ সম্মেলনে হুমায়ুন কবীর নতুন করে তাঁর নিজের দলের কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেননি। কয়েকটি আসন নিয়ে যে 'ছোট ভাইয়ের' সঙ্গে আলোচনা চলছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি জানিয়েছেন, আমাদের জোট চূড়ান্ত। ২-১ টা আসন নিয়ে আলোচনা চলছে। আগামীকালের মধ্যে সব চূান্ত হয়ে যাবে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলন হুমায়ুন জানান, আগামী ১ এপ্রিল বহরমপুরে এআইএমআইএম এবং 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র একটি যৌথ সভা হবে। সেই সভায় আসাদউদ্দিন ওয়াইসি নিজে উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি দুই শীর্ষ নেতার বৈঠকে ঠিক হয়েছে, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দুই দলের জোট প্রার্থীদের সমর্থনে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি কমপক্ষে কুড়িটি সভায় অংশগ্রহণ করবেন। এর পাশাপাশি আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দলের অন্য শীর্ষ নেতৃত্বরা সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ টি র‍্যালিতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দুঃ '৭৯ লক্ষ নাম বাদ', ক্ষমতায় এলে 'সব হিসাব হবে' হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পটাশপুর, ২৫ মার্চ ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে এবং ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি নাম বাদ গিয়েছে। এক জনসভা থেকে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ভোটার তালিকার বদ রক্ত বেরিয়ে গেছে। ব্রেকফাস্টে নাম বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ, লাঞ্চে নাম বাদ গেছে ৬০ লক্ষ, এখনও ডিনার হয়নি। বিকেলে চা খেতে খেতে চলে গেছে ১৪ লাখ। এখনও পর্যন্ত বাদ গিয়েছে ৭৯ লক্ষের নাম। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দাবি করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। তাঁর বক্তব্য, ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি ১৭৭টির কম আসন পাবে না এবং রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে। পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার প্রতিটি ঘটনার হিসাব নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, সবকা হিসাব হোগা। এদিন তিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তীব্র আক্রমণ করেন। শুভেন্দুর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর হতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, বিশ্বকর্মা প্রকল্প চালু করতে দেওয়া হয়নি এবং উজ্জ্বলা প্রকল্প থেকেও বহু মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগও তোলেন তিনি। একইসঙ্গে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে একাধিক প্রতিশ্রুতিও দেন বিরোধী দলনেতা। তিনি জানান, যাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সেই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এছাড়া যেসব কর্মী জেল খেটেছেন, তাঁদের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে 'সংগ্রামী ভাতা' দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারীর এই ধারাবাহিক আক্রমণ ও দাবি- দাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এখন দেখার, ভোটার তালিকা ইস্যুতে এই বক্তব্য কতটা প্রভাব ফেলে নির্বাচনী রাজনীতিতে।

ভোটের প্রচারে আলিপুরদুয়ারে 'ভিলেন' বৃষ্টি! মাথায় হাত প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই চিন্তা বাড়ছে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের। এই সময় যত জনসংযোগ বাড়বে তত ভোট ব্যাঙ্ক পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অকাল বর্ষণ চিন্তা বাড়িয়েছে প্রতিটি প্রার্থীর। ভোটের দিন এগিয়ে আসলেও জমছে না প্রচার। ভোর থেকে শুরু হয়ে বিকেল পর্যন্ত এক টানা বৃষ্টি। এই বৃষ্টির কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি বাতিল হয়েছে। প্রচারে চমক আনতে পারছেন না কোনও দলের প্রার্থী। বৃষ্টি কম কবে হবে? এই আশায় দিন গুনছেন প্রতিটি প্রার্থী। যদিও আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত জেলায় ঝড়, বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যেই কিছু প্রার্থীকে দেখা যাচ্ছে একা রেইনকোট গায়ে চাপিয়ে, মাথায় ছাতা নিয়ে প্রচার করছেন। তবে বেশি দূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এইভাবে। বেশি বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর, সর্দির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। নির্বাচনের এই মুহূর্তে অসুস্থ হতেও রাজি নন কেউ।বৃষ্টি থামলে বিকেল করে যতটা প্রচার সম্ভব হচ্ছে তত টুকুতে নিজের সবটা দিচ্ছেন প্রার্থীরা। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে সবচাইতে বেশি বৃষ্টি প্রবণ এলাকা কালচিনি ব্লক। এই বিধানসভার প্রার্থীরা আরও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। চা বাগান বেশি এই বিধানসভাতে। চা বাগানে প্রচার চালানোর সঠিক সময় সকালবেলা। কারণ এই সময় সব শ্রমিকদের একসঙ্গে পাওয়া যায়। সকালের বৃষ্টি সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিচ্ছে। এই বিষয়ে কালচিনি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাও জানান, সমস্যা হচ্ছে এটা সত্যি। কর্মীরা আসতে পারছেন না। তবুও বাড়ির সামনাসামনি চা বাগান আছে তাই নিজেই যাচ্ছি।

চাঁচল বিধানসভায় প্রচারের ঝড় তুলেছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী আনোয়ারুল হক, আশার আলো দেখছে দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ মার্চ ঃ কখনও গ্রামে, কখনও বাজারে আবার কখনও চাষের জমিতে। ভোটের ময়দানে একটানা জনসংযোগ চালিয়ে চাঁচল বিধানসভায় প্রচারের ঝড় তুলেছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী আনোয়ারুল হক। প্রায় দেড় দশক পর এই কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী দেওয়াকে ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছে দল। নির্বাচনের আগে তাঁর সক্রিয় প্রচার ঘিরে এলাকায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, পাশাপাশি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে নতুন উদ্দীপনা। এদিন মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম, বাজার ও চাষের জমি এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ করেন আনোয়ারুল হক। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা শোনেন এবং দলের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি। প্রার্থীর দাবি, এই প্রচারে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলছে। আনোয়ারুল হক বলেন, প্রায় পনেরো বছর পর চাঁচল কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী দেওয়ায় সংগঠনে নতুন প্রাণ ফিরে এসেছে। বহু পুরনো কর্মী, যারা দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন, তাঁরাও আবার মাঠে নেমে পড়েছেন। ফলে গ্রাম থেকে বাজার সব জায়গাতেই লাল ঝান্ডার উপস্থিতি বাড়ছে। এদিনের প্রচারে

তিনি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কাটমানি এবং ভাতা নির্ভর রাজনীতির অভিযোগ তুলে সরব হন। তাঁর কথায়, আমরা অনেক আগেই প্রচার শুরু করেছি। মকদমপুরের বিভিন্ন বুথে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা এবং একাধিক দুর্নীতিই আমাদের প্রচারের মূল ইস্যু। সাধারণ মানুষ নিজেরাই তাঁদের অসন্তোষের কথা জানাচ্ছেন এবং আমাদের সমর্থন করছেন। তিনি আরও জানান, নির্বাচনে জয়ী হলে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের উপরই জোর দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে, দীর্ঘদিন পর সংগঠনের পুনরুজ্জীবন এবং জোরকদমে প্রচারের জেরে চাঁচল বিধানসভায় সিপিআই(এম)-এর লড়াই নতুন করে জমে উঠেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আরজি করে লিফট বিপর্যয়ের রেশ! নড়েচড়ে বসল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ ঃ রোগী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। হাসপাতাল চত্বরে লিফট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে লিফট অপারেটর ও নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য আয়োজন করা হল বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সম্প্রতি আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে লিফট অপারেটরদের পাশাপাশি নিরাপত্তাকর্মীরাও অংশ নেন। মূলত, লিফটে কেউ আটকে পালে কীভাবে দ্রুত এবং নিরাপদে উদ্ধার করতে হবে, সেই বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি জরুরি অবস্থায় কীভাবে সঠিকভাবে যোগাযোগ রাখতে হবে, তা নিয়েও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়। এই প্রশিক্ষণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ও তুলে ধরা হয়। যেমন-লিফট হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে অযথা সব বোতাম না চেপে শান্ত থাকা, ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম বা কল বটন ব্যবহার করা, জোর করে দরজা খোলার চেষ্টা না করা এবং লিফটের ভেতরে আতঙ্ক ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। একইভাবে উদ্ধারকারী দলকে দ্রুত খবর দেওয়া এবং সঠিক পদ্ধতিতে উদ্ধার কাজ চালানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই ধরনের প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্যই হল যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে আতঙ্ক না ছড়িয়ে দ্রুত ও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের কর্মীদের সবসময় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। পিডব্লিউডি বিভাগের সহযোগিতায় এই মহড়ার মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির অনুকরণও করা হয়। কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে চালানো হবে, যাতে হাসপাতালের প্রতিটি পরিষেবা আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই এখন হাসপাতাল প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

ভারতীয় হস্তকলা উৎসব ২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ ২৬ - ২৯ মার্চ ২০২৬ খাঁটি ভারতীয় জিআই-চিহ্নিত হস্তশিল্পের উদযাপন, যা শাশ্বত ঐতিহ্য এবং জীবন্ত পরম্পরাকে তুলে ধরে ২৩ মার্চ ২০২৬, কলকাতা এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল ফর হ্যান্ডিক্রাফটস (EPCH) কলকাতার অ্যাক্রোপলিস মলে ২৬ থেকে ২৯ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ভারতীয় হস্তকলা উৎসব ২০২৬-এর আয়োজন করছে। এই অনুষ্ঠানটি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই)- চিহ্নিত হস্তশিল্পকে উদ্‌যাপন ও প্রচার করার জন্য একটি বিশেষ জাতীয় মঞ্চ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ভারতের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং জিআই পণ্যের সাথে জড়িত গল্পগুলি সম্পর্কে বৃহত্তর জনসচেতনতা তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানটি একটি প্রদর্শনী- কাম- বিক্রয় মঞ্চ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে, যা দর্শকদের খাঁটি ভারতীয় হস্তনির্মিত পণ্য অন্বেষণ এবং ক্রয় করার একটি চমকার সুযোগ দেবে। এই মহোৎসবে সারা দেশ থেকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) ট্যাগযুক্ত হস্তশিল্পের এক বিশেষ সংগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) ট্যাগ হলো এক প্রকার মেধাস্বত্ব, যা কোনো পণ্যকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করে, যেখানে পণ্যটির কোনো বিশেষ গুণ, সুনাম বা বৈশিষ্ট্য মূলত তার ভৌগোলিক উপত্তির কারণেই হয়ে থাকে। এক্সপোর আগে EPCH -র চেয়ারম্যান ডঃ নীরজ খান্না বলেন, ভারতীয় হস্তকলা উৎসব ২০২৬ হলো ভারতের খাঁটি, স্থান-ভিত্তিক কারুশিল্পের এক উদযাপন, যেখানে প্রতিটি জিআই পণ্য তার অঞ্চলের পরিচয়, সম্প্রদায়ের দক্ষতা এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে। জিআই কারিগর এবং পুরস্কার বিজয়ী কারুশিল্পীদের কলকাতার মতো একটি জনবহুল মঞ্চে নিয়ে আসার মাধ্যমে, আমরা আরও শক্তিশালী সচেতনতা, ব্যাপক প্রশংসা এবং সরাসরি বাজার সংযোগ তৈরি করতে চাই, যা কারিগরদের জীবনযাত্রাকে সমর্থন করবে।

বহরমপুরে কংগ্রেস কর্মীর উপরে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মার্চ ঃ বহরমপুরে কংগ্রেস কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে কংগ্রেস কর্মী জিতেন সাহার উপর হামলার ঘটনায় সরাসরি অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল প্রার্থী নারু গোপাল মুখার্জি-র বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে বহরমপুরের ১১ নম্বরে ওয়ার্ড-এর বাসিন্দা কংগ্রেস কর্মী জিতেন সাহা নিজের বাড়ির কাছে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন। সেই সময় আচমকাই সেখানে হাজির হন নারু গোপাল মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও ২০ জন। অভিযোগ, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই জিতেন সাহার উপর হামলা চালানো হয়েছে। হামলার পাশাপাশি তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসে থাকলে তাঁর ও ছেলেকে মাদক সংক্রান্ত মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। ওই ঘটনার পর জিতেন সাহার পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী-র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জিতেন সাহার বাড়িতে পৌঁছে তাঁর খোঁজখবর নেয়। দলের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ওই ঘটনাকে ঘিরে বহরমপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে শ্রীমতী ঝুমা কর্মকার, স্বামী- শ্রী রোহিত কর্মকার, সাকিম ও পোঃ - কেশিয়াকোল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া সামীল ২৩৩ নং থানাওয়ার বিশিষ্ট মিথিলা মৌজার হাল এল আর মাপে ৫৫৯ নং খতিয়ানে লিখিত সাবেক ও হাল ৩৪৪ দাগে ০.০২৩৮৫ একর জমিন দেবীপ্রসাদ কুচলাল পিতা রামগোবিন্দ কুচলান, সাকিম পোঃ ও থানা -বিষ্ণুপুর জেলা -বাঁকুড়া এর নিকট বাঁকুড়া এ ডি এস আর অফিসের রেজিঃ কৃত ১ নং বহির ০১০২০০৯৫৭ / ২০২৬ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতার পক্ষে বাঁকুড়া ডি এস আর অফিসের ৪ নং বহির ০১০১০০১৬৭ / ২০১৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী দিলীপ মল্ল পিতা নারান মল্ল সাকিম ও পোঃ - কেশিয়াকোল থানা ও জেলা -বাঁকুড়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল & এল আর ও বাঁকুড়া ২ নং অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।

PALLAB KUMAR MUKHERJEE
Advocate
Bankura District and Sessions Judges' Court
Enrolment No.- F/3614/4240/2023

GENERAL POWER OF ATTORN NOTICE

SRI GOUR HAZRA ,SRI BILLADAL HAZRA,SRI ASHOK HAZRA, S/O LT SUBARNA HAZRA,SMT FELA BALA HAZRA,W/O SRI GOUR HAZRA,SMT MAYA HAZRA,W/O SRI BILLADAL HAZRA,SMT ANGURBALA HAZRAW/O ASHOK HAZRA,SMT PARBATI HAZRA, W/O LT DHANANJOY HAZRA,SMT SIBANI HAZRAW/O SRI BANSI HAZRA, TO SELL 43 SATAK ALSO REGISTRED POWER DEED NO 431, YEAR 2002, PAGE 140 TO 147,VOL -7, A,D.S.R, HOWRAH) SRI BAMSI HAZRA S/O LT SUBARNA HAZRA, AS POWER OF ATTORNEY , TO SELL 1KATA 8 CHATAK 5SQF ALSO (REGISTRED DEED NO 5917, BOOK NO-1, A,D,S,R, HOWRAH) AND VENDOR SMT RUBI DEVI, W/O SRI BINOD KUMAR CHOBEY,AND PURECHASER SMT BABI SHAW,W/O MONOHAR SHAW, REGISTRED SELL DEED NO-01458, A D S R ,HOWRAH ,VOLUME NO 06, PAGE 3812 TO 3825, FOR THE YEAR 20/03/2009,DIST HOWRAH , BLOCK , BALLY JAGACHA, MOUZA, CHAKPARA, JL NO -111 ,P.S LILUAH LR DAG 703 LR KHATIAN 1112, IF THERE IS ANY OBJECTION KINDLY CONTACT TO THE BL&LRO BALLY JAGACHA HOWRAH WITHIN 30 DAYS FROM DATE OF ADVERTISEMENT

কেশিয়াড়িতে দিনেদুপুরে ছাত্রীর ব্যাগ ছিনতাই, এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৫ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানা এলাকায় বুধবার প্রকাশ্য দিবালোকে এক স্কুলছাত্রীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কেশিয়াড়ির গ্যারাজ পাড়া এলাকায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অনুস্কা গিরি বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ টিউশন পড়ার উদ্দেশ্যে কেশিয়াড়ি বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বেলদার দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলে সওয়ার দুই অজ্ঞাতপরিচয় যুবক আচমকা তার পথ আটকায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছাত্রীর সাইকেলের ঝুড়িতে রাখা ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত গতিতে চম্পট দেয় তারা। আচমকা ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ওই ছাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দিনেদুপুরে এমন ঘটনায় ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঐতিহ্যের রীতি মেনে অন্নপূর্ণার আরাধনায় মেতে উঠল বালুরঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৫ মার্চ ঃ বালুরঘাটের বাসন্তী বাগান এলাকার ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজো অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন বাসন্তী পুজো। প্রতি বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কুমারী পুজা ও দেবীর বিশেষ ভোগ নিবেদনের মাধ্যমে দেবীর আরাধনা করা হয়। বাসন্তী বাগানের বাসন্তী পুজো এলাকাবাসীর কাছে একাট বড় আকর্ষণ। এই পুজোর নাম থেকেই এলাকাটির নাম হয়েছে 'বাসন্তী বাগান'। মহাষষ্ঠীর দিন ধুমধাম করে শুরু হল বালুরঘাট বাসন্তী বাগানের ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজো। এবছর এই পুজো পদার্পণ করল ৭৪'তম বর্ষে। ১৯৫৩ সালে শুরু হওয়া এই পুজো বালুরঘাটের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবারের মতো এবছরও অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। দেবী দুর্গার আদি রূপ বাসন্তী দেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত সনাতনী রীতি মেনে দেবীর আরাধনা করা হয়। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, এর ঐতিহ্যবাহী রীতি ও স্থানীয় মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ। এটি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং বালুরঘাটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। পুজোর প্রতিটা দিন মণ্ডপে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। ঢাকের বাদ্যিতে মুখরিত হয় গোটা এলাকা। চিরাচরিত রীতির মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় এই উৎসব।

চাঁচলে বাংলা-বিহার সীমানায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ মার্চ ঃ ভোটের মুখে বাংলা-বিহার সীমানায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচলের নলকুঠিয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম অমিতকুমার সাহা, গণেশ মহালদার, সুখদেব সাহা, মহম্মদ রিয়াজুল এবং মহম্মদ আমান। তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহারে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, দুটি পাইপগান এবং পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। নাকা চেকিংয়ের সময় ধৃতদের পুলিশ গ্রেফতার করে। আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে ধৃতেরা বিহার থেকে এই রাজ্যে আসার চেষ্টা করছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর, অবরোধ ধূপগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ ঃ ধূপগুড়ি থেকে ময়নাগুড়িগামী জাতীয় সড়কে বুধবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন বছরের একটি শিশুর। ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত জলঢাকা সেতু সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, বাবার সঙ্গে সাইকেলে করে যাচ্ছিল সে। পথেই একটি গাড়ি ধাক্কা মারে সাইকেলে। ঘটনায় জখম হয়েছেন শিশুটির বাবাও। এই ঘটনার পরে উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশবাহিনী।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং খোলা হবে ১২:০০ টায়: **ক্র.নং; টেন্ডার নোটিশ নম্বর; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ও ইএমডি** যথাক্রমে: **(১); এসটি-ওটি-সিসিটিভি-এলসিগেট_কেজিপি তারিখ-২৩.০৩.২০২৬;** কাজের এসএন্ডটি অংশ (১) খড়গপুর ডিভিশনে ১০,০০০-এর কম টিভিইউ বিশিষ্ট ১০৩টি মানবচালিত নন-ইন্টারলকড এলসি গেটে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন এবং (২) খড়গপুর বিভাগে ০৮টি বিশেষ শ্রেণির মানবচালিত এলসি গেটে মেয়াদোত্তীর্ণ সিসিটিভি সিস্টেম প্রতিস্থাপন ; ₹ ৩,৫০,০৪,৬৫৭.৯৩; ₹ ৩,২৫,০০০.০০। **(২); এসটি-ওটি-ইয়ার্ড-সিসিটিভি-কেজিপি-পিএইচ_আই তারিখ-২৩.০৩.২০২৬;** খড়গপুর ডিভিশনের ৯টি স্টেশনে ফেজ-১-এ ইয়ার্ড সিসিটিভি নজরদারি সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কমিশনিং; ₹ ২,৩৫,৯৮,৯৪৯.৬৩; ₹ ২,৬৮,০০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য (ক্র.নং ১ ও ২ এর জন্য); **খোলার তারিখ:** ১৬/০৪/২০২৬ (ক্র.নং ১ ও ২ এর জন্য); **সমাপ্তির সময়কাল:** ১৮ মাস (ক্র.নং ১ এর জন্য) ও ১৫ মাস (ক্র.নং ২ এর জন্য)। **জমা দেওয়ার তারিখ:** ১৬/০৪/২০২৬ তারিখ ১২ টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। (PR-1344)

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/১৬_২০২৬/কে/১৮৬৬, তারিখঃ ১৯-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ১৬_২০২৬; **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনে নিউ জলপাইগুড়িতে অফিসার্স রেস্ট হাউস কাঞ্চনজংঘা-এ ইলেকট্রিক্যাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৭,৩৭,৮৯৪/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১,১৪,৮০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
E-TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : NIT-731, Dated- 25.03.26 01 NOS OF WORKS (fund-ELECTION)
SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

গরম পড়তেই জলের সমস্যা তীব্র হতে শুরু করেছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৫ মার্চ ঃ গরম পড়তেই জলের সমস্যা তীব্র হতে শুরু করেছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায়। অথচ কথা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হবে জল প্রকল্পের কাজ। কিন্তু আরও একটি বছর অতিক্রান্ত সেই কাজ শেষ হল না এখনও। তবে বিগত বছরগুলিতে সমস্যা সমাধানের জন্য পানীয় জলের গাড়ি পাঠানো হত। এবছর এখনও সেই জলের গাড়ির দেখা নেই। অপরদিকে

একের পর এক নলকূপ খারাপ হতে শুরু করেছে। ট্যাপ গুলিও অকেজো। ফলে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। যদিও স্থানীয়রা জল প্রকল্প নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই প্রকল্প শেষ হলে তবেই সমস্যার হাত থেকে বাঁচবেন তাঁরা। চাষের জন্যও জল নেই ফলে সমস্যা থেকেই গেছে। গত বছর তীব্র গরমে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে হেল্পলাইন নম্বর ছিল। ছিল কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি)। কোথাও জল সরবরাহে বিঘ্ন হওয়ার খবর এলেই ব্লক স্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং অপারেটরদের নিয়ে গঠিত এই কিউআরটি সেখানে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্য নিয়েছিল।

মাঠে- ময়দানে প্রচারের পাশাপাশি সরগরম হয়ে উঠেছে ডিজিটাল প্রিন্টিং ছাপাখানাগুলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৫ মার্চ ঃ ভোটের মরশুম মানেই রাজনীতির উত্তাপ তুঙ্গে। মাঠে- ময়দানে প্রচারের পাশাপাশি সমান তালে সরগরম হয়ে উঠেছে ডিজিটাল প্রিন্টিং ছাপাখানাগুলিও। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার এখন ডিজিটাল ফ্লেক্স ও ব্যানার। ফলে ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই কাজের চাপে দম ফেলার ফুরসত নেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকায় একাধিক ডিজিটাল প্রিন্টিং ছাপাখানায় এখন কার্যত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। সকাল থেকে গভীর রাত, কখনও বা ভোর পর্যন্ত চলছে মেশিনের শব্দ। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই কর্মীদের। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ছবি, প্রতীক ও স্লোগান দিয়ে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ব্যানার ও ফ্লেক্স। যা পরে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে শহরের অলিতে- গলিতে। ডিজিটাল প্রিন্টিং এখন ভোট প্রচারের এক অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রঙিন, বড় আকারের এবং চোখে পড়ার মতো এই ফ্লেক্স ব্যানার সহজেই মানুষের নজর কাড়ে। ফলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই প্রচারের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম থেকে শুরু করে SUCI প্রতিটি দলের অর্ডারেই এখন ব্যস্ত ছাপাখানাগুলি। জয়নগরের এক ছাপাখানার মালিক জানালেন, কাজের চাপ বাড়লেও লাভের অঙ্কটা ততটা সুখকর নয়।

বাংলাদেশ দলে ফিরতে চলেছেন সাকিব?

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৫ মার্চঃ শাকিব আল হাসানকে আবার বাংলাদেশ দলে দেখতে চান হাবিবুল বাশার। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন নির্বাচক প্রধান হয়েছেন বাশার। আর দায়িত্ব নিয়েই তিনি শাকিবকে দলে ফেরাতে চান। বাশার চান, ২০২৭ বিশ্বকাপ অবধি শাকিব বাংলাদেশের হয়ে খেলুন। হাসিনা সরকারের আমলে আওয়ামি লিগের সাংসদ ছিলেন শাকিব। কিন্তু তার উপর একাধিক অভিযোগ তুলেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। ২০২৪ থেকেই আমেরিকায় থাকেন শাকিব। দেশের হয়ে আর খেলা হয়নি। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। বাংলাদেশে নতুন সরকার এসেছে। সেই সরকার এসেই হাবিবুল বাশারকে বিসিবি'র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছে। আর এরপরেই শাকিবের দলে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ রয়েছে বাংলাদেশের। সেই সিরিজে হয়ত শাকিবের ফেরা হবে না। কারণ হাতে সময় নেই। বাশারের কথায়, ''নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে আমাদের হাতে সত্যিই আর সময় নেই। শাকিব এই মুহূর্তে খেলার মতো অবস্থায় আছে কিনা সেটাও জানি না। আর শাকিব আজ এসেই কাল মেঠে নেমে পড়বে এই পরিস্থিতিও নেই।''

বিক্রি হয়ে গেল রাজস্থান, ৪৫০ কোটি ওয়ার্নের পরিবারকে!

সংবাদ সংস্থা, জয়পুর, ২৫ মার্চঃ আইপিএল শুরুর আগেই এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল গতকাল। একই দিনে বিক্রি হয়ে গেল দুই আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও রাজস্থান রয়্যালস। দুই দলের সম্মিলিত অর্থ প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা। এই খবর প্রকাশ হওয়ার পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্রীড়াজগতে। আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিল, ১৬ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হবে আরসিবি। এবার জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে রাজস্থান রয়্যালসকে কিনে নিল আমেরিকার ব্যবসায়ী কার্ল সোমনির কোম্পানির কনসোর্টিয়াম। অন্যদিকে, আরসিবির মালিক হলেন বিড়লারা। এদিন জানা যায়, প্রায় ১৬৩ কোটি ডলারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে রাজস্থান। রাজস্থানের নতুন মালিক কার্ল সোমনির কনসোর্টিয়াম। রাতেই শোনা যায়, অন্য একটি কনসোর্টিয়াম কিনে নিয়েছে আরসিবিকে। প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্য খরচ করেছে তারা। অর্থাৎ, দুই দলের মোট দাম ৩২ হাজার কোটি। এরফলেই বোঝা যাচ্ছে, আইপিএলের প্রভাব বিশ্ববাজারে কতটা। এই খবর দেখে স্তম্ভিত ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এই বিক্রিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আইপিএল শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালে। সেই সময় রাজস্থান রয়্যালস দলের দাম ছিল প্রায় ৩২০ কোটি টাকা ও আরসিবি ছিল প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। অথচ, এখন দুই দলের দাম ১০ হাজার কোটি

টাকারও বেশি। আইপিএল ইতিহাসে সর্বপ্রথম বল খেলেছিলেন সৌরভ। তিনি বলছেন, ''আইপিএলে প্রথম বলটা আমিই খেলেছিলাম। সেখান থেকে আজ আইপিএল যে পর্যায়ে এসেছে, ভাবাই যায় না! ১২ মাসের মধ্যে আড়াই মাস এই প্রতিযোগিতা হয়। আমার মনে হয়, আইপিএল নিঃসন্দেহে এনবিএ-কে টেক্কা দিতে পারবে।'' সৌরভের কথায়, ''এই লিগের অর্থ লেনদেনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও।'' রাজস্থান বিক্রি হয়ে যাওয়ার ফলে বড় অঙ্কের মূল্য পেতে চলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও রাজস্থান দলের ক্যাপ্টেন শেন ওয়ার্ন। ২০২২ সালে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এই বিশাল অর্থমূল্য পাবে তাঁর পরিবার। ২০০৮ সালে প্রথম বছর ওয়ার্ন অধিনায়ক ছিলেন রাজস্থানের। এর পাশাপাশি তিনি সামলাতেন দলের অন্য দায়িত্বও। ফলত, তিনি চুক্তিতে একটি শর্ত রেখেছিলেন। যত বছর তিনি খেলবেন, তত বছর ০.৭৫ শতাংশ মালিকানা পাবেন তিনি। এই কারণেই, ওয়ার্নের পরিবার পেতে চলেছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। কার্ল সোমনির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম প্রায় ১.৬৩ কোটি ডলারের প্রস্তাব দিয়েছিল রাজস্থানকে। সেই অফার গ্রহণ করেছে তাঁরা। অন্যদিকে, কুমার মঙ্গলম বিড়লার মালিকানাধীন আদিত্য বিড়লা কোম্পানির কনসোর্টিয়াম আরসিবির মালিকানা পেল। বিড়লারা ছাড়াও রয়েছে টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ব্ল্যাকস্টোন ও বোল্ট ভেঞ্চারস্। কাল সোমনির কনসোর্টিয়ামে রয়েছেন ওয়ালমার্টের মালিক রব ওয়ালটন। ২০২১ সালেও এই সোমনি রাজস্থান রয়্যালস দলে বিনিয়োগ করেছিলেন।

আগুন ঝরাচ্ছেন নেটে, ইয়র্কারে ওড়াচ্ছেন স্টাম্প

সামির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এলএসজি কোচ ল্যাঙ্গার

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৫ মার্চঃ ভারতের জাতীয় দলে ব্রাত্য অনেকদিন। তবুও হাল ছাড়েননি মহম্মদ সামি। রঞ্জি থেকে বিজয় হাজারে ট্রফি, বাংলার হয়ে দাপট দেখিয়েছেন সব ফর্ম্যাটেই। তার পরেও ফিরে তাকাননি জাতীয় দলের নির্বাচকরা। তবুও নিজেকে প্রমাণের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সামি। এ বার চ্যালেঞ্জ আসন্ন আইপিএল। তার আগেই ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিলেন বাংলার পেসার। নেটে আগুনে বোলিংয়ে ছিটকে দিলেন স্টাম্প। যা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ লখনৌ সুপার জায়ান্টসের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। কী বললেন সামিকে? ৩৫ বছর বয়সি এই পেসার রয়েছেন দুরন্ত ছন্দে। বল হাতে নিয়ে চেনা রান-আপে আগুন ঝরাচ্ছেন এলএসজি-র নেটে। নিখুঁত ইয়র্কারে বারবার ছিটকে দিচ্ছেন স্টাম্প। নিজেকে প্রমাণের অদম্য ইচ্ছা প্রবল এখনও।

সেটাই ফুটে উঠল অনুশীলনে। যা দেখে মুগ্ধ কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। আলাদা করে সামির প্রশংসা শোনা গেল তাঁর মুখে। বললেন, ''তোমার ইয়র্কার... বিশেষত ওই ইয়র্কারটা নজরকাড়া ছিল।'' হাততালি দিয়ে ওঠেন দলের বাকি ক্রিকেটাররা। তবে বিশেষ উচ্ছ্বাস দেখাননি সামি। এই ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় লখনৌ সুপার জায়ান্টসের পক্ষ থেকে। সেখানে দেখা যায় সামির ওই বিশেষ ইয়র্কারের ফুটেজ। লখনৌ সুপার জায়ান্টস দলের বোলিং কোচ হয়েছেন ভরত অরুণ। এর আগে ভারতের জাতীয় দল ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এ বার এলএসজি-তে যোগ দিয়েছেন তিনি। সামিকে নিয়ে মুখ খুললেন তিনিও। বললেন, ''সামির সঙ্গে আমার সম্পর্ক দারুণ। ভারতীয় দলে একসঙ্গে সাত বছর কাটিয়েছি। আমি জানি, সামি দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এখনও বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার ও।'' শুধু সামিই নন, আইপিএল-এ লখনৌয়ের বোলিং অ্যাটাক বেশ শক্তিশালী। দলে আছেন আনরিখ নোকিয়া, মায়াঙ্ক যাদব, অর্জুন তেন্ডুলকর, আবেশ খানরা। তবে বেশি নজর থাকবে ৩৫ বছরের সামির দিকেই।

নজর কাড়ছেন অস্কার ব্রুজো, কবে থেকে অনুশীলন শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ অন্যান্য মরসুম গুলির তুলনায় এবার যথেষ্ট দাপটের সাথে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ থেকে শুরু করে আইএফএ শিল্ড হোক কিংবা সুপার কাপ। প্রায় প্রতিটি টুর্নামেন্টেই নজরকাড়া ফুটবল খেলতে দেখা গিয়েছিল অস্কার ব্রুজোর ছেলেদের। যদিও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি এখনও পর্যন্ত। ডুরান্ড সেমিফাইনাল পরাজিত হওয়ার পর আইএফএ শিল্ড সহ সুপার কাপের ফাইনালে উঠে ও কাজের কাজ কিছুই করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে আটকে যেতে হয়েছিল ময়দানের এই প্রধানকে। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার দেশের প্রথম ডিভিশন লিগে চূড়ান্ত সাফল্য পেতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। এক্ষেত্রে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের পাশাপাশি স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় আসলেও পরবর্তীতে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ধাক্কা খেতে হয়েছিল সৌভিক চক্রবর্তীদের। তারপর এফসি গোয়ার পাশাপাশি কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে আসেনি জয়। পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল মশাল ব্রিগেডদের। সেই ধাক্কা কাটিয়ে গত ম্যাচে পড়শী ক্লাব তথা মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে বিরাট বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইউসেফ ইজ্জেজারিরা। বলাবাহুল্য, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে যা অন্যতম। হিসাব অনুযায়ী এফসি গোয়ার পর ইস্টবেঙ্গল হয়তো একমাত্র দল যারা সাতটি গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। এমন অভূতপূর্ব পারফরম্যান্সের দরুন এবার ও ট্রান্সফার মার্কেটের সপ্তাহের সেরা কোচ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অস্কার ব্রুজো। এই প্রসঙ্গে নিজের সোশ্যাল সাইটে তিনি বলেন, ''মাত্র ৬টি ম্যাচডে-র মধ্যে তৃতীয়বারের মতো 'সপ্তাহের সেরা কোচ' নির্বাচিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। এই স্বীকৃতি আমাদের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং দলের নিরলস পরিশ্রমেরই প্রতিফলন। আমরা সত্যিই অসাধারণ কিছু গড়ে তুলছি। আমরা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই।'' আপাতত বিরতি। শোনা যাচ্ছে, আগামী সোমবার থেকেই ফের অনুশীলন শুরু করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল। আসন্ন ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে নিজেদের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইবেন অস্কার।

মেসির ১০০০ গোল করতে কত দিন লাগবে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের মরসুমে অন্য রকম এক গণনার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে ফুটবলপ্রেমীদের। তাঁরা দুজন একটি করে গোল করেন আর ভক্তরাও একটি করে সংখ্যা যোগ করেন। হাজার গোল হতে আর কত দেরি? লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্তদের মধ্যে এ নিয়ে অলিখিত এক প্রতিযোগিতাও চলছে। কে সবার আগে পৌঁছাবেন হাজার গোলের মঞ্চে? পরিসংখ্যানে আপাতত রোনাল্ডোই এগিয়ে। ক্যারিয়ারে ১ হাজার ৩১২টি ম্যাচে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা ৯৬৫। হাজার গোলের দেখা পেতে চাই আর মাত্র ৩৫ গোল। ১ হাজার ১৪৩ ম্যাচে মেসির গোলসংখ্যা ৯০১। আর ৯৯ গোল চাই মেসির। স্বাভাবিকভাবেই একটি আনুমানিক হিসাব-নিকাশ এখন চলছে- রোনাল্ডো হাজার গোলের দেখা পেতে পারেন কবে? একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মেসিকে ঘিরেও। কারও কারও হিসাবে ২০২৬ সালের শেষ দিকে কিংবা ২০২৭ সালের শুরুতে রোনাল্ডো এই মাইলফলকের দেখা পেতে পারেন। এই হিসাব করা হয়েছে ক্যারিয়ারে রোনাল্ডোর বছরপ্রতি প্রায় ৪০টি করে গোলের পরিসংখ্যান দেখে। পাশাপাশি রোনাল্ডের ৪১ বছর বয়সটাও মাথায় রাখতে হবে। বয়সের হিসাবে রোনাল্ডোর চেয়ে একটু সুবিধাজনক অবস্থানে ৩৮ বছর বয়সী মেসি। কারণ, বয়স কম মানে আরেকটু ভালো ফিটনেস এবং খেলার ধারও সেভাবে না কমা। তবে এই ব্যাপার সামনে কতটা প্রভাব

ফেলে দুজনের ওপর, তা সময় হলেই বোঝা যাবে। আপাতত মেসির আনুমানিক হিসাবটা করা যাক। মেসির ক্যারিয়ারে ম্যাচপ্রতি গড় গোল ০.৭৯টি। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলে যোগ দেওয়ার পর মেসির গোল করার হারে তাকানো যাক। সে বছরের জুলাই থেকে এমএলএস, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট এবং আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে মেসির ম্যাচপ্রতি গড় গোল ০.৮০। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি যদি এমন ফর্ম ধরে রাখতে পারেন এবং ক্লাব ও দেশের হয়ে বছরে গড়ে ৫০টি ম্যাচ খেলেন, তবে প্রতি মরসুমে তাঁর ঝুলিতে জমা হবে প্রায় ৪০টি করে গোল। পারফরম্যান্সের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে ১০০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে মেসির আরও প্রায় আড়াই বছর সময় লাগবে। সেই হিসাবে ২০২৮ সালের শেষ দিকে বা ২০২৯ সালের শুরুতে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের দেখা পেতে পারেন মেসি। এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামির সঙ্গে মেসির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর। তবে মেসি যদি খেলার সময় আরও বাড়ান কিংবা ২০২৬ বিশ্বকাপে অতিমানবীয় পারফরম্যান্স দেখান, তবে কাঙ্ক্ষিত এই লক্ষ্য আরও আগেই অর্জিত হতে পারে। ভুললে চলবে না, মাইলফলকটির দেখা পেতে মেসিকে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হবে শারীরিক ফিটনেস ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে বর্তমান ফর্ম ধরে রাখতে পারলে ৪১ বছর বয়সে নিজের ১০০০তম গোলটি উদযাপন করতে পারেন মেসি। মেসির ৯০১ গোলের সিংহভাগই এসেছে বার্সেলোনায় সোনালি সময়ে। কাতালান ক্লাবটির হয়ে ৭৭৮ ম্যাচে করেছেন ৬৭২ গোল। সেখানে ম্যাচপ্রতি তাঁর গোলগড় ০.৮৬। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সিতে মেসি ১৯৬ ম্যাচ খেলে ১১৫ গোল করেছেন মেসি, যেখানে ম্যাচপ্রতি তাঁর গোলগড় ০.৫৮। ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে মেসি ৩২ গোল করেছেন ৭৫ ম্যাচে। এই ক্লাবে তাঁর গোলগড় ০.৪৩। তবে এই বয়সেও ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি যেন আরও বিধ্বংসী। সেখানে ৯৪ ম্যাচে করেছেন ৮২ গোল-ম্যাচপ্রতি গোলগড় ০.৮৭। ফর্মের এ ধারটা ধরে রাখতে পারলে মেসির হাজার গোলের মাইলফলক ছোঁয়াটা মোটেও অবাস্তব কিছু নয়। বরং সেই মোহনীয় বাস্তবতা এগিয়ে আসছে দ্রুতই।

ক্রিকেট ছেড়েছিলেন মানসিক অবসাদে, সেই আর্যমানই এখন আরসিবির চেয়ারম্যান

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২৫ মার্চঃ অনেক গুঞ্জন আর সম্ভাবনার বেড়াজাল ডিঙিয়ে ১৬ হাজার কোটি টাকারও বেশিতে আরসিবি বিক্রি হল। কিনল আদিত্য বিড়লা গ্রুপের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম। সঙ্গী টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপ, ডেভিড ব্লিজারের বোল্ট ভেঞ্চার্স ও আমেরিকার বিনিয়োগ সংস্থা ব্ল্যাকস্টোন। ইউনাইটেড স্পিরিটসের থেকে আরসিবির পুরুষ ও মহিলা-দুই দলের ১০০ শতাংশ মালিকানা কিনে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে চূড়ান্ত, ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন আর্যমান বিড়লা। ২৮ বছরের এই তরুণ উদ্যোগপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লার ছেলে। কিন্তু পরিচয় শুধু শিল্পপতির পুত্র হিসেবে নয়। এর আগে নিজেও ক্রিকেটার ছিলেন আর্যমান! নয়া দায়িত্ব শুরুর লগ্নে পুরনো পরিচয় হঠাৎ করে সামনে চলে এসেছে। এক সময় চুটিয়ে মধ্যপ্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। বাঁ-হাতি ব্যাটার। ন'টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪১৪ রান। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বাংলার বিরুদ্ধে একটি সেঞ্চুরিও রয়েছে। চারটি লিস্ট-এ ম্যাচে করেছেন ৩৬ রান। আরসিবির বর্তমান অধিনায়ক রজত পাটিদার ও অলরাউন্ডার ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সহযোদ্ধা, ভাগ করে নিয়েছেন একই ড্রেসিংরুম। সেই বন্ধুত্ব এখন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। যখন ক্রিকেটার কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন, সেই সময় ২০১৮ সালের আইপিএল নিলামে আর্যমানকে ৩০ লক্ষ টাকায় কিনে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু একটি ম্যাচও খেলেননি। খুব একটা স্মরণীয় অধ্যায় নয়। ২০২০ মরসুমের আগে আর্যমানকে ছেড়ে দেয় রাজস্থান। রাজস্থান থেকে বিদায়ই কি হয়ে ওঠে বড় আঘাত? প্রশ্ন উঠবে। কারণ ঠিক এই সময় আর্যমান সরে দাঁড়ান সমস্ত ধরনের ক্রিকেট থেকে। জানান, গুরুতর মানসিক উদ্বেগে রয়েছেন। ফলে ময়দানে লড়াই চালানো অসম্ভব। ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'নিজেকে বন্দি লাগছে। এতদিন ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু এখন মনে করছি, সবকিছুর আগে মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার!' সেই বিরতি শেষ হয়নি। ক্রিকেটে ফেরেননি আর্যমান। পরিবর্তে যোগ দিয়েছেন আদিত্য বিড়লা ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনে, পরিচালক হিসেবে।

লিভারপুল অধ্যায় শেষ হচ্ছে কিংবদন্তি সালাহর

২ মিনিট ৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলেন মোহামেদ সালাহ। কোনো ক্যাপশন নেই সেখানে। হয়তো কিছু খুঁজে পেলেন না লেখার মতো। ভিডিওর শুরুতে দেখানো হলো তার গোল আর উদযাপনের দৃশ্য। গত মরসুমের গোল্ডেন বুট ট্রফি দেখানো হলো এক ঝলক। ট্রফি কেইসের সামনে একটি চেয়ারে তিনি বসলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থিতু হওয়ার চেষ্টা করলেন যেন। এরপর বললেন, ''হ্যালো এভ্রিওয়ান, দুর্ভাগ্যবশত, দিনটি চলেই এলো...''।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২৫ মার্চঃ এটুকু বলার পর আর কিছু না বলেও চলত। তবু তাকে তো বলতেই হতো। আবেগময় সেই ভিডিও বার্তায় বিদায়ের ঘোষণা দিলেন সালাহ। লিভারপুলের কিংবদন্তি, ক্লাবের ইতিহাসের সর্বকালের সেরাদের একজন, সমর্থকদের প্রিয় 'মিশরীয় রাজা', লাল জার্সির ঔজ্জ্বল্য ও গৌরবের প্রতীক, অনেক সাফল্যের নায়ক এই তারকা চলতি মরসুম শেষেই ছেড়ে যাবেন প্রিয় এই আঙিনা। গত মরসুম কেটেছিল তার স্বপ্নের মতো। এই মরসুম ঠিক উল্টো। বারবার হানা দিয়েছে দুঃস্বপ্ন। কোচের সঙ্গে টানাপোড়েন, ফর্মের অধারাহিকতা আর বিতর্ক মিলিয়ে বেশ জেরবার ছিলেন কিছুদিন। সম্প্রতি অবশ্য আবার ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু লিভাপুলের নিজের পথের শেষও দেখে ফেলেছেন এই পরিক্রমায়। ভিডিও বার্তায় শান্ত কণ্ঠে সেই ঘোষণা কিরেন সালাহ। ''দুর্ভাগ্যবশত, দিনটি চলেই এলো...। এটাই আমার বিদায়ের প্রথম পর্ব। এই মরসুমের শেষে আমি লিভারপুল ছাড়ছি। এটা বলে শুরু করতে চাই যে, কখনও কল্পনাও করতে পারিনি যে, এই ক্লাব, এই শহর, এখানকার মানুষেরা আমার জীবনের এতটা গভীরে মিশে যাবে। লিভারপুল শুধু একটি ফুটবল ক্লাব নয়, একটি আবেগ, একটি ইতিহাস, একটি চেতনা। যারা এই ক্লাবের অংশ নয়, তাদেরকে ভাষায় বোঝাতে পারব না এসব। আমরা জয় উদযাপন করেছি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রফিগুলো জিতেছি এবং আমাদের জীবনের কঠিনতম সময়ে আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি।'' ২০১৪ সালে চেলসির হয়ে ইংলিশ ফুটবলে পা পড়ে সালাহর। তবে সেখানে দুই বছরে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছেন সামান্যই। এর মধ্যে ধারে খেলেছেন ফিওরেন্তিনা ও রোমায়। পরে ২০১৬ সালে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতেই পাড়ি জমান রোমায়। সেই মরসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করে নজর কাড়েন তিনি, লিগে রানার্স আপ হয় রোমা। পরের ২০১৭ সালেই ক্লাবের রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে তাকে নিয়ে আসে লিভারপুল। লিভারপুলের প্রথম মিশরীয় ফুটবলার দ্রুতই হয়ে ওঠেন দলের অবিচ্ছেদ্দ অংশ এবং সমর্থকদের মধ্যমণি। অসাধারণ এক

বন্ধন ও পথচলার শুরু হয়। ক্লাবের হয়ে তিনি জিতেছেন দুটি প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ। ব্যক্তিগত স্বীকৃতি জিতেছেন অনেক। যখন অনেকেই মনে করছিলেন তার সেরা সময় পেছনে পড়ে গেছে, তখনই নিজের জাত আরেকবার চিনিয়েছেন গত মরসুমে। লিগে দলের শিরোপা জয়ের পথে ২৯ গোল করার পাশাপাশি সহায়তা করেছেন ১৮ গোলে। ৩৮ ম্যাচের লিগে গোল সম্পৃক্ততায় যা যৌথভাবে রেকর্ড। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এক মরসুমে কোনো এক ফুটবলারের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর মধ্যে জায়গা পেয়ে যায় এটি। প্রিমিয়ার লিগের মরসুম সেরা ফুটবলার, সর্বোচ্চ গোল করায় গোল্ডেন বুট ও সেরা প্লেমেকার, সব পুরস্কারই জিতে নেন তিনি। এক মরসুমে এই তিনটি স্বীকৃতি পাওয়ার নজির নেই আর কারও। তার নতুন চুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল ক্লাবের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত অসাধারণ পারফরম্যান্সের পথ ধরে দুই বছরের নতুন চুক্তিতে সই করেন গত এপ্রিলে। কিন্তু সেই মেয়াদ পূরণ হচ্ছে না। গত মরসুমের ধার তার খেলায় পাওয়া যাচ্ছিল না এবার। কোচ তাকে বেশ কিছু ম্যাচে রাখেননি শুরুর একাদশে। কোচের সঙ্গে তার মনোমালিন্য আর ক্লাবের সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। একপর্যায়ে তা প্রকাশ্য হয়ে ওঠে, যখন কোচকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সালাহ। তাকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। পরে তাকে স্কোয়াড থেকেই বাদ দেন কোচ আর্না স্লট। সালাহর অভিযোগের জবাবও দেন কোচ। সবকিছু মিলিয়ে বিতর্কের ঝড় বইতে থাকে। সময়ের সঙ্গে তা স্তিমিত হয়ে আসে। সালাহ আবার শুরুর একাদশে ফেরেন। ফর্মও ফিরে পান কিছুটা। মরসুমে ১০ গোল করার পাশাপাশি ৯টি গোলে সহায়তা করেন। সব মিলিয়ে ঝড় থেমে গিয়েছিল বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন বোঝা গেল, তার মনের ঝড় থামেনি। মরসুমের যদিও বেশি কিছুটা পথ এখনও বাকি। এখনই তার বিদায়ের ঘোষণার কারণ জানা গেল ক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে, সমর্থকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবশত, নিজের ভবিষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছতা আনতে যত দ্রুত সম্ভব এই ঘোষণাটি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সালাহ। লিভারপুলের হয়ে সব মিলিয়ে ৪৩৫ ম্যাচ খেলে ক্লাবের ইতিহাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৫৫ গোল করেছেন তিনি। প্রিমিয়ার লিগে এই ক্লাবের জার্সিতে ৯ মরসুমের ৪টিতেই জিতেছেন গোল্ডেন বুট। গোল করা ও সহায়তা মিলিয়ে তার ২৮১ গোলের সম্পৃক্ততা প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে রেকর্ড। বিদায়ের ঘোষণায় তার কণ্ঠে সবচেয়ে বেশি আবেগের ঝংকার ফুটে উঠল ভক্তদের কথা বলতে গিয়ে। ''...আর ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলার মতো যথেষ্ট শব্দ নেই আমার। ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে আপনারা আমাকে যে সমর্থন দিয়েছেন এবং কঠিনতম সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন... এসব এমন কিছু, যা আমি কখনও ভুলব না এবং সবসময় আমার সঙ্গে বয়ে বেড়াব।'' বিদায় নিলেও তার হৃদয় যে পড়ে থাকবে এখানেই, সেটিও তিনি জানিয়ে দিলেন স্পষ্ট করেই। ''ছেড়ে যাওয়া কখনোই সহজ নয়। তোমরা আমাকে আমার জীবনের সেরা সময়টা দিয়েছো, আমি সবসময় তোমাদের একজন হয়েই থাকব। আমার এবং আমার পরিবারের কাছে সবসময় আমার ঘর হয়ে থাকবে এই ক্লাব। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের সবার কারণে... I will never walk alone.''

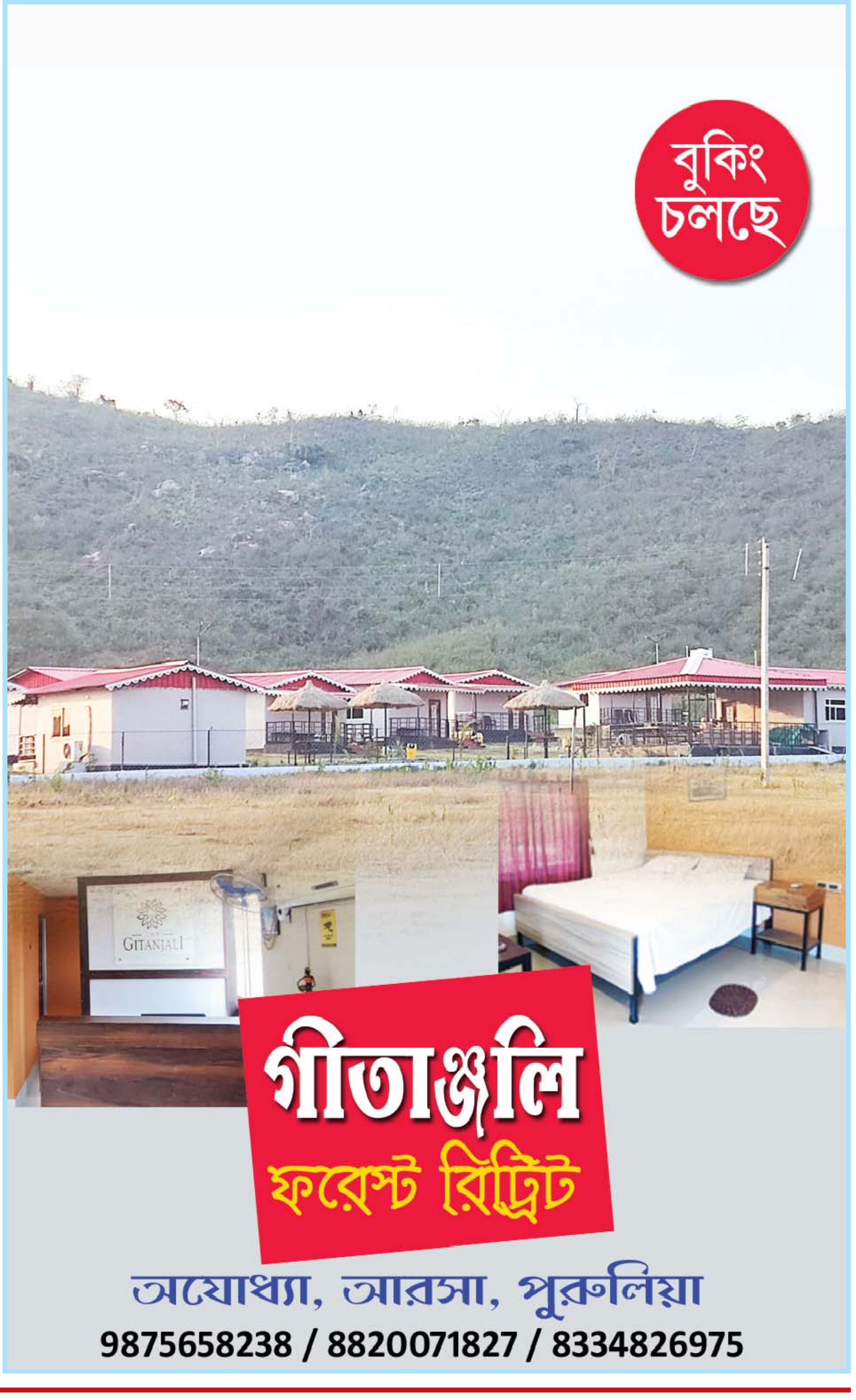

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com